দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৮৬ ॥ ২৪ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ০৮ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ২০ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

রাষ্ট্রপতি অপসারণ সাংবিধানিক প্রশ্ন নয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত : উপদেষ্টা নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনকে নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। শেষ পর্যন্ত তিনি থাকবেন কি না তা নিয়ে কৌতূহল বিরাজ করছে রাজনৈতিক ও বিভিন্ন অঙ্গনে। এবার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রপতি তার পদে থাকবেন কী থাকবেন না এটি সাংবিধানিক প্রশ্ন নয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বুধবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এ কথা বলেন তিনি। উপদেষ্টা নাহিদ বলেন, জনগণের চাওয়া বুঝতে পেরেছে সরকার।

সাত বিভাগে ৬২ লাখ ১২ হাজার কিশোরী পাবে এইচপিভি টিকা

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার সাতটি বিভাগে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী কিশোরীদের জরায়ু ক্যানসারের বিরুদ্ধে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) টিকা কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই টিকাদান কর্মসূচি চলবে ১৮ দিন। ১৭ ডিজিটের জন্মনিবন্ধন নম্বর দিয়ে www.vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে টিকার জন্য নিবন্ধন করা যাবে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের সব জেলা, উপজেলা, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী কিশোরী এই টিকা নিতে পারবে। এই সাতটি বিভাগে ৬২ লাখ ১২ হাজার ৫৩২ জন কিশোরীকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্য হাতে নিয়েছে সরকার। গত মঙ্গলবার রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে 'এইচপিভি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন ২০২৪' বিষয়ক জাতীয় অ্যাডভোকেসি সভায় এ তথ্য জানানো হয়। সভায় জানানো হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইপিআই কেন্দ্রে এই টিকা পাওয়া যাবে। সেখান থেকে পঞ্চম থেকে নবম বা সমতুল্য শ্রেণির কিশোরীরা টিকা পাবে। যারা স্কুলে ভর্তি হয়নি এবং বয়সসীমার মধ্যে পড়ে, তারাও ইপিআই সেন্টার থেকে টিকা নিতে পারবে। এর আগে গত বছর ঢাকা বিভাগের প্রায় ১৫ লাখ কিশোরীকে এ পর্যন্ত এইচপিভি টিকার একটি ডোজ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বক্তারা অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং বাংলাদেশ থেকে কীভাবে জরায়ুমুখের ক্যানসার নির্মূল করা যায়, সে বিষয়ে বক্তব্য দেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব এম এ আকমল হোসেন আজাদ বলেন, আমাদের ক্যাম্পেইন ২৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৮ দিন চলবে। আমাদের লক্ষ্য সাতটি বিভাগে ৬০ লাখেরও বেশি কিশোরীকে এই পরিষেবা সরবরাহ করা। প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারের সহযোগিতায় এই ক্যাম্পেইন সফল হবে বলে আশা করা যায়।

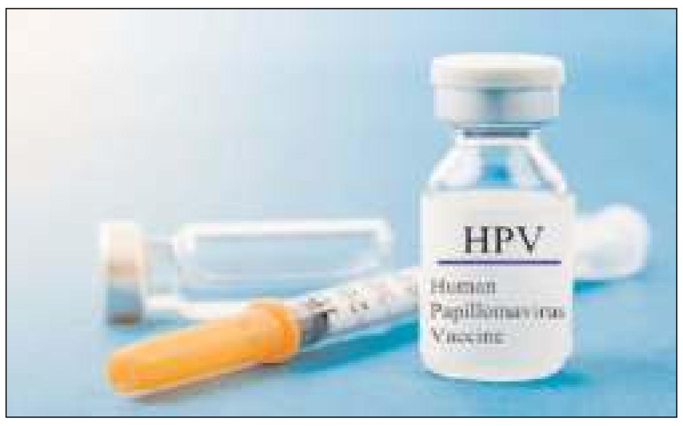

সভায় ইউনিসেফের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এমা ব্রিগহাম বলেন, অল্প বয়সী মেয়েদের স্বাস্থ্য ও অধিকার অবশ্যই সুরক্ষিত করতে হবে। এই ক্যাম্পেইন ইভেন্টটি বাংলাদেশের লাখ লাখ মেয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট। আসুন আমরা বাংলাদেশের লাখ লাখ মেয়ের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ রক্ষায় একযোগে কাজ করি। বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. রাজেশ নারওয়াল বলেন, জরায়ুমুখের ক্যানসারের কারণে আমরা অনেক প্রাণ হারাই।

তবে এটি প্রতিরোধযোগ্য। সমাধান আমাদের হাতেই আছে। জরায়ুমুখের ক্যানসার শুধু প্রতিরোধযোগ্য নয়, নির্মূলও করা যায়। এই ক্যাম্পেইনের সাফল্য শুধু জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধেই নয়, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে রোগ নির্মূলে এটি একটি বড় পদক্ষেপ।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ নাকি পদত্যাগ, পরবর্তী প্রক্রিয়া কী?

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র ইস্যুতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ দেশের ছাত্র-জনতা। তাকে পদচ্যুত করাসহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার বঙ্গভবন ঘেরাওসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলায় বিক্ষোভ করেছে ছাত্ররা। রাষ্ট্রপতির অপসারণের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। এদিকে রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতারা রাষ্ট্রপতির তীব্র সমালোচনা করলেও তার পদত্যাগ কিংবা অপসারণের দাবির প্রশ্নে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমতো রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গত ২ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেছেন। ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স (সিডিএ) হেলেন লাফেভ। বুধবার (অক্টোবর ২৩) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতে তারা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এবং সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের প্রধান পয়েন্টগুলো নিয়ে আলাপ করেন। হেলেন লাফেভ প্রধান উপদেষ্টাকে বলেন, আগামী সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করবেন। অধ্যাপক ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এরই মধ্যে ৬টি প্রধান সংস্কার কমিশন তাদের কাজ শুরু করেছে এবং তারা অংশীজনদের সঙ্গে সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ করছেন।

আমেরিকা থেকে কানাডায় পৌঁছেছেন সেনাপ্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : আমেরিকা থেকে কানাডায় পৌঁছেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বুধবার (২৩ অক্টোবর) সেনাপ্রধানের সফর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে ১৫ অক্টোবর সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার উদ্দেশে দেশত্যাগ করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। ওই সময় আইএসপিআর জানায়,

২-এর পাতায় দেখুন

কোথায় আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় 'দানা'

স্টাফ রিপোর্টার : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'দানা'র কারণে দেশের চার সমুদ্র বন্দরে ২ নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। আবহাওয়া অফিস বলছে- ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রের ৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়ার আকারে ঘণ্টায় ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর উত্তাল রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় 'দানা' বুধবার (২৩ অক্টোবর) সকাল ৬টায় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে ৬৯৫ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে ৬২০ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্র বন্দর থেকে ৬৯৫ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ৬৪৫ কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে অবস্থান করছিল। এমন অবস্থায় উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার সব নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে, যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে নিরাপদ আশ্রয় যেতে পারে। এ অবস্থায় সবার মধ্যেই উদ্বেগঃ কখন, কোথায় আঘাত হানতে পারে 'দানা'। আবহাওয়াবিদ আবদুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেছেন, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ঘূর্ণিঝড়টি ভারতের ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অতিক্রম করতে পারে। তবে এর গতিপথ পরিবর্তনও হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলসহ বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি অঞ্চলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

ইলিশে ধরায় নিষেধাজ্ঞার ১০ দিনে বরিশালে ২৫২ জেলের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অপরাধে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদ-নদীতে অভিযান চালিয়ে গেল ১০ দিনে ২৫২ জেলেকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১৫ লাখ ৬৭ হাজার ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। বিভাগীয় মৎস্য অফিস থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১৩ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর মধ্যরাত পর্যন্ত বরিশাল বিভাগে ১ হাজার ২৩৮ টি অভিযান চালানো হয়েছে এবং ৩৭৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার পাশাপাশি ৪৫৯টি মামলা করা হয়েছে। যে সময়ে বরিশাল বিভাগে ২৪৬ বার বিভিন্ন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, ১ হাজার ৮২৮ বার বিভিন্ন মাছঘাট, ৩ হাজার ৪১৪ বার বিভিন্ন আড়ত ও ১ হাজার ৯৯৭ বার বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করেছেন মৎস্য অধিদপ্তরে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের

২-এর পাতায় দেখুন

দুদকের মামলায় বাবর খালাস ৮ বছরের সাজা বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং তথ্য গোপনের মামলায় পৃথক ধারায় আট বছরের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে সাবেক চারদলীয় জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের আপিল মঞ্জুর করে তাকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। বুধবার (২৩ অক্টোবর) বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লার একক বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী আইনজীবী শিশির মনির। এর আগে ২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর বাবরের আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেছিলেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে অর্থ দণ্ড স্থগিত করেছিলেন। সেই আপিলের শুনানি শেষে বুধবার রায় দেওয়া হয়। ২০২১ সালের ১২ অক্টোবর ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৭ এর বিচারক মো. শহিদুল ইসলাম পৃথক ধারায় ৫ ও ৩ বছরের দণ্ড দেন। একইসঙ্গে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন। পরে

২-এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গাদের সুরক্ষায় ৩.৩ মিলিয়ন ডলার দেবে জাপান সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের রোহিঙ্গা অভিবাসী নারী, কিশোরীদের সুরক্ষা প্রদান এবং ক্ষমতায়নে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলে (ইউএনএফপিএ) ৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে জাপান সরকার। গত মঙ্গলবার ঢাকায় জাপান দূতাবাসে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল এবং জাপান সরকারের মধ্যে এই নতুন চুক্তি স্বাক্ষর হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি এবং ইউএনএফপিএর বাংলাদেশের প্রতিনিধি মাসাকি ওয়াতাবে চুক্তিতে সই করেন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের নোয়াখালী এবং কক্সবাজার জেলার নারী ও শিশুদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (এসআরএইচ), লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধ এবং

২-এর পাতায় দেখুন

আ. লীগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম ছাত্র অধিকার পরিষদের

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা। গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানিয়েছেন তিনি। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে না পারলে আইন উপদেষ্টা ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগের কথাও বলেছেন ইয়ামিন। সংবাদ সম্মেলনে বিন ইয়ামিন মোল্লা বলেন, আপনারা জানেন আমরা সরকার পতনের পর থেকেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করতে আন্দোলন করে যাচ্ছি। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ বেশ কয়েক বার আমাদের ওপর হামলা করেছে। নির্বাচনের আগে আমাদের হাজার হাজার

২-এর পাতায় দেখুন

বুধবার বনানিস্থ কার্যালয়ে উপজেলা দিবস এর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টি মহাসচিব মোঃ মুজিবুল হক চুন্নু।

সচিবালয়ে ঢুকে পড়া ৫৩ শিক্ষার্থী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল বাতিল ও পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে সচিবালয়ে ঢুকে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৩ জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের দুটি প্রিজনভ্যানে তাদের তোলা হয়েছে। বুধবার (২৩ অক্টোবর) বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে তাদের আটক করা হয়। এর আগে ২টা ৫০ মিনিটে শতাধিক শিক্ষার্থী সচিবালয়ে ঢুকে পড়ে। পরে ৬ নং ভবনের সামনে তারা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে? 'আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'মুগ্ধের বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'তুমি কে আমি কে ছাত্র-ছাত্র', 'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম-সংগ্রাম' ইত্যাদি স্লোগান শোনা যায় আন্দোলনকারীদের মুখে। সেখানে দায়িত্বপালনরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা প্রথমে তাদের সরে যাওয়ার

২-এর পাতায় দেখুন

৩ থেকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে মূল ভবনে চলবে গণহত্যার বিচার: আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৩ থেকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল ভবনে জুলাই-আগস্ট গণহত্যার বিচারকাজ চলবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। বুধবার (২৩ অক্টোবর) সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভবনের সংস্কার কাজ পরিদর্শননে এসে একথা জানান আইন উপদেষ্টা। এ সময়, মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির সঙ্গে করা বৈঠক এবং রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে যান তিনি। সংস্কার কাজ পরিদর্শনে তার সঙ্গে ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম জানান, শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আইজিপির কাছে পাঠানো হয়েছে । এর আগে, গত ১৭ অক্টোবর জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের মামলায় পৃথক মামলায় শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। অন্য যাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তারা হলেন শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা, শেখ হাসিনার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত, আসাদুজ্জামান খান কামাল, আনিসুল হক, দীপু মনি, আকম মোজাম্মেল হক, শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, সাবেক মন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, শেখ সেলিম, ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, শেখ ফজলে শামস পরশ, সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ মামুন, ডিবি হারুন, পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার সরকার, প্রলয় কুমার জোয়ার্দার, সাবেক ডিএমপি হাবিবুর রহমান, সাবেক র‍্যাব ডিজি হারুন অর রশিদ, সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান, শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা তারেক আনাম সিদ্দিকী, বিচারপতি মানিক, ড. জাফর ইকবাল, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামসহ ৪৬ জন। গণহত্যা মামলার বিষয়ে মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম গণমাধ্যমকে

২-এর পাতায় দেখুন

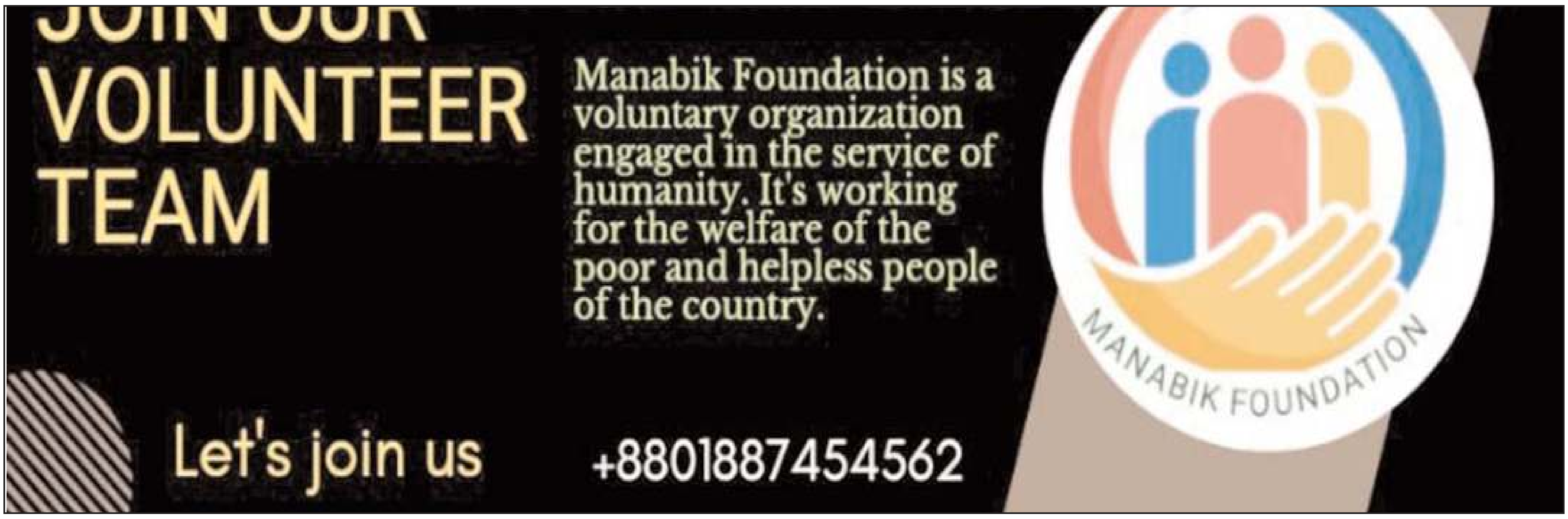

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ২৪ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ০৮ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

বঙ্গভবনের সামনে কাঁটাতারের বেড়া ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে গতরাতে বিক্ষোভকারীদের বঙ্গভবনে প্রবেশের চেষ্টার ঘটনা ও পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার পর থেকে আরও জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। বঙ্গভবনের প্রধান ফটকের সামনে ব্যারিকেড ছাড়াও গতকাল বুধবার দেওয়া হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া। পাশাপাশি বঙ্গভবনের প্রধান ফটকের সামনে মোতায়েন করা হয়েছে ২ প্লাটুন বিজিবি, রয়েছে বহু সংখ্যক এপিবিএন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী। প্রস্তুত রাখা হয়েছে এপিসি, জলকামান ও রায়ট কার। বুধবার (২৩ অক্টোবর) সকাল থেকে এখন পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনতা বা আন্দোলনকারীদের তেমন কাউকে দেখা না গেলেও বঙ্গভবন ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়টি ছিল স্পষ্ট। বঙ্গভবন এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. শাহরিয়ার আলী জানান, গতকাল রাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের ওপরে হামলা হয়েছে। বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত অবস্থায় আছেন। এক শিক্ষার্থীসহ দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, আহত হয়েছেন তিনজন। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে আজ তাই বঙ্গভবন এলাকায় নিরাপত্তা আরও বেশি জোরদার করা হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের চোখে পড়ছে না, তবুও সতর্ক আছে প্রশাসন। পুলিশের পাশাপাশি মোতায়েন রয়েছেন এপিবিএন, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-

থমথমে বঙ্গভবন এলাকা

কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, ডিএমপির নির্দেশনা অনুযায়ী বঙ্গভবন এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি ও যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এর আগে সোমবার (২১ অক্টোবর) দিবাগত রাতে ফেসবুকে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ও রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র-জনতার গণজমায়েতের ডাক দিয়ে একটি পোস্ট করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) বঙ্গভবন ঘেরাও করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমর্থক ছাত্র-জনতা। প্রসঙ্গত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। এ অবস্থায় ওইদিন রাতে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি। তবে সম্প্রতি মানবজমিনের সম্পাদক মতিউর রহমানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি জানান, তিনি শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন কিন্তু তার কাছে এ সংক্রান্ত কোনো দালিলিক প্রমাণ বা নথিপত্র নেই। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'পদত্যাগপত্র সংগ্রহ করার বহু চেষ্টা করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি। তিনি হয়ত সময় পাননি।' রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের এ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন হাসিনা সরকার পতনে নেতৃত্বদানকারীরা। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে বিভিন্ন ব্যানারে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের দাবি নিয়ে বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান নেন বিক্ষুব্ধ জনতা। রাত ৮টা পর্যন্ত পরিস্থিতি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এরপর আন্দোলনরতদের ৭-এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টিপাত বেড়ে তাপমাত্রা কমতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : ঘূর্ণিঝড় 'দানা' এর প্রভাবে বৃষ্টিপাত বেড়ে তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। গতকাল বুধবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. আবদুর রহমান খান জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা ১-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় ৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারকে সন্দেহের চোখে দেখছে জনগণ: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচনের সময়সীমা বলতে গড়িমসি করছে অন্তর্বর্তী সরকার যা জনগণ সন্দেহের চোখে দেখছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা সংস্কার করুন। কিন্তু নির্বাচনের তারিখ বলতে আপনাদের এত সংশয় হচ্ছে কেন? গণতন্ত্র হচ্ছে যা কিছু হবে জনগণের কাছে সেটা স্পষ্ট করে বলতে হবে। মানুষ তো এসব বিষয়ে সন্দেহ করে। আপনারা সংস্কারের জন্য কমিশন করলেন সব করলেন এটা কত দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে কত দিনের মধ্যে একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। যে নির্বাচনে গত ১৫ বছর মানুষ ভোট দিতে পারেনি এমন নির্বাচন নয়। নির্বাচনে জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে কোনো দলকে ভোট দেবে, তাদের নির্বাচন করবে, কে সরকার গঠন করবে। স্পষ্টতা এবং পথরেখা এই দুইটা হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত। আপনারা ডেট লাইন বলতে, সময়সীমা বলতে গড়িমসি করছেন। এইটা তো মানুষ সন্দেহের চোখে দেখছে।

বুধবার (২৩ অক্টোবর) ঢাকার ডেমরায় শহীদ পরিবারের সাথে 'আমরা বিএনপি পরিবার'র প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে রিজভী বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস একজন সম্মানিত মানুষ। বাংলাদেশের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সম্মান নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাকে সর্বাগ্রে দেখতে হবে মানুষ কোনোটাতে বাঁচে মানুষ কোনোটাতে স্বস্তি লাভ করে। নিম্নআয়ের মানুষ যাতে ঠিকমতো খেতে পারে সেটার জন্য সবার আগে বাজার নিয়ন্ত্রণ করুন। অনেক জিনিসের শুল্ক কমিয়েছেন কিন্তু বাজারে তার কোনো ইফেক্ট নেই। চিনি, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ এগুলোর কিন্তু দাম কমেনি। এগুলোর জন্য দায়ী সিন্ডিকেট। এই আওয়ামী সিন্ডিকেটবাজদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে এসে বাজার নিয়ন্ত্রণ করুন। তা নাহলে গণতন্ত্রের যে চেতনা, আন্দোলনের যে চেতনা, যারা জীবন দিয়েছে তাদের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন, শেখ হাসিনা তার ক্ষমতাকে নিরাপদ রাখতে এমন কোনো পদ্ধতি নেই যে তিনি অবলম্বন করেননি। বাংলাদেশের সন্ত্রাসী চোর বদমাইশ, ডাকাত এদের তিনি বিচারের আওতায় আনেননি। শেখ হাসিনার অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছেন তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তিনি কারাগারে নিয়েছেন। যেসব ছেলেমেয়েরা কোনো রাজনীতিই করেন না কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেছেন ব্লগার বলে তাদেরও ঠিকানা হয়েছে কারাগারে। এভাবে তিনি রাজত্ব করতে চেয়েছেন তার গদিকে রক্ষা করার জন্য। তিনি যখন দেখেছেন এভাবেও তার গদি নিশ্চিত হচ্ছে না তখন তিনি ধরে ধরে হত্যা করেছেন গুম করেছেন, ক্রসফায়ার দিয়েছেন। যার চরম প্রকাশ পেয়েছে গত জুলাই অর্থাৎ জুলাই, আগস্ট মাসেও তিনি গণহত্যা করেছেন।

রিজভী বলেন, আজকে জনগণের মধ্যে মানুষের মধ্যে শুধু শঙ্কা নয় আতঙ্ক এই ধরনের জল্লাদের মনোবৃত্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন শেখ হাসিনা। যে প্রধানমন্ত্রীত্ব করার পেছনে জনগণের কোনো সমর্থন ছিল না। জনগণের সাথে ভোট নিয়ে প্রহসন করেছেন, ভোটারদের তিনি ভোটকেন্দ্রে আসতে দেননি। পুলিশ ছাত্রলীগ, যুবলীগকে দিয়ে গ্রামে ৭-এর পাতায় দেখুন

তারেক রহমানের চাঁদাবাজির ৪ মামলা হাইকোর্টে বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : ১৭ বছর আগে রাজধানীর কাফরুল থানায় চাঁদাবাজির অভিযোগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে করা চার মামলা বাতিল করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। বুধবার (২৩ অক্টোবর) বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে এই আদেশ দেন।

আদালতে তারেক রহমানের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার সানজিদ সিদ্দিকী। আইনজীবীরা জানান, ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এসব মামলা দায়ের করা হয়।

পতিত সরকার দেশকে পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল : নুর

স্টাফ রিপোর্টার : গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, পতিত আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের অর্থনীতির বড় বড় উৎসগুলো বিদেশি শক্তির কাছে দিয়ে দিয়েছে। দেশের সম্পদ দেশের মানুষ পরিচালনা করলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং দেশের অর্থ দেশে থাকবে। কিছু অসাধু আমলা নিজেদের আখের গোছাতে দেশের ক্ষতি করছেন। বুধবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'দেশ বাঁচাও, বন্দর বাঁচাও আন্দোলন' এর উদ্যোগে 'চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্রের' প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে মঞ্জুর হোসেন ঈসার সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, জাতীয় ৭-এর পাতায় দেখুন

অর্জিত হয়নি সেপ্টেম্বরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : গত সেপ্টেম্বরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০ হাজার ৩২৪ কোটি টাকার কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। ওই মাসে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ২৮ হাজার ৪২৬ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে আদায় হয়েছে ২৯ হাজার হাজার কোটি টাকা। এ অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৯ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে রাজস্ব আদায়ের এ চিত্র দেখা যায়। জুলাই ও আগস্টের শুরুতে সরকারবিরোধী আন্দোলন, আগস্টজুড়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও ক্ষমতার পটপরিবর্তন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যর ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতিতে রাজস্ব আদায় বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলে এনবিআর সূত্রে জানা গেছে। সেপ্টেম্বরে যদিও ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। এ মাসে ১১ হাজার ২৪৭ কোটি টাকার শুল্ক আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৭ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা, ১৩ হাজার কোটি টাকা ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৯ হাজার ৫৯৬ কোটি টাকা। আর ১৫ হাজার কোটি টাকার আয়কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ১১ হাজার ৭৪৮ কোটি টাকা। অর্থবছরের তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রাজস্ব আদায়ে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আলোচ্য সময়ে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক মিলিয়ে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৭৫ হাজার ৪৮৭ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরে তিন মাসের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা কম। আলোচ্য এসময়ে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৭০ হাজার ৯০২ কোটি টাকা

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০ হাজার ৩২৪ কোটি টাকার কম রাজস্ব আদায় হয়েছে

৫৫ শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিলো ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় নকল করায় তিন ক্যাটাগরিতে ৫৫ শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। তাদের ২০২৪ সালের এসএসসির সবগুলো পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। বহিষ্কৃত একজন পরীক্ষার্থীকে ২০২৫ ও ২০২৬ সালের জন্য ও দুইজন পরীক্ষার্থীকে ২০২৫ সালের জন্য এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে চলতি বছরের পরীক্ষাগুলো বাতিল হলেও বাকি ৫২ জন পরীক্ষার্থীকে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বোর্ডের শৃঙ্খলা কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ করেছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকশিক্ষা বোর্ড। বোর্ড সূত্র জানায়, সভায় চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় নকল করে বহিষ্কৃত হওয়া পরীক্ষার্থীদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন শৃঙ্খলা ৭-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বুধবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপি নেতাদের বৈঠক শেষে এক বিফ্রিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। আইন উপদেষ্টার বক্তব্যে সরকার একমত পোষণ করেছে, তাহলে পরবর্তী ধাপ হিসেবে সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে? এমন প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা বলতে পারি যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি জানান, রাষ্ট্রপতির অপসারণের দাবি নিয়ে কোনো ডেভেলপমেন্ট হলে জানানো হবে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপি নেতাদের বেলা ১১টায় বৈঠক হয়েছে। এসময় আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম উপস্থিত ছিলেন। বিএনপির সঙ্গে এ বৈঠক চলমান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের অংশ উল্লেখ করে শফিকুল আলম বলেন, চলমান ডায়ালগের অংশ হিসেবে এ মিটিং হয়েছে। রাষ্ট্রপতির অপসারণের দাবিতে আন্দোলন চলছে, আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিএনপির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আমাদের প্রচুর কথা হচ্ছে। এটার অংশ হিসেবে আজ বিএনপির ৭-এর পাতায় দেখুন

গাজী টায়ার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিখোঁজ ১৮২ জনের মধ্যে কারোরই হদিস নেই

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের গাজী টায়ার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১৮২ জন নিখোঁজ হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছে জেলা প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটি। তবে তারা কেউ কারখানার শ্রমিক নন। মূলত কারখানার মালামাল লুটপাটকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতকারীরা কারখানায় আগুন দিয়েছে, এতে তারা নিখোঁজ হয়েছেন বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কারও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি এই প্রতিবেদনে ১০টি সুপারিশ করা হয়। এসব তথ্যের বিষয়টিনিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাহমুদুল হক। জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২৫ আগস্ট রাত সাড়ে ১০টায় রূপগঞ্জের রূপসীতে গাজী টায়ার কারখানায় আগুন লাগে। দীর্ঘ ৩২ ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট আগুন নেভানোর কথা জানালেও ফের দফায় দফায় ভবনটিতে আগুন জ্বলে ওঠে। এর কয়েক ঘণ্টা পর আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ ৭-এর পাতায় দেখুন

সায়েন্সল্যাব অবরোধ সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের, তীব্র যানজট

স্টাফ রিপোর্টার : সাত কলেজের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ মোট তিন দফা দাবি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেনে না নেওয়ার প্রতিবাদে সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এর ফলে বর্তমানে সায়েন্সল্যাব মোড়ে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে তীব্র যানজট। বুধবার (২৩ অক্টোবর) সকাল থেকেই পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজের সামনে জড়ো হতে থাকেন। পরে তারা দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। এ সময় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের 'আর নয় দাসত্ব, হতে চাই স্বতন্ত্র', 'অধিভুক্তি নাকি মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি', 'শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য, মানি না, মানব না', 'ঢাবির জায়গায় ঢাবি থাক, সাত কলেজ মুক্তিপাক', 'নিপীড়ন নাকি অধিকার, অধিকার, অধিকার', 'প্রশাসনের প্রহসন, মানি ৭-এর পাতায় দেখুন

বুধবার জাতীয় জাদুঘর,শাহবাগে তরুণদের আসক্ত করতে সিগারেটের বেপরোয়া প্রচারণা কোম্পানিগুলোকে শাস্তির আওতায় আনার দাবিতে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ম খা আলমগীরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফারমার্স ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীরসহ সাত জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বুধবার মামলাটি দায়ের করেন দুদকের উপ-পরিচালক সৈয়দ আতাউল কবির। আসামিদের বিরুদ্ধে এজাহারে পরস্পর যোগসাজশে ফারমার্স ব্যাংকের ৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্য আসামিরা হলেন, আর সি এল প্লাস্টিক ইন্ড্রাস্ট্রিজের মালিক রাশেদুল হক চিশতি, মোহাম্মদ ফারুক, মো. হিরন রহমান, মো. ইব্রাহিম খান, ফারমার্স ব্যাংক তথা বর্তমানে পদ্মা ব্যাংকের ৭-এর পাতায় দেখুন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনতে জামায়াতের রিভিউ আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি রিভিউ আবেদন দায়ের করেছে। গতকাল বুধবার জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার আপিল বিভাগে এ রিভিউ আবেদন দায়ের করেন বলে জানিয়েছেন দলটির আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির। গত ২০ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি রিভিউ আবেদনের শুনানির জন্য আগামী ২৪ অক্টোবর দিন ধার্য করেন চেম্বার আদালত। আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি হবে। আদালতে রিভিউ আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির, ড. শরীফ ভূঁইয়া। এর আগে, ২০১১ সালের ১০ মে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ৭-এর পাতায় দেখুন

বৈষম্যের শিকার চিকিৎসকদের আগে পদায়ন: স্বাস্থ্যের ডিজি

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত সরকারের শাসনামলে বৈষম্যের শিকার চিকিৎসকরাই পদায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর। গতকাল বুধবার সকালে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের দেখতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি। ডা. মো. আবু জাফর বলেন, নানা সমস্যায় জর্জরিত স্বাস্থ্যখাত। এ খাত এমন পর্যায়ে এসেছে যে এখন সংস্কার প্রায় অসম্ভব। এটাকে ভেঙে পুনরায় ঢেলে সাজাতে হবে। আমি গত কিছুদিন হলো দায়িত্ব নিয়েছি। আমি চেষ্টা করবো স্বৈরাচার সরকারের শাসনামলে বৈষম্যের শিকার চিকিৎসকরাই যেন পদায়নে অগ্রাধিকার পায়।

আশুলিয়ায় শ্রমিক অঞ্চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, আহত ৫

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় পোশাকশ্রমিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় তিনজন গুলিবিদ্ধসহ পাঁচ শ্রমিক আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে আশুলিয়ার নরসিংহপুর-কাশিমপুর সড়কের বাংলাবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ শ্রমিকরা হলেন- হালিমা খাতুন, ববিতা আক্তার, মোর্শেদা খাতুন ও চম্পা খাতুন। অন্য একজনের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। এদের মধ্যে হালিমা খাতুন সুসুকা গার্মেন্টসের শ্রমিক, বাকিরা জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনের শ্রমিক বলে জানা গেছে। শ্রমিকরা জানায়, জনারেশন নেক্সট পোশাক কারখানার শ্রমিকদের তিন মাসের ৭-এর পাতায় দেখুন

সূচকের বড় পতন কমেছে লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (২৩ অক্টোবর) সূচকের পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমেছে। একইসঙ্গে ডিএসই ও সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসই'র প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৭১.৯৮ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৬৯ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়া সূচক ১১.৩৭ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৬২ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৩১.৫৬ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৮৯২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৯টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৫২টি কোম্পানির, কমেছে ৩০৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪১টির। ডিএসইতে এদিন মোট ৩২১ কোটি ৯৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৫৮ কোটি ২২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক ৬৭.৮২ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৭-এর পাতায় দেখুন

ইউক্রেনের জনসংখ্যা কমেছে এক কোটি : জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া, জন্মহার কমে যাওয়া ও যুদ্ধে মৃত্যুর ফলে ইউক্রেনে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। জাতিসংঘের ভাষ্য অনুযায়ী দেশটিতে অন্তত ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) বা প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা কমেছে। মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) এ তথ্য জানায় জাতিসংঘ। আন্তর্জাতিক একটি সংবাদ সংস্থা বুধবার (২৩ অক্টোবর) এ তথ্য জানায়। খবরে বলা হয়েছে, জেনেভা নিউজ কনফারেন্সে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের পূর্ব ইউরোপের প্রধান ফ্লোরেন্স বাউয়ার। এ সময় তিনি বলেন, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে শুরু হওয়া আগ্রাসন ইতিমধ্যেই আগে থেকেই বিদ্যমান জনসংখ্যা পরিস্থিতি আরও গুরুতর করে তুলেছে। জন্মহার কমেছে ও বর্তমানে নারীপ্রতি গড়ে একটি করে সন্তান আছে, যা বিশ্বে সর্বনিম্ন সন্তান জন্মহারের অন্যতম। একটি ৭-এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা ও চট্টগ্রামে কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে ভর্তুকি মূল্যে চালসহ ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য বিক্রি শুরু হচ্ছে আজ। এই কার্যক্রম সকাল ১০ টায় দক্ষিণ বেগুনবাড়ি (দীপিকার মোড়), তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে উদ্বোধন করা হবে। বুধবার (২৩ অক্টোবর) টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা মো. হুমায়ন কবির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনায় নিম্ন আয়ের এক কোটি উপকারভোগী কার্ডধারী পরিবারের মাঝে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্যাদি (ভোজ্য তেল ও ডাল) সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই কার্যক্রমের পাশাপাশি সাধারণ ভোক্তার কাছে ঢাকা মহানগরীতে ৫০ টি ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ২০ টি ট্রাকের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য তেল, ডাল ও খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহ করা চাল বিক্রির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই কার্যক্রম আগামী ২৪ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। তবে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে না এলে পরবর্তীতে কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হতে পারে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। এ দফায় সর্বোচ্চ ২ লিটার ভোজ্যতেল, ২ কেজি মসুর ডাল ও ৫ কেজি চাল কিনতে পারবেন উপকারভোগীরা। প্রতি লিটার ভোজ্যতেলের দাম পড়বে ১০০ টাকা, প্রতি কেজি মসুর ডাল ৬০ টাকা ও চাল ৩০ টাকা।

যৌথ অভিযানে আশুলিয়ায় ছাত্র হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : যৌথ অভিযানে ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার, একাধিক হত্যা এবং অস্ত্র মামলার আসামি রনি ভুইয়াকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে র?্যাব। গতকাল বুধবার দুপুরে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিপিসি-২, র?্যাব-৪ এর কোম্পানি কমান্ডার জালিস মাহমুদ খাঁন। এর আগে র?্যাব-৪ ও র?্যাব-১ এর যৌথ অভিযানে গত মঙ্গলবার রাতে ঢাকার উত্তরা পশ্চিম থানার ১৩ নম্বর সেক্টর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার রনি ভুঁইয়া আশুলিয়ার জামগড়া এলাকার বকুল ভুঁইয়ার ছেলে। তার বাবা বিএনপি নেতা হলেও তিনি যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। র?্যাব জানায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট আসামি রনি ভুইয়ার ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

ইলিশে ধরায় নিষেধাজ্ঞার ১০ দিনে

কর্মকর্তারা। আর গত দুইদিনের অভিযানে ১০ হাজার ৬৯৯ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি ১১ কোটি ২৭ লাখ ৫৩ হাজার ৬০০ টাকা মূল্যের ৬৩ লাখ ৩৩ হাজার ৮০০ মিটার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া নৌকাসহ জব্দ হওয়া সরঞ্জাম নিলাম করে ২ লাখ ৩২ হাজার ১০০ টাকা আয় হয়েছে। মৎস্য বিভাগের উপ-পরিচালক নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস জানান, গত ১৩ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে ২২ দিনের জন্য উপকূলের সাত হাজার বর্গকিলোমিটারের মূল প্রজননস্থলসহ সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহণ ও বিপণন নিষিদ্ধ থাকছে। বরিশাল বিভাগের ৬ জেলার ৩ হাজার ১৯ হাজার ৮৩০ জন জেলেকে ৭ হাজার ৯৯৬ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হবে।

সাবেক তিন সংসদ সদস্যের

উপপরিচালক রেজাউল করিম। শুনানি শেষে আদালত তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। নিক্সনের আবেদনে বলা হয়, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নিক্সন চৌধুরী ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানপূর্বক তিন সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে ইতোমধ্যে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। জানা গেছে, নিক্সন চৌধুরী ও তার স্ত্রী তারিন হোসেন সপরিবারে গোপনে দেশত্যাগের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা দেশত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে গেলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। এছাড়াও সার্বিক অনুসন্ধানকাজে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ক্ষতির কারণ রয়েছে। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধান কার্যক্রমের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমন ঠেকানো আবশ্যক। মির্জা আজমের আবেদনে বলা হয়েছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মির্জা আজমের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যাবহার করে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ এবং নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে-বেনামে দেশে-বিদেশে শত শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে তিন সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে ইতোমধ্যে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, মির্জা আজম ও তার পরিবারের সদস্যরা দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন। তিনি দেশত্যাগ করলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র বিনষ্টসহ অনুসন্ধানকাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে জনাব মির্জা আজম এর বিদেশ গমন রহিত করা আবশ্যক। আর ওদুদের আবেদনে বলা হয়েছে, আবদুল ওদুদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান চলমান। অভিযোগ সংশ্লিষ্টরা দেশ ছেড়ে পালাতে পারেন বলে অনুসন্ধানকালে জানা গেছে। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

রোহিঙ্গাদের সুরক্ষায় ৩.৩ মিলিয়ন

প্রতিক্রিয়া পরিষেবাগুলো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়ে এই অনুদান প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি বলেন, এ বছর ইউএনএফপিএর প্রকল্পটি পরিদর্শন করে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কক্সবাজার ও নোয়াখালী জেলার রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান করতে পেরে আমি অনেক আনন্দিত। রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাবে অনেক নারী ও কিশোরী প্রজনন ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতাসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন। কিন্তু এসব সমস্যা সমাধানে বিদ্যমান সহায়তা একেবারেই অপ্রতুল। আমি আশা করি জাপানের এই সহায়তা নারী ও কিশোরীদের সুরক্ষা, মর্যাদা এবং জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখবে, বলেন রাষ্ট্রদূত। ইউএনএফপিএর বাংলাদেশের প্রতিনিধি মাসাকি ওয়াতাবে বলেন, জাপানের সহায়তায় ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কক্সবাজার ও নোয়াখালী জেলায় জরুরি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে পরিসেবাগুলো বাড়াতে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সুবিধাগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ইউএনএফপিএ স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মানবিক সুরক্ষা অর্জনে কাজ করে। জাপান সরকারের আমাদের ওপর আস্থা রাখার জন্য আমরা অনুপ্রাণিত এবং নারী ও কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য আমরা জাপান সরকার ও দেশটির জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিগত সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক সংকট, রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থানীয় বাংলাদেশিদের জীবিকা, নিরাপত্তা ও সুস্থতার ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। এই সংকট মোকাবিলায়, জাপান সরকার ৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই সহায়তা ইউএনএফপিএর চলমান কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, নারী ও কিশোরীদের বিরুদ্ধে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার, শিশুবিবাহ প্রতিরোধ এবং কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই অর্থ ব্যবহার করা হবে। প্রকল্পটি কক্সবাজার ও নোয়াখালী জেলার জলবায়ু পরিবর্তন-প্রভাবিত এলাকায় বাস্তবায়িত হবে। 'অ্যাডভান্সিং দ্য উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি এজেন্ডা ফর ডিসপ্লেসড পারসন্স ফ্রম মিয়ানমার অ্যান্ড হোস্ট কমিউনিটিজ ইন কক্সবাজার অ্যান্ড নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্টস' নামে এই প্রকল্পে তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে, যা কক্সবাজার ও ভাসানচরে রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের পাশাপাশি নোয়াখালী ও কক্সবাজার জেলার স্থানীয় বাংলাদেশিদের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণ করবে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিসেবার চাহিদা সৃষ্টি করা। একই সঙ্গে টেকসই ও শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়টি, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে নারীদের জন্য সুরক্ষামূলক সেবা সহজলভ্য করা। এসব সেবা দেওয়ার জন্য নারীবান্ধব স্থান নারী-নেতৃত্বাধীন কমিউনিটি সেন্টার, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয় এবং থানা পর্যায়ে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক একযোগে কাজ করবে। তৃতীয় লক্ষ্যটি হলো- কিশোর-কিশোরীদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, বিশেষ করে যারা শিশুবিবাহের ঝুঁকিতে আছে, যারা কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ করা মায়েরা এবং অন্য মানবিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় আছে তাদের সুরক্ষা করা। এছাড়াও প্রকল্পটি তাদের স্বাস্থ্য ও জীবন দক্ষতার বিষয়ে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকবে, যা তাদের বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে সুরক্ষা প্রদান করবে।

শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের পরোয়ানা

ফজলে শামস পরশ, সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ মামুন, ডিবি হারুন, পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার সরকার, প্রলয় কুমার জোয়ার্দার, সাবেক ডিএমপি হাবিবুর রহমান, সাবেক র‌্যাব ডিজি হারুন অর রশিদ, সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান, শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা তারেক আহমেদ সিদ্দিকী, বিচারপতি মানিক, ড. জাফর ইকবাল, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামসহ ৪৬ জন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন। অপর দুই জন হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। এর আগে পৃথক মামলায় ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন জানান চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম।

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে ৫৪ বাংলাদেশি

চায়। তাদের পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেছেন বিচারক। অপর একটি ঘটনায় উত্তর২৪ পরগনা জেলার ভোমরা ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত সংলগ্ন স্বরূপনগর এলাকা থেকে ১৩ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিএসএফ। বাহিনীর দাবি, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বিথারী তাড়ালী ও কৈজুরী বিওপি এলাকা দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ করেছিল তারা। বাহিনীর ১৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্যরা তাদের আটক করেন। আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে ৭ শিশু, ৪ নারী এবং দু'জন পুরুষ। তারা সবাই সাতক্ষীরার বাসিন্দা। তাদের বসিরহাট আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মুজিববাদী সংবিধান বাতিলের দাবি

একটি জনগণপন্থী সংবিধান রচনা করতে হবে। এই প্রশ্নে আমরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আপোষহীন থাকব।

৩ থেকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে মূল

জানান, এই গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের এখতিয়ার শুধু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের। এই মামলার অভিযোগগুলোর তদন্তের দায়িত্ব ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশনের। সুতরাং দেশের যেসব থানায় যত মামলা হয়েছে, কোনো মামলার কোনো তদন্ত ওই পুলিশ করতে পারবে না। কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আদালতও এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, যারা এখনো মামলা করেননি তারা থানায় গিয়ে বা পুলিশের কাছে তাদের মামলা করার জন্য যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁরা অবশ্যই ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার কার্যালয়ে (ধানমন্ডি১১/এ, বাড়ি নং ৮৭) গিয়ে অভিযোগ দিতে পারেন। অথবা ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে এসে সরাসরি দাখিল করতে পারবেন।

৮ মাসে ইউরোপ-আমেরিকায়

শূন্য ৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশের ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়ার কমেছে ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ, আর ভারতের কমেছে ১ দশমিক ৫০ শতাংশ। একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে উল্লেখযোগ্য। তথ্য বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি করে থাকে। জানুয়ারি-আগস্ট আট মাসে বাংলাদেশ সেদেশে ৪৭০ কোটি ৯৮ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। আগের বছরের একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ৫১৮ কোটি ৫১ লাখ ডলারের তৈরি পোশাক। অর্থাৎ কমে যাওয়ার হার ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ। রপ্তানিকারকরা বলছেন, বছরের শুরু থেকে আগস্ট পর্যন্ত তৈরি পোশাক রপ্তানি কমলেও সেপ্টেম্বর থেকে রপ্তানিতে আবারও ইতিবাচক ধারা ফিরেছে। আগামী বছর থেকে, পরবর্তী প্রতিবেদন যখন আসবে, তখন দেখা যাবে- তৈরি পোশাকের চাহিদা বেড়েছে। এ বিষয়ে তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর অর্থনীতির অবস্থা খারাপ ছিল। ধীরে ধীরে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, এখন বাড়বে। এই যে মোট রপ্তানি কম দেখতে পাচ্ছি, তা বছরের শুরুর দিকের। বছরের মাঝামাঝিতে এ রপ্তানি কমে যাওয়ার হার কিছুটা নেমে এসেছে। তিনি বলেন, রপ্তানি শুধু আমাদের দেশের কমেছে, এমন নয়। প্রায় সব দেশের রপ্তানিই কমেছে। আমরা আশা করছি, সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে এসব দেশে রপ্তানি বাড়াতে পারব। আমরা সেভাবেই কৌশল নির্ধারণ করছি।

আ. লীগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধে ২৪

নেতাকর্মীকে জেলে ভরে পাশবিক নির্যাতন করেছে। রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখনও আওয়ামী প্রোপাগান্ডা রয়ে গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজ (গতকাল বুধবার) সকালে তারা মধুর ক্যান্টিনে জঙ্গি স্টাইলে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ও বলে স্লোগান দিয়েছে। দেখা যাবে কয়েকদিন পর তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। যারা এই দুঃসাহস দেখিয়েছে দুই দিনের মধ্যে তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। আমরা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ দেখতে চাই। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পু দেশের মানুষের সঙ্গে তামাশা শুরু করছে। আমরা দুই দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দেখতে চাই।

সচিবালয়ে ঢুকে পড়া ৫৩ শিক্ষার্থী

অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা সরে না যাওয়ায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেন। এ সময় তাদের লাঠিপেটা করা হয়। সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থীরা সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে পড়লে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করা হয়। তারা সরে না গেলে ধাওয়া দেওয়া হয়। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তাদের ছাত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে সচিবালয়ের ভেতরে আটকা পড়ে বেশ কিছু শিক্ষার্থী। সেখান থেকে তাদের আটক করে প্রিজনভ্যানে তোলা হয়।

দুদকের মামলায় বাবর খালাস

এর বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে আপিল করেন। ২০০৭ সালের ২৮ মে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে যৌথবাহিনীর হাতে আটক হওয়া এ আসামির বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপনের মামলাটি ২০০৮ সালের ১৩ জানুয়ারি রমনা থানায় দায়ের করা হয়। মামলাটি করেন সমন্বিত জেলা কার্যালয় চট্টগ্রাম-১ এর সহকারী পরিচালক মির্জা জাহিদুল আলম। তদন্ত শেষে ওই বছরের ১৬ জুলাই দুদকের উপসহকারী পরিচালক রূপক কুমার সাহা আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। চার্জশিটে বাবরের বিরুদ্ধে ৭ কোটি ৫ লাখ ৯১ হাজার ৮৯৬ টাকার অবৈধ সম্পদ রাখার অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি দুদকে ৬ কোটি ৭৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১২ টাকার সম্পদের হিসাব দাখিল করেছিলেন। তার অবৈধ সম্পদের মধ্যে প্রাইম ব্যাংক এবং এইচএসবিসি ব্যাংকে দুইটি এফডিআর-এ ৬ কোটি ৭৯ লাখ ৪৯ হাজার ২১৮ টাকা এবং বাড়ি নির্মাণ বাবদ ২৬ লাখ ৪২ হাজার ৬৭৮ টাকা গোপন করার কথা উল্লেখ করা হয়। সাবেক এই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরও দুই মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে কারাগারে রয়েছেন। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলাটি চালানো হয়। অল্পের জন্য ওই হামলা থেকে প্রাণে বেঁচে যান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি, তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। তবে হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, সাবেক রাষ্ট্রপতি (প্রয়াত) জিল্লুর রহমানের স্ত্রী আইভী রহমানসহ ২৪ জন নিহত হন। গত ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর ওই ঘটনায় বিচারিক আদালত সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও বিএনপি নেতা আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড দেন। ২০০৪ সালের ১ এপ্রিল মধ্যরাতে চট্টগ্রামের সিইউএফএল জেটিঘাটে খালাসের সময় পুলিশ সদস্যরা আটক করে ১০ ট্রাক সমপরিমাণ অস্ত্র। এ ঘটনায় ২০১৪ সালের ৩০ জানুয়ারি চোরাচালানের ঘটনায় করা বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ ১৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এ দুটি মামলা এখন হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্স ও আপিল বিচারাধীন রয়েছে।

আমেরিকা থেকে কানাডায় পৌঁছেছেন

সফরকালে সেনাপ্রধান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা, সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের বিবেচনায় জাতিসংঘ সদর দপ্তর, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন। সফর শেষে সেনাবাহিনী প্রধান আগামী ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ নাকি পদত্যাগ

গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। এর আগে গত ৬ আগস্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। দেশের এই অবস্থায় আইন ও সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার সুযোগ আছে কিনা, সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী পদত্যাগ করায় এখন রাষ্ট্রপতি কার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিবেন বা প্রক্রিয়া কী হবে? এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও আইনের শিক্ষকরা বলছেন, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর 'আইন ও সংবিধান' বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। ফলে 'জনআকাঙ্ক্ষার' আলোকে রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে অন্য কাউকে সে পদে বসাতে চাইলে সেটি অসম্ভব কিছু নয়। যদিও সরকার পরিবর্তনের পর দেশের সংবিধান স্থগিত করা হয়নি।

এদিকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং কে হচ্ছেন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি এসব নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জন। রাষ্ট্রপতির অপসারণ প্রক্রিয়া কী হবে এবং পদত্যাগ করলে কার কাছে জমা দিবেন এ বিষয়ে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনিক আর হক বলেন, 'বিষয়টি খুবই জটিল। তবে সময়ের আলোকে সম্পূর্ণ পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।'

স্বেচ্ছায় চলে গেলে সমস্যা নেই : বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল শপথ নেন মো. সাহাবুদ্দিন। তার পদত্যাগের বিষয়ে সিনিয়র অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, 'রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় চলে গেলে সাংবিধানিক কোনো সমস্যা নেই। স্পিকার যেহেতু নেই, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগপত্র কার কাছে দিবেন? পদত্যাগপত্র দিতে হলে প্রধান উপদেষ্টাকে (ড. মুহাম্মদ ইউনূস) দিবেন।' **আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে কথা উঠতে পারে ভবিষ্যতে :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন, 'গণঅভ্যুত্থানের পর সব কিছুই বাতিল করা যেতো কিন্তু তা না করে কোনোটি বাদ দেয়া হয়েছে আবার কোনোটি রাখা হয়েছে বলেই এই জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সংবিধান তো আছে, স্থগিত করা হয়নি। কিন্তু আবার সেটি পুরোপুরি অনুসরণও করা হচ্ছে না।' রাষ্ট্রপতিকে দুইভাবে সরানো যায় উল্লেখ করে হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন, 'একটি হলো অভিসংশন করলে বা বাদ দিলে, আরেকটি হলো স্পিকারের মাধ্যমে সংসদে। কিন্তু স্পিকার তো নেই। তাই সাংবিধানিক শূন্যতা হবে। এখন হয়তো কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে তো আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে কথা উঠতে পারে। নিয়ম মেনে করলে সব কিছুই করা যেত। কিন্তু পরিস্থিতি একটু স্থিতিশীল হলেই তো অনেকে প্রশ্ন তুলবে।' **রাষ্ট্রপতি নিয়োগ হবে কিভাবে :** রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও অপসারণ প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট আহসানুল করীম বলেন, 'রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে স্পিকারের কাছে জমা দিবেন। যদিও স্পিকার পদত্যাগ করেছেন। এখানে দুটো আর্টিক্যাল জরুরি, আর্টিক্যাল সেভেনটি ফোর সাব আর্টিক্যাল সিক্স, তার সঙ্গে পড়তে হবে আর্টিক্যাল ফিফটি ফোর।' সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের ৬ ধারায় বলা আছে, এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও ক্ষেত্রমতো স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার তার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল রয়েছেন বলে গণ্য হবে। তাহলে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ হবেন কিভাবে এমন প্রশ্নের জবাবে আহসানুল করীম বলেন, 'রাষ্ট্রপতি নিয়োগ হয় না। রাষ্ট্রপতি নিয়োগ শুধু সংসদ করতে পারে।'

শপথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছেন রাষ্ট্রপতি : রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ও বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি মনে করি তার (রাষ্ট্রপতির) কাছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র নেই বলে যে তিনি (রাষ্ট্রপতি) একজন সিনিয়র সাংবাদিককে বলেছেন, এই কথার মাধ্যমে দুটি জিনিস হয়েছে। একটি হয়েছে, রাষ্ট্রপতি যখন শপথ গ্রহণ করেন তিনি শুধু সংবিধানের অধীনে দায়িত্ব পালন করবেন বলে শপথ গ্রহণ করেন না। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন বলে শপথ নেন। এই হিসেবে তিনি কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন, সেটা বিবেচনায় যদি নাও নেই, তিনি শপথ রক্ষা করতে পারেননি। আমার কাছে মনে হয়েছে রাষ্ট্রপতির শপথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছেন।' **ডকট্রিন অব নেসেসিটি অনুযায়ী পদত্যাগ করবেন :** ছাত্র-জনতার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে প্রক্রিয়া কী হবে এমন প্রশ্নের জবাবে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সংবিধান সংরক্ষণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মামুন মাহবুব বলেন, 'ছাত্র-জনতার দাবির কাছে উনি (রাষ্ট্রপতি) পদত্যাগ করবেন। ডকট্রিন অব নেসেসিটি (প্রয়োজনীয়তার মতবাদ) অনুযায়ী পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিবেন, প্রধান উপদেষ্টা গ্রহণ করবেন।' সৈয়দ মামুন মাহবুব বলেন, "গত ৫ আগস্ট জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি।' এরপর ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিনি সুপ্রিম কোর্টে একটি রেফারেন্সও পাঠিয়েছেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন। সরকার নেই, কাজেই কী করা যায়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যায় কিনা? এতোগুলো ধাপ পার হওয়ার পর সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর কাছে এ ধরনের সাক্ষাৎকার দেওয়া রাষ্ট্রপতির পদের সঙ্গে যায় না।" **মতিউর রহমান চৌধুরীকে কী বলেছিলেন রাষ্ট্রপতি :** রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু তার কাছে এ সংক্রান্ত কোনো দালিলিক প্রমাণ বা নথিপত্র নেই। সাক্ষাৎকারটি শনিবার (১৯ অক্টোবর) মানবজমিন পত্রিকাটির রাজনৈতিক ম্যাগাজিন সংস্করণ 'জনতার চোখ'-এ প্রকাশিত হয়। মতিউর রহমান চৌধুরীর মতে, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র যদি সত্যিই জমা দেওয়া হয়, তাহলে সেটির অনুলিপি কারও না কারও কাছে থাকার কথা। কিন্তু তিন সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালালেও এর খোঁজ কেউ দিতে পারেনি তাকে। এমনকি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেও যোগাযোগ করা হয়েছে, যেখানে সাধারণত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু সেখানেও কিছু পাওয়া যায়নি। তাই শেষমেশ রাষ্ট্রপতির কাছেই সরাসরি এর উত্তর জানার সুযোগ মেলে। গত ৫ আগস্ট ছাত্র আন্দোলন ও গণবিক্ষোভের মুখে দেশত্যাগ করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংবিধানের ৫৭ (ক) ধারা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, তার কাছে শেখ হাসিনার কোনো পদত্যাগপত্র বা সংশ্লিষ্ট কোনো প্রমাণ পৌঁছায়নি।

রাষ্ট্রপতির ভাষ্যমতে, 'আমি বহুবার পদত্যাগপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। হয়তো তার সময় হয়নি।' **রাষ্ট্রপতি মিথ্যাচার করেছেন: আইন উপদেষ্টা :** রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার পর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল সোমবার (২১ অক্টোবর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি। এটা হচ্ছে মিথ্যাচার এবং উনার শপথ লঙ্ঘনের শামিল। কারণ, উনি নিজেই ৫ আগস্ট রাত ১১টা ২০ মিনিটে পেছনে তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী উনার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং উনি তা গ্রহণ করেছেন।' 'এরপর সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপদেশমূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে উনার (রাষ্ট্রপতি) কাছ থেকে আপিল বিভাগের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়- এই পরিস্থিতিতে করণীয় কি আছে? এটার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের যিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং অন্য সব বিচারপতিরা মিলে ১০৬ এর অধীনে একটা মতামত প্রদান করেন রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ভিত্তিতে। সেটার প্রথম লাইনটি হচ্ছে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন...। তারপর অন্যান্য কথা। এই রেফারেন্সটিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ আপিল বিভাগের সব বিচারপতির স্বাক্ষর আছে', বলেন আসিফ নজরুল।

'এই যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিয়েছেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে যে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যায়, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এই মতামতের ভিত্তিতে একটা নোট আমরা মন্ত্রণালয় থেকে রাষ্ট্রপতির দপ্তরে প্রেরণ করি। রাষ্ট্রপতি এই অভিমতটা দেখেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি নিজেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছেন।' আসিফ নজরুল বলেন, একের পর এক কার্যাবলির মধ্য দিয়ে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত উনি পুরো জাতির কাছে নিশ্চিত এবং পুনর্বার নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগপত্র দিয়েছেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এখন প্রায় আড়াই মাস পরে যদি উনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগপত্র দেননি, এটা এক ধরনের স্ববিরোধিতা হয়, ওনার শপথ লঙ্ঘন হয়। এ পদে থাকার আর ওনার যোগ্যতা আছে কি না, সে সম্পর্কে প্রশ্ন আসে। আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, 'বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে আপনার যদি শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা না থাকে বা আপনি গুরুতর অসদাচরণ করেন, তখন রাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনি থাকতে পারেন কি না সেটা নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আমাদের সংবিধানে রয়েছে।' **মীমাংসিত বিষয়ে সরকারকে বিব্রত না করার আহ্বান রাষ্ট্রপতির :** মীমাংসিত বিষয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করে অন্তর্বর্তী সরকারকে অস্থিতিশীল কিংবা বিব্রত না করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। সোমবার (২১ অক্টোবর) রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের উপ-প্রেস সচিব শিপলু জামানের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানান তিনি। এতে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে উদ্ধৃত করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে প্রচার চালানো হয়েছে, তা জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবের মুখে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগ, সংসদ ভেঙে দেওয়া এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাংবিধানিক বৈধতার ওপর যত ধরনের প্রশ্ন জনমনে উদ্রেক হয়েছে, সেগুলোর যাবতীয় উত্তর স্পেশাল রেফারেন্স নং-০১/২০২৪ এ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের গত ৮ আগস্ট, ২০২৪ এর আদেশে প্রতিফলিত হয়েছে। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৮ আগস্ট, ২০২৪ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামত চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আপিল বিভাগ এ মতামত দিয়েছিলেন। মীমাংসিত এ বিষয়ে নতুন করে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অস্থিতিশীল কিংবা বিব্রত করা থেকে বিরত থাকার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। **অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া কিংবা বিদায়ের ঘটনা :** ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ঘটনার পর নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সেনা কর্মকর্তাদের সমর্থন নিয়ে ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট খন্দকার মোশতাক সামরিক আইন জারি করে নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নেন। এরপর তিনি নিজেই নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। এরপর ৩ নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানের মুখে খন্দকার মোশতাক আহমদ ৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরদিন সামরিক কর্মকর্তাদের অনুরোধে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।

১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাছে হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন বিচারপতি সায়েম। রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন জিয়াউর রহমান। অন্যদিকে প্রবল গণ আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সাবেক সামরিক শাসক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। ওইদিন প্রথমে পদত্যাগ করেছিলেন তখনকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমেদ। এরপর জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেন এবং নিজে পদত্যাগ করেন। এরপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন।

জয়পুরহাটে বিএনপিকর্মী হত্যা: আ. লীগ নেতা ওয়াজেদ গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : গুলিতে মকবুল নামে এক বিএনপি কর্মী মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় জয়পুরহাটের উদয়পুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ওয়াজেদ আলী দাদাকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার তাকে কারাগার থেকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর তাকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন রেজা তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। জয়পুরহাট সদর থানার একটি হত্যা মামলায় গত ২১ আগস্ট ওয়াজেদ আলী দাদাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই হত্যা মামলা থেকে তাকে রাজধানীর পল্টন থানার মকবুল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আদালত তার উপস্থিতিতে গ্রেপ্তার দেখানোর শুনানির জন্য গতকাল বুধবার দিন ধার্য করেন। জানা গেছে, ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর বিএনপির এক দফা দাবি আন্দোলন কর্মসূচি ঘিরে সারা দেশের নেতাকর্মীরা যখন জড়ো হতে থাকেন তখন আসামিরা বিএনপির সমাবেশ বানচালের সিদ্ধান্ত নেন। ২০২২ সালের ৭ ডিসেম্বর অজ্ঞাত ৫০০-৬০০ জন আসামি বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। আসামিরা বিএনপি অফিসে প্রবেশ করে ভাঙচুর করেন। এ সময় বিএনপি কার্যালয়ে থাকা নেতাকর্মীদের লাঠিচার্জ ও গুলি করা হয়। তখন মকবুল আহত হন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মারা যান তিনি। এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর পল্টন থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়।

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে জহুরা খাতুন (২৪) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। জহুরা গৌরীপুর উপজেলার কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমানের মেয়ে। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের ফোকাল পারসন ডাক্তার মহিউদ্দিন খান মুন জানান, মৃত জহুরা ডেঙ্গু ছাড়াও লিভার, ফুসফুস, রক্তে ইনফেকশনসহ নানা রোগে ভুগছিলেন। তিনি আরও জানান, বর্তমানে এই হাসপাতলের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৩৭ জন রোগী ভর্তি আছেন। তাদের মধ্যে পুরুষ ২৮, নারী ৭ ও শিশু রয়েছে ২ জন। চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষ্মীপুরে সড়ক অবরোধ করে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরে নির্বাচনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ীরা। গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় শহরের চকবাজার এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী এই বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন তারা। এ সময় সড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। জানা যায়, পৌর শহরের চকবাজার মসজিদ মার্কেটের ১৩০ জন ব্যবসায়ীকে নিয়ে ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচনের কথা ছিল গতকাল বুধবার। কিন্তু এর আগে চকবাজার মসজিদ কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ব্যবসায়ীদের হুমকি দিয়ে নির্বাচন না করার জন্য নোটিশ দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ব্যবসায়ীরা মার্কেট বন্ধ করে রাস্তা নেমে পড়েন এবং সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ এসে বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিলে আন্দোলনকারীরা রাস্তা থেকে সরে যান। চকবাজার মসজিদ মার্কেটের ব্যবসায়ী তোফায়েল আহমেদ, রাকিব হোসেন, কামরুজ্জামান মনু, আমজাদ হোসেন, রিয়াজ হোসেন বলেন, আমরা ৯৯ বছরের জন্য মার্কেটে দোকান কিনেছি। অথচ মসজিদ কমিটি জোর করে আমাদের ওপর প্রভাব খাটাচ্ছে। আমরা ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন করছি, কিন্তু মসজিদ কমিটি তা করতে দিচ্ছে না। আমরা বিকালের মধ্যে আমাদের নির্বাচন চাই এবং মসজিদ কমিটি বাতিল চাই। এ বিষয়ে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার পাটোয়ারী বলেন, চকবাজার মসজিদ মার্কেটটি আগে থেকেই পরিচালনা করে আসছে মসজিদ কমিটি। কিন্তু বর্তমানে ব্যবসায়ীরা আলাদা কমিটি করতে চাচ্ছেন। আমরা তাদের বলেছি, সবাই মিলে বসে একটি সিদ্ধান্ত নেবো। কিন্তু তারা জোর করে কমিটি করতে চাচ্ছেন। তারা যাতে কমিটি করতে না পারেন তাই ওই নোটিশটি করা হয়েছে। সদর থানার ওসি আবদুল মুন্নাফ বলেন, ব্যবসায়ীদের নির্বাচন নিয়ে বিরোধ চলছে। সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তারেক রহমানের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির ৪ মামলা বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা চারটি মামলা বাতিল করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায় সরকারের আমলে চাঁদাবাজির অভিযোগে রাজধানীতে এসব মামলা দায়ের করা হয়। এ বিষয়ে জারি করা রুলের শুনানি শেষে গতকাল বুধবার বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালতে তারেক রহমানের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার সানজিদ সিদ্দিকীসহ কয়েকজন আইনজীবী। তারা জানান, ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এসব মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে হাইকোর্ট এ রায় দেন।

সুনামগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় বিস্ফোরক উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বড়গোপ টিলা এলাকা থেকে ছয়টি ডেটোনেটর এবং ছয়টি বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে র‌্যাব ও বিজিবির যৌথ বাহিনী। র‌্যাব জানায়, গতকাল বুধবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাহিরপুর উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নের বড়গোপ টিলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১২টি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়। র‌্যাব-৯ সিলেটের মিডিয়া অফিসার মশিহুর রহমান সোহেল প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, এ ঘটনায় জড়িত অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

স্টাফ রিপোর্টার : সংসদে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া সংক্রান্ত সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইউনুছ আলী আকন্দ এ রিট দায়ের করেন। রিটে আইন মন্ত্রণালয় সচিব, সংসদ সচিবালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। পরে রিটকারী আইনজীবী জানান, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আজ (গতকাল বুধবার) রিট দায়ের করেছি। আগামী সপ্তাহে হাইকোর্টের যেকোনও একটি বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি হতে পারে। সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ষোড়শ সংশোধনীর মামলার রায়ে (নিজের অভিমত) অংশে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদকে অবৈধ বলেছেন। যদিও তা সম্মিলিত রায়ে টেকেনি। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি-(ক) ওই দল থেকে পদত্যাগ করেন, অথবা (খ) সংসদে ওই দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হওয়ার অযোগ্য হবেন না।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ ৩ যুবক আটক

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুর শহরে সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে ইতালির তৈরি একটি পিস্তলসহ তিন জনকে আটক করেছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তাদের আটক করা হয়। পরে তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়ামপাড়া এলাকার ঝটকার ছেলে বাবলুর বাড়ির পাশ থেকে ইতালি তৈরির ম্যাগাজিনসহ একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। আটক তিন জন হলেন- মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের মহসিন আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম, কাউসার আলীর ছেলে এনামুল হক এবং একই গ্রামের মিন্টু শেখের ছেলে সাইফুল। সেনাবাহিনী ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের মেজর জাহিনের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শহরের জতারপুর এবং দারিয়াপুরে অভিযান চালিয়ে ওই তিন জনকে আটক করা হয়। তারা মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়ামপাড়ার তুফানের ছেলে আলিফের কাছে অস্ত্র বিক্রি করেছে বলে স্বীকারোক্তি দেয়। তাদের নিয়ে গতকাল বুধবার ভোরে স্টেডিয়াম পাড়ায় অভিযান চালায় যৌথ বাহিনীর সদস্যরা। আলিফ পলাতক থাকলেও এক ব্যক্তির বাড়ির পেছনে মাটির নিচে পুতে রাখা একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করেন যৌথ বাহিনীর সদস্যরা। আটক তিন জনকে মেহেরপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে তোলা হবে জানিয়েছে পুলিশ।

রংপুরে জিপি-পিপিসহ ৩৪ সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার : রংপুর জেলার বিভিন্ন আদালতে ৩৪ জন আইনজীবীকে সরকারি আইন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গত মঙ্গলবার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর উইং থেকে উপ-সলিসিটর (জিপি-পিপি) সানা মো. মাহরুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত এ সম্পর্কিত নিয়োগাদেশ জারি করা হয়। নিয়োগাদেশে বলা হয়েছে, রংপুর জেলা জজ আদালতের জিপি (সরকারি কৌঁসুলি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. একরামুল হক। একই আদালতে অতিরিক্ত জিপি হিসেবে চার জন এবং সহকারী জিপি হিসেবে তিন জন নিয়োগ পেয়েছেন।

এদিকে পিপি (পাবলিক প্রসিকিউটর) হিসেবে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে একজন (মো. আফতাব উদ্দিন), তিনটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে তিন জন, বিশেষ জজ আদালতে এক জন, সাইবার ট্রাইব্যুনালে একজন ও সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে একজন নিয়োগ পেয়েছেন।

জয়পুরহাটে ডাকাতি মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : জয়পুরহাট সদর উপজেলার ভাদসা এলাকায় ডাকাতি মামলায় পাঁচজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে আরেক ধারায় সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও দুই বছর করে কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত। গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে জয়পুরহাট জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মো. নুরুল ইসলাম এ রায় দেন। জয়পুরহাট আদালতের পরিদর্শক আবু বক্কর সিদ্দিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- ক্ষেতলাল উপজেলার দাসরা খাঁপাড়ার বাসিন্দা মো. ফজলু, একই গ্রামের মো. তাজেল, সদরের পুরানাপৈল বাজার এলাকার মুকুল হোসেন, সদরের কোচনাপুরের আনোয়ার হোসেন ও হামছায়াপুর এলাকার মিঠুন হোসেন।

ঢাবিতে ছাত্রলীগের মিছিলের প্রতিবাদ শিবিরের

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) মুখে কালো মাস্ক ও মাথায় ক্যাপ পরে ভোররাতে ছাত্রলীগের মিছিলের প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামি ছাত্র শিবির। গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাবি শিবিরের প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক হোসাইন মুহম্মদ জুবায়ের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ প্রতিবাদ জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বুধবার ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে ছাত্রলীগের আনুমানিক ১০ জন ক্যাডার মুখে মাস্ক ও মাথায় ক্যাপ পরে মিছিল বের করে। ফাঁকা ক্যাম্পাসে মুখ লুকিয়ে সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি। বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এতে আরও বলা হয়, গত ১৬ বছর ধরে খুন, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন এবং জুলাই গণহত্যার মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগ দেশ ও মানবতার চরম শত্রু হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হাতে রক্তাক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। তাই ১৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ক্যাম্পাসকে ছাত্রলীগমুক্ত করে। ক্যাম্পাসে এই সন্ত্রাসী সংগঠনের বিচ্ছিন্ন মহড়া ছাত্র-জনতার নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। এমতাবস্থায় ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিরাপত্তা জোরদার ও আরও দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। দাবিগুলো হলো: ১। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টি, গত ১৬ বছরের নিপীড়ন-সন্ত্রাস, ছাত্রদের মৌলিক ও মানবাধিকার হরণ এবং জুলাই গণহত্যার দায়ে সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের রাজনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে। ২। ঢাবি ক্যাম্পাস থেকে ১৭ জুলাই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ মুক্তকরণ এবং যৌথবাহিনীর নৃশংস হামলার ভয়াবহতা স্মরণ করে '১৭ই জুলাই'-কে 'ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

কিশোরগঞ্জে স্ত্রী হত্যায় স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত-৪ এর বিচারক মো. হামিদুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মো. নুরুল ইসলাম (৫০) সদর উপজেলার যশোদল দামপাটুলী গ্রামের কাছুম আলীর ছেলে। সরকার পক্ষের আইনজীবী (অতিরিক্ত পিপি) জীবন কুমার রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায়, ২০১৫ সালের ৭ মার্চ সন্ধ্যায় কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার দামপাটুলী ধান ক্ষেতের পাশের ডোবা থেকে অজ্ঞাত নারীর ক্ষত-বিক্ষত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরদিন পুলিশ বাদী হয়ে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানায় অজ্ঞাত আসামি করে একটি হত্যা মামলা করে।

সায়েন্সল্যাব অবরোধ সাত কলেজ

না মানব না' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা গেছে। তবে সায়েন্সল্যাব ও আশপাশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থান দেখা গেছে। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, ৭ বছরের বেশি সময় ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হলেও এখনো কোনো সংকট কাটেনি। দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। উল্টো দিনের পর দিন নানান জটিলতা বেড়েছে। তাই স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি শিক্ষার্থীদের। আমরা এর আগেও এই দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়াসহ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছি। আজও একই দাবিতে বিক্ষোভ করা হচ্ছে। সাত কলেজের চলমান বিভিন্ন সংকট সমাধানের অভিপ্রায়ে সাত কলেজের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। শিক্ষার্থীরা বলছেন, এ নিয়ে বহু আন্দোলন আমরা করেছি। কিন্তু বৈষম্য দূর হচ্ছে না। দুই দিন আগেও যখন আন্দোলনে নেমেছি তখন ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছি। এরপরেও আমাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি মানা হচ্ছে না। আমাদের বলা হচ্ছে কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে বসে সমাধান করবে। এমন আশ্বাস আমাদের আগেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি। আমরা সমাধান চাই। স্বায়ত্তশাসিত ও স্বতন্ত্রভাবে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় চাই। এর আগে, একই দাবিতে গত সোমবার সায়েন্সল্যাব ও নীলক্ষেত মোড় অবরোধ করেন সাত কলেজ শিক্ষার্থীরা। পরে তারা তিন দফা দাবি জানিয়ে পূরণের জন্য ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে অবরোধ তুলে নেয়। শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো- ১. অনতিবিলম্বে সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করতে হবে। ২. এই কমিশন বিভিন্ন বিষয় যাচাই-বাছাই করে ৩০ দিনের মধ্যে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করবেন। ৩. স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোনো সেশনজট তৈরি হতে পারবে না। যতদিন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন না হবে ততদিন সেশনজট যেন না হয় সেভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে নিতে হবে।

যৌথ অভিযানে আশুলিয়ায় ছাত্র হত্যা

নেতৃত্বে নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপর প্রকাশে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ ঘটনায় বাইপাইল থেকে থানা রোড এলাকায় বেশ কয়েকজন ছাত্র-জনতার মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে নিহত ছাত্র-জনতার পরিবারের সদস্যরা বাদী হয়ে রনিসহ জড়িতদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। মামলা দায়ের পর থেকে আসামি রনি ভুইয়া রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপন করে। র?্যাব আরও জানায়, দলীয় প্রভাব বিস্তার করে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি ও ভূমি দখলসহ নানা অপরাধমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে তিনি জড়িত বলে তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সিপিসি-২, র?্যাব-৪ এর কোম্পানি কমান্ডার জালিস মাহমুদ খাঁন বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার রনি ভূইয়া আশুলিয়ার ইয়ারপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি বলে স্বীকার করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় প্রভাব বিস্তার করে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলন প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন বলেও তিনি স্বীকার করেন। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আশুলিয়ায় শ্রমিক অঞ্চলে ধাওয়া

বেতন বকেয়া রয়েছে। বকেয়া বেতন ও বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে কারখানাটির সামনে একত্র হন শ্রমিকরা। পরে তারা পাশের সিগমা অ্যাপারেলস, ডি-সান, সুসুকা, জি-ম্যাক্স ও শিনশিন পোশাক কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের বের করে আন্দোলনে নামান। এরপর শ্রমিকরা সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বাধা দেন। এতে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা গুলি ছুড়লে তিনজন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হন। আহত হন আরও দুজন। নারী ও শিশু হাসপাতালের সহকারী ব্যবস্থাপক এইচ এম আসাফুদ্দৌলা রিজভী বলেন, মোট ৪ জনকে আমরা আহত অবস্থায় আমাদের হাসপাতালে পেয়েছি, এর মধ্যে ৩ জন গুলিবিদ্ধ বলে নিশ্চিত হয়েছি। বাকি জনের তলপেটে ইনজুরি রয়েছে, সেটা গুলির ইনজুরি কি না আমরা নিশ্চিত না। শিল্প পুলিশ-১ এর এক কর্মকর্তা বলেন, বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে কয়েকদিন যাবত জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনের শ্রমিকরা আন্দোলন করে আসছেন। গতকাল বুধবার সকালে কারখানাটির শ্রমিকরা অন্যান্য কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের বের করে আনছিলেন। এ সময় ভয় দিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করেছে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে। শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মো. সারোয়ার আলম বলেন, গুলির কোনো ঘটনা ঘটেনি। শ্রমিকরা যখন পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে, তখন সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। পুলিশ গুলি করেনি দাবি করে তিনি আরও বলেন, যেটা হতে পারে, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হলে এটা যেখানে পড়ে, সেখানে ইটের কণা বা টুকরা থাকলে তা ছিটে গিয়ে স্প্লিন্টারের মতো আঘাত করতে পারে। তেমন হয়তো কারো হাতে বা কোথাও লেগেছে, যেটাকে গুলি বলা হচ্ছে। নিশ্চিতভাবে পুলিশ কোনো গুলি করেনি। প্রসঙ্গত, জেনারেশন নেক্সট পোশাক কারখানার শ্রমিকরা গত সোমবার সকাল ৯টা থেকে গত মঙ্গলবার বিকেল পৌনে ৫টা পর্যন্ত নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের বাইপাইল মোড় এলাকা অবরোধ করে রাখেন। পরে জলকামানের মুখে সড়ক ছাড়তে বাধ্য হন তারা। সড়ক ছেড়ে যাওয়ার সময় অন্তত অর্ধশতাধিক গাড়ি ভাঙচুর করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা।

ইউক্রেনের জনসংখ্যা কমেছে এক

স্থিতিশীল জনসংখ্যা বজায় রাখার জন্য নারীপ্রতি প্রজনন হার হতে হবে ২ দশমিক ১। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময় ইউক্রেনের জনসংখ্যা ছিল ৫০ মিলিয়নেরও বেশি। ২০২১ সালে রাশিয়ার পূর্ণ-আক্রমণের আগের বছর এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ মিলিয়ন। রাশিয়ার আক্রমণের পর ইউক্রেনের জনসংখ্যার পরিস্থিতির ভয়ানক অবনতি হয়েছে। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ১৯৯৯ সালের পর থেকে দেশটির সর্বনিম্ন জন্মহার রেকর্ড করেছে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলে পূর্ব ইউরোপের প্রধান বাউয়ার বলেন, ইউক্রেনের জনসংখ্যার ওপর যুদ্ধের প্রভাবের সঠিক হিসাব-নিকাশের জন্য সংঘাত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সূচকের বড় পতন

৮৩০ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১২১.০১ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৫০২ পয়েন্টে, শরিয়া সূচক ৮.৩৪ পয়েন্ট কমে ৯৩৮ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৬৭.৮২ পয়েন্ট কমে ১১ হাজার ৯৮৪ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ১৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৪২টি কোম্পানির, কমেছে ১২৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৫টির। দিনশেষে সিএসইতে ৩ কোটি ১২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনতে

অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। তবে পরবর্তী দশম ও একাদশ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করা যেতে পারে বলে মত দেন আদালত। আর এ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনে সংসদে ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে বলেও জানিয়েছিলেন আদালত। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালত তার রায়ে বলেন, আপিল বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে আবেদনটি গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯৬ এই নির্দেশের পর থেকে অবৈধ ও সংবিধান বহির্ভূত ঘোষণা করা হলো। তবে আইনসম্মত না হলেও প্রয়োজনের কারণে আইনসম্মত এবং জনগণের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন, সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা নীতিমালার ভিত্তিতে আগামী দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল করা ত্রয়োদশ সংশোধনীর আওতায় হতে পারে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতিদের মধ্য থেকে অথবা আপিল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে একজনকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিধানটি বাতিল করার পূর্ণ স্বাধীনতাও সংসদের থাকবে। একইসঙ্গে ২০০৫ সালে এ প্রসঙ্গে দায়ের করা লিভ টু আপিলটিও খারিজ করা হলো বলে জানান আদালত। ২০১১ সালের ৬ এপ্রিল এ আপিলের ওপর শুনানি গ্রহণ শেষে বিষয়টি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ (সিএভি) রাখেন আপিল বিভাগ। রায় ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মামলার অন্যতম পিটিশনার আবদুল মান্নান খান বলেন, আপিল বিভাগের এই আদেশের ফলে দেশের গণতন্ত্রের ভিত আরও সুদৃঢ় হবে এবং বিচার বিভাগ এর মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। আপিলকারীর আইনজীবী এমআই ফারুকী বলেন, আপিল বিভাগে এ রায়ের ফলে আমরা সংবিধান রক্ষা করতে পেরেছি। এটি সংবিধান, গণতন্ত্র ও জাতির জন্য খুবই ভালো হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা হলো সামরিক শাসনের আরেকটি রূপ। সামরিক শাসন আমলে যেমন সংবিধানের কিছু ধারা রহিত ও অকার্যকর রাখা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও তা করা হয়। বিশিষ্ট আইনজীবী ও এ মামলার অ্যামিকাস কিউরি ড. এম জহির বলেন, সুন্দর রায় হয়েছে, আমি দীর্ঘদিন বলেছি, বিচারকদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখতে। এ রায়ে আমার কথাই অনেকটা প্রতিফলিত হয়েছে। এ রায় অনুযায়ী আগামী দশম ও একাদশ নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায়। কিন্তু বিচারকদের না জড়ানোর জন্য সংসদ সংবিধানে সংশোধনী আনতে পারবে বলে রায়ে পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে গত ২৫ আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল সংক্রান্ত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করা রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) আবেদন করেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ ব্যক্তি। বাকিরা হলেন- তোফায়েল আহমেদ, এম হাফিজ উদ্দিন খান, জোবাইরুল হক ভূঁইয়া ও জাহরা রহমান। তাদের পক্ষে অ্যাডভোকেট শরীফ ভূঁইয়া ও ব্যারিস্টার তানিম হোসেন শাওন রিভিউ আবেদন করেন। এরপর ১৬ অক্টোবর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পক্ষে আরেকটি রিভিউ আবেদন জানান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। ২০ অক্টোবর বিচারপতি মো. রেজাউল হকের নেতৃত্বাধীন চেম্বার জজ আদালত রিভিউ দুটির ওপর ২৪ অক্টোবর আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির দিন নির্ধারণ করেন। প্রসঙ্গত, সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ১৯৯৬ সালে। এ সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে অ্যাডভোকেট এম সলিম উল্লাহসহ তিন জন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট করেন। ওই বছরের ৪ আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগ এ রিট খারিজ করেন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর ২০০৫ সালে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন অ্যাডভোকেট সলিম উল্লাহ। দীর্ঘ বিরতির পর গত ১ মার্চ শুনানি শুরু হয়। আদালত এ মামলায় আট জন আমিকাস কিউরি (আদালতের বন্ধু) নিয়োগ করে তাদের মতামত শোনেন। তাদের মধ্যে পাঁচ জন সরাসরি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার পক্ষে মত দিয়েছেন। তারা হলেন- ড. কামাল হোসেন, টিএইচ খান, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম, ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম ও ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ। অপর আমিকাস কিউরি ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পক্ষে মত দেন। ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক ও ড. এম জহির তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের পক্ষে মত দিয়ে তাদের প্রস্তাব আদালতে তুলে ধরেন। এ ছাড়া তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার পক্ষে মত দেন।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ম খা আলমগীরসহ

জামালপুরের বকশীগঞ্জ শাখার প্রধান মাসুদুর রহমান খান এবং একই শাখার সাবেক সহকারী অফিসার মো. ফখরুজ্জামান। দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন গতকাল বুধবার বিকালে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে জানান, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অপরাধ লব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন করে সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সাবেক ফারমার্স ব্যাংকের ৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন এবং আত্মসাতের মাধ্যমে গোপন, স্থানান্তর, রূপান্তর ও হস্তান্তর করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

গাজী টায়ার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে

ঘটনায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আট সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত কমিটি গত ১২ সেপ্টেম্বর ৩২ পৃষ্ঠার একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। তবে প্রতিবেদনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি জেলা প্রশাসন। সর্বশেষ গত রোববার বিষয়টি জানাজানি হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫ আগস্ট রূপগঞ্জের গাজী টায়ার কারখানায় লুটপাটের ঘটনা ঘটে। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কিছু ব্যক্তিকে অর্থের বিনিময়ে কারখানা পাহারার দায়িত্ব দেন। কয়েকদিন পর পাহারার দায়িত্ব নেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বিরোধ সৃষ্টি হয়। একটি পক্ষ পাহারার জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরিক্ত টাকা দাবি করে। তা দিতে অস্বীকৃতি জানায় কারখানা কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায় হুমকি দিয়ে কারখানা ত্যাগ করে ওই পক্ষ। এর মধ্যে ২৪ আগস্ট মধ্যরাতে গাজী টায়ার কারখানার মালিক সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীকে রাজধানীর শান্তিনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ খবর জানাজানি হলে ২৫ আগস্ট বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রূপসী এলাকায় আনন্দ মিছিল বের করা হয়। কিছুক্ষণ পর খাদুন উত্তরপাড়া জামে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয় বিক্ষোভকারীদের বিকাল ৩টায় রূপসী মোড় ও খাদুন মোড়ে জড়ো হওয়ার জন্য। এদিকে রূপসী এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে দুষ্কৃতকারীরা দুপুর ১২টায় খাদুন এলাকায় গাজী টায়ার কারখানায় ঢুকে ১৮০ জন শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বের করে দেয় এবং লুটপাট শুরু করে। বিকাল সাড়ে ৪টায় আরেক দল দুষ্কৃতকারী কারখানায় ঢুকে লুটপাট শুরু করে। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুষ্কৃতকারীরা একাধিক দলে ভাগ হয়ে লুটপাট করে। সেইসঙ্গে চলে সংঘর্ষও। একপর্যায়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে গাজী টায়ার কারখানার ছয়তলা বিশিষ্ট একটি পাকা মিক্সিং ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে ভবনের প্রতিটি তলায় থাকা বিভিন্ন মালামালসহ যন্ত্রপাতি পুড়ে যায়। মূলত দুষ্কৃতকারীদের কারণে ভবনটিতে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। এতে অনেকে নিখোঁজ হয়েছেন বলে দাবি ওঠে। দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষার্থী ও তদন্ত কমিটি কর্তৃক গণশুনানিতে ভিন্ন ভিন্ন তালিকা তৈরি করা হয়। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এতে ১৮২ জন নিখোঁজ ব্যক্তির ঠিকানা পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ৫ আগস্ট থেকে কারখানাটি বন্ধ ছিল। ফলে অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রতিষ্ঠানে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন না। এজন্য কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী নিখোঁজ হননি। ওই দিন থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে গ্যাস ও বৈদ্যুতিক সংযোগের কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি। ফায়ার সার্ভিসের তথ্যমতে, অধিক পরিমাণ দাহ্য পদার্থ থাকায় ২১ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরে আবারও আগুন জ্বলে ওঠে। সর্বশেষ ৩০ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার পর ১০-১৫ জন ব্যক্তি সেখান থেকে বের হয়ে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে সেখানে কোনো লাশ পাওয়া যায়নি। তবে ১ সেপ্টেম্বর ভবনের ভেতরে ১৫ খণ্ড হাড় পাওয়া যায়। এতে আরও বলা হয়, ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক ভবনটিতে উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য সহায়তা চাওয়া হলে বুয়েট টিমসহ নারায়ণগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি দল সরেজমিনে ফায়ার সার্ভিসের টিটিএল এবং ড্রোন দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের বিভিন্ন ফ্লোর পরিদর্শন করে। ভবনের চার ও পাঁচতলার ছাঁদ ধসে তিনতলার ওপর পতিত হয়েছে। ভবনের কলামগুলো ফেটে গেছে। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় ভবনের আরসিসি পিলার ও ছাদের ঢালাই খসে পড়ছে। অধিক তাপের কারণে বিভিন্ন ফ্লোরের বিম এবং ছাদের রডগুলো বাঁকা এবং এলোমেলো অবস্থায় আছে। ইটের দেয়ালগুলো বাঁকা হয়ে হেলে পড়েছে। ফলে ভবনটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। এ অবস্থায় উদ্ধারকাজ চালানো উচিত হবে না এবং ভবনটি অপসারণ করতে হলে পরিকল্পনা করে কাজ করতে হবে। ফলে ভবনের ভেতরে উদ্ধারকাজ চালানো সম্ভব হয়নি। প্রতিবেদনে যে ১০ সুপারিশ করা হয়েছে তা হলো- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভবনটি অপসারণের মাধ্যমে উদ্ধারকাজ সম্পাদন করা, ঘটনার পরিকল্পনাকারী ও দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করার জন্য রাষ্ট্রের তদন্ত সংস্থা/গোয়েন্দা সংস্থা/আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দিয়ে অধিকতর তদন্ত করা, নিখোঁজ ব্যক্তিদের নামে নিবন্ধিত সচল মোবাইল নম্বরসমূহ উদ্ধার ও চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া ইত্যাদি। এদিকে গাজী টায়ার কারখানায় আগুন লাগার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে এই প্রতিবেদককে ফোন করে নিখোঁজ ভাতিজা মাসুদের খোঁজ জানতে চান তার চাচা মজিবর রহমান। তিনি বলেন, কারখানার সামনে গিয়ে আর কী লাভ হবে। এখন শুধু অপেক্ষায় আছি কবে একটা খোঁজখবর পাবো। জীবিত অথবা মৃত হোক, যেন একটা খবর পাই। নিখোঁজ আবু বকর নাঈমের মা নাজমা বেগম বলেন, অনেক দিন হয়ে গেলো। কবে ছেলের খোঁজ পাবো? জীবিত না পেলেও অন্তত ছেলের হাড্ডিগুলো ফেরত দিক। যাতে এই স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি। নিখোঁজদের বিষয়ে জানতে চাইলে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাহমুদুল হক বলেন, অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন হলে সেটিও করা হবে। এখানে নিখোঁজের যে তালিকা এসেছে, সেটা ফৌজদারি ইস্যু। ভবন অপসারণ করবে মালিকপক্ষ। তখন কোনো দেহাবশেষ ভবনে আছে কিনা সেটি আমরা খতিয়ে দেখতে পারি। বুয়েট টিম ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে দিয়েছে। ফলে এটা আমরা অপসারণ করতে পারি না। উদ্ধার হওয়া হাড় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেলের ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। একই বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদারবলেন, উদ্ধার হওয়া হাড়গুলো ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। সেই রিপোর্ট এখনও আসেনি। এ ছাড়া নিখোঁজদের ফোন নম্বর আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছিল। সেসব নম্বরের মধ্যে কিছু নম্বর খোলা পাওয়া গেছে। তবে অধিকাংশ নম্বর বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে এখনো

সঙ্গে কথা হয়েছে। কোনো ডেভেলপমেন্ট হলে আপনারা জানবেন। মঙ্গলবার রাতে ড. ইউনূসের অসুস্থতা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া গুজবের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন, আমরা প্রচুর কল পেয়েছি, প্রফেসর ইউনূসের স্বাস্থ্য নিয়ে অনেকে ইনকোয়ারি করেছেন। আমরা জানাতে চাই, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং ভালো আছেন। প্রতিদিনই তিনি মিটিং করেন, তার ছবি দিচ্ছি আমরা। কালও অনেকগুলো মিটিং করেছেন। আজও তিনি বিএনপির সঙ্গে মিটিংয়ে ছিলেন। রাষ্ট্রপতি অপসারণের বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চাইলে শফিকুল আলম বলেন, আমাদের অবস্থান তো আপনারা দেখছেন, যারা বিক্ষোভ করেছে, তাদের বলেছি তারা যেন বঙ্গভবনের পাশ থেকে সরে যান। গতকাল থেকে বঙ্গভবনের আশপাশের সিকিউরিটি বাড়িয়েছি। আইন উপদেষ্টার বক্তব্য এবং সরকারের একমত পোষণের পরবর্তী ধাপে সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, এটা কী আমরা লিখতে পারি? প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন, জ্বি। এর আগে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল বৈঠক করে। দলটির প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সালাহউদ্দিন আহমেদ।

পতিত সরকার দেশকে পরনির্ভরশীল

দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা, বিএলডিপির মহাসচিব শাহাদাৎ হোসেন সেলিম, এবি পার্টির সদস্য সচিব মজিবুর রহমান মঞ্জু, জমিয়ত ইসলামের মহাসচিব মুফতি গোলাম মহিউদ্দিন ইকবাল, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ। নুর বলেন, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে চল্লিশজন বঙ্গভবনে ঢোকার চেষ্টা করল। পুলিশ কী করল? কেন তাদের প্রতিহত করা হলো না? একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেলে এর দায়িত্ব কে নিতো? সেখানে গণঅধিকার পরিষদের একটি ব্যানারে বিক্ষোভ করা হয়। তারা গণঅধিকার পরিষদের কেউ নয়। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব স্পষ্ট বলেছেন, এটি একটি মীমাসিংত বিষয়। এটিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে। রাজনৈতিক দলের নেতারা যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে রাষ্ট্রপতি থাকবেন আর যদি না চান তাহলে থাকবেন না। অতি উৎসাহী হয়ে কেউ দেশকে অস্থির করবেন না। আমরা সরকারকে সহযোগিতা করতে চাই। তবে, সরকার যদি জনগণের স্বার্থে কাজ না করে তাহলে রাজপথেই তার প্রতিবাদ করা হবে। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আমরা আমাদের সম্পদ পরিচালনা করব। কোনো ঘাটতি থাকলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা পূরণ করব। আওয়ামী লীগ সরকার বিদেশিদের কাছে মোটা অর্থের বিনিময়ে দেশীয় সম্পদ, প্রতিষ্ঠান বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশিদের দেওয়ার জন্য চুক্তি করেছিল। চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু ট্যানেল তৈরি করা হয়েছে। তার রক্ষণাবেক্ষণ খরচও ওঠে না। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র করে সুন্দরবনকে হুকমির মুখে ফেলেছে। মেঘা প্রজেক্টের নামে মেঘা দূর্নীতি করেছে। মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, নিজের ঘরে অভাব থাকলেও নিজ সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারি না। রাষ্ট্রের কাছে বন্দর, বিমানবন্দর, সীমান্ত হচ্ছে পরিবারের অংশ। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল জাতীয় সম্পদ এবং আয়ের উৎস। আমরা বিদেশিদের পরামর্শ নিতে পারি। আমার দেশের কোম্পানিতে আমাদের শ্রমিকরা কাজ করবে। দেশের অর্থ বিদেশে যাবে না। অদক্ষতার অজুহাতে আমরা যদি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশিদের হাতে তুলে দেই, তাহলে দেশ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে। সৈয়দ এহসানুল হুদা বলেন, যারা মুক্তিযুদ্ধের নাম ব্যবহার করে গলাবাজি করেছেন, তারা ভারতে পালিয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারকে ভারতকে প্রভু মনে করতো। তারা দেশের বন্দরগুলো বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার অপচেষ্টা করেছে। আমরা বর্তমান সরকারকে বিপ্লবী সরকার মনে করি। তারা নিশ্চয়ই দেশবিরোধী কোনো ফাঁদে পা দেবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি। চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র সকলকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সুব্রত চৌধুরী বলেন, দেশের নৌ-বন্দর কোনো বিদেশিদের হাতে দেওয়া যাবে না বলে হাইকোর্ট রায় দিয়েছিলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকার আপিল করলে আপিল বিভাগও একই রায় বহাল রাখে। তারপরও কোর্টকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শুধু দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করতেই সরকার বিদেশিদের হাতে অনেক কিছু তুলে দিয়েছে।

৫৫ শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিলো ঢাকা

কমিটির সদস্যরা। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে পাওয়া অভিযোগ, তাদের উত্তরপত্র, কক্ষ পরিদর্শক, হল সুপার ও কেন্দ্র সচিবদের প্রতিবেদন. বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের জবাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন সদস্যরা। পরে তিন ক্যাটাগরিতে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের শাস্তি আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম ক্যাটাগরিতে ৫২ জন পরীক্ষার্থীর ২০২৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা বাতিল করা হয়। তারা ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় কমিটি। দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে আরও দুইজন পরীক্ষার্থীর (রোল : ১০৪২১৫ ও ৫১৮৩৩৯) ২০২৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা বাতিল করা হয় ও ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তৃতীয় ক্যাটাগরিতে একজন পরীক্ষার্থীর (রোল: ৩২০৪০৯) ২০২৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা বাতিল করে ২০২৫ ও ২০২৬ সালের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

বৃষ্টিপাত বেড়ে তাপমাত্রা কমতে পারে

অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে শনিবারসকাল পর্যন্ত খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

সরকারকে সন্দেহের চোখে

গ্রামে মাইকিং করে তিনি ভোটকেন্দ্রে যেতে নিষেধ করেছেন। উনি জানতেন একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তিনি ভোট পাবেন না। কিন্তু তিনি ভোট আয়োজন করতেন তার ভোট ছিল এমন ভোটের দিন ভোট হবে আওয়ামী লীগের লোকজন লাইনে দাঁড়াবে সকাল আটটায় যাদের লাইনে দেখা গেছে দুপুরে এবং বিকেলেও তাদের দেখা গিয়েছে। এভাবে প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে তার বাগানে তৈরি করা নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দিত আওয়ামী লীগ এতগুলো সিটে জয়লাভ করেছে এবং তার তল্পিবাহক অপর দলগুলো এতগুলো সিটে জয়লাভ করেছে। আওয়ামী ফেরাউনদের আর বাংলাদেশে স্থান হবে না মন্তব্য করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব আরও বলেন, তারা যদি মনে করে আবার সেই যুগ আসবে আবার জনগণের টাকা হরি লুট করা হবে, আবার বিদ্যুৎকেন্দ্রে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে ভর্তুকি দেওয়া হবে আর ওই ভর্তুকির টাকা চলে যাবে শেখ হাসিনা এবং শেখ পরিবারের যারা বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করছেন তাদের পকেটে। সেই টাকা দিয়ে তারা বিদেশে আরাম আয়েশে বসবাস করবে। এই নমরুদের রাজত্ব আর বাংলাদেশে হবে না। আওয়ামী ফেরাউনদের আর বাংলাদেশে স্থান হবে না। তাদের ওই হরি লুটের রাজত্ব আবার কায়েম করার স্বপ্ন আর কখনো পূরণ হবে না। তিনি আরও বলেন, এক প্রবল ভূমিকম্পের মতো এক আলোড়ন তৈরি করে ৫ আগস্ট জুলাই বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছে। এটা এক অদ্ভুত আন্দোলন। ছাত্ররা প্রতিটি আন্দোলনে ভ্যানগার্ড থাকে আন্দোলনের সামনের ভাগে থাকে। এবারের আন্দোলনে প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র হাইস্কুলের ছাত্র মাদ্রাসার ছাত্র ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা অকাতরে তারা জীবন দিয়েছে। কি অদ্ভুত সাহসের ওপর ভর করে তারা নিজের আত্মদান দিয়েছে এই অনন্য শহীদি আত্মদান পৃথিবীতে খুব বিরল। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আমরা বিএনপি পরিবারের উপদেষ্টা প্রকৌশলী আশরাফ উদ্দিন বকুল, আহ্বায়ক সাংবাদিক আতিকুর রহমান রুমন, সদস্য সচিব মিথুন, বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম,ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্য সচিব তানভির আহমেদ রবিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আরিফুর রহমান তুষার, যুবদল নেতা জাকির হোসেন প্রমুখ।

বঙ্গভবনের সামনে কাঁটাতারের বেড়া

মধ্য থেকে একদল অতি উৎসাহী বারবার বঙ্গভবনে প্রবেশের চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে বঙ্গভবনের সামনের নিরাপত্তা ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন তারা। কিন্তু সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কঠোর অবস্থানের ফলে তারা কেউ ভেতরে ঢুকতে পারেনি। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় বঙ্গভবনের সামনে পুলিশের গুলিতে এক শিক্ষার্থীসহ দুইজন গুলিবিদ্ধ হন। এছাড়া একজন সাউন্ড গ্রেনেডে আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পাঠানো হয়।

যৌক্তিক সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের সিদ্ধান্ত হবে: তথ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে সে সময় আমরা সরকার গঠন করেছিলাম। কিন্তু জনগণ যদি মনে করে, এই সেটআপের পরিবর্তন প্রয়োজন, সেটা নিশ্চয়ই সরকার দেখবে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়।এটা আইনি সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয় সিদ্ধান্ত হবে। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে নিজের অফিস কক্ষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, রাজনৈতিক সমঝোতা এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে শিগগিরই একটি সিদ্ধান্ত আসবে। কারণ এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এখন দেশের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা জরুরি। কেউ যেন এটাতে ব্যাঘাত না ঘটায় তা দেখছে সরকার। তিনি বলেন, এ বিষয়ে কেউ যাতে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে, সে ব্যাপারে জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি। বঙ্গভবনের সামনে আর সমাবেশ করার প্রয়োজন নাই। তিনি আরও বলেন, জনগণের মেসেজ সরকার পেয়ে গেছে যে, তারা এই রাষ্ট্রপতিকে আর চায় না। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয় সিদ্ধান্ত হবে। নাহিদ ইসলাম বলেন, দেশের জনগণই আর চায় না এই রাষ্ট্রপতিকে। জনগণের মেসেজ সরকার বুঝতে পেরেছে। জনগণকে এ নিয়ে আর বঙ্গভবনের সামনে সমাবেশ করার প্রয়োজন নেই।

চাঁদপুরে পুলিশ দেখে পানিতে ঝাঁপ সাজাপ্রাপ্ত আসামির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে গ্রেপ্তার এড়াতে পুলিশ দেখে দিঘির পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মাদক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছফিউল্লাহ ওরফে ছবুরের (৫৫) মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে শাহরাস্তি মাজার দিঘিতে স্থানীয়রা জাল ফেলে ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে। ছবুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীপুর গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে। স্থানীয় লোকজন জানান, একটি মামলায় ছয় মাসের সাজা পরোয়ানা থাকায় শাহরাস্তি থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সাদ্দাম হোসেন সংগীয় ফোর্সসহ তাকে গ্রেপ্তারে অভিযান চালায়। ওই সময় গ্রেপ্তার এড়াতে সে মাজারের দিঘিতে ঝাঁপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাকে উদ্ধারে পানিতে ঝাঁপ দিলেও সে পানির গভীরে তলিয়ে যায়। একপর্যায়ে এলাকার লোকজন দিঘিতে জাল ফেলে মৃত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। পৌরসভার ওই ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর কাজী আ. কুদ্দুস রানা জানান, তারা বিকালে এলাকার লোকজন এবং নিহত ছফিউল্লাহসহ এক ঘটনার সমাধানে বৈঠকে বসেন। ছফিউল্লাহ বৈঠক থেকে বের হলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালায়। ওই সময় সে পুকুরে ঝাঁপ দিলে পানির নিচে তলিয়ে যায়। পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে আসি। এলাকাবাসী নৌকা ও জাল ফেলে ছফিউল্যাজকে উদ্ধারের চেষ্টা চালায়। একপর্যায়ে মাছ ধরার জাল দিয়ে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শাহরাস্তি থানার ওসি মোহাম্মদ আবুল বাসার ঘটনার বিষয়ে সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ওই ব্যক্তি মাদক মামলায় ছয় মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। তিনি পুলিশ দেখেই দিঘিতে ঝাঁপ দেন। সেখানে তিনি পানিতে তলিয়ে যান। তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। ময়না তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বিদেশি নাগরিক কিভাবে দেশের রাষ্ট্রপতি প্রশ্ন বিএনপি নেতা রিপনের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন বার্বাডোসের নাগরিক। অন্যদেশের নাগরিক কিভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন। রিপন বলেন, একমাত্র বাংলাদেশেই এমন অদ্ভুত বিষয় দেখা যায়। অন্য দেশের নাগরিক হয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হওয়া যায়। এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এর জন্য তার শাস্তি হওয়া উচিত। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ইতালির বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আমিনুর রহমান সালাম এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে 'সংবর্ধনা ও সাংবাদিকতার বিকাশে জিয়াউর রহমানের অবদান' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পু যেকোন সময় পদত্যাগ করবেন। তার পদত্যাগ করা উচিত। তার রাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্যতা নেই। তিনি আপাদমস্তক একটা দুর্নীতিবাজ লোক। তিনি বলেন, আমরা শুনেছি তিনি বার্বাডোসের নাগরিক হয়েছেন। এটা মনে হয় শুধু বাংলাদেশেই হয়। অন্যদেশের নাগরিক এদেশের রাষ্ট্রপতি হয়। চুপ্পু সাহেব দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাকে কেন বানানো হয়েছিল কারণ পদ্মা সেতুতে একটা বড় দুর্নীতি হয়েছে। এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মনে করে, আমরাও মনে করি। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যখন তদন্তে আসে এটা জেনেই শেখ হাসিনা চুপ্পুকে ওখানে বসিয়ে দিলেন। এরপর সেই মেয়াদ শেষ হলে ওনাকে ইসলামি ব্যাংকের চেয়ারম্যান করলেন। এরপর সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। উনি নাকি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। এটা কিন্তু কেউ জানেন না। ওবায়দুল কাদেরও জানতেন না। তিনি বলেন, এই যে না জানা এটা একটা সিন্ডিকেট। বিচার বিভাগ, পুলিশ সব জায়গাতেই তারা একটা সিন্ডিকেট তৈরি করেছিলেন। যাতে তারা ভিন্নমত দমন করতে পারে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি তিন বাহিনীর প্রধানকে পেছনে রেখে ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। তাকে পদত্যাগ পত্র দেওয়া হয়ছিল। সেখানে হয়ত এটাই লেখা ছিল যে সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। তাই তিনি দিয়েছেন। এখন আড়াই মাস পর এসে বলেন পদত্যাগ পত্র পাননি তিনি। এরমধ্যে কোন উদ্দেশ্য আছে। বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, আমার সামনে যারা আছেন তখন অনেকেই ছোট ছিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র কিছু লিখতে পারতো না। একটা দুইটা সংবাদপত্র কোনরকম চেপেচুপে নিউজ করতো। যদি ৭৫ এরপর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসতে না পারতেন বা কর্নেল তাহেররা ক্ষমতা নিতেন তাহলে কি হত এই জাতির জানা নেই। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের কাছে আমরা দুইভাবে ঋণী। একটা ২৭ মার্চ তার স্বাধীনতার ঘোষণা। আরেকটি তিনি ক্ষমতায় এসে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থায় আসতে পেরেছে। তিনি গণতন্ত্র এনেছেন। এখন সাংবাদিক ভাইয়েরা লিখতে পারবেন। জিয়াউর রহমানের অবদানের কথা এখন লেখা উচিত। এই জাতীয় প্রেসক্লাবও তার অবদান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আমিনুর রহমান সালাম, বিএনপি নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন, প্রজন্ম দলের নেত্রী পারভীন কাউসার মুন্নী।

নীলফামারীতে আসাদুজ্জামান নূরসহ ২০২ জনের নামে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : নীলফামারীতে সাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ও সাবেক সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরসহ ২০২ জনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সদর আমলি আদালত-১ এর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলম মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানাকে এফআইআর করার নির্দেশ দেন। এর আগে সদরের লক্ষ্মীচাপ ইউনিয়নের আকাশকুড়ি এলাকার মৃত সিদ্দিক আলীর ছেলে লিটন রহমান বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলার আসামিরা হলেন- সাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ও সাবেক সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও নীলফামারী পৌরসভার সাবেক মেয়র দেওয়ান কামাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মমতাজুল হক, সহ-সভাপতি হাফিজুর রশিদ মঞ্জু, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবুজার রহমান, পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি মোসফিকুল ইসলাম রিন্টু, সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন মুন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান শাহিদ মাহমুদ, আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম শাহ, জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মনিরুল হাসান শাহ আপেল, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ সরকার প্রমুখ। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ১২ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের প্রায় এক হাজার সন্ত্রাসী বাহিনী লক্ষ্মীচাপের কাছারি বাজারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে লুটপাট চালায়। দুদিন পর ১৪ ডিসেম্বর উল্লিখিত আসামিরা আবারও ওই বাজারে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে সরকার বিরোধীদের হুমকি দেন। এ সময় রামগঞ্জ বাজারে অবস্থানকারী আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা ভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের মারধর শুরু করে। বাজার থেকে ফেরার পথে বিএনপি নেতা গোলাম রব্বানীর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী। এ সময় তাদের আঘাতে বাদী লিটন রহমানের বাবা সিদ্দিক আলী মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়রা তাকে বাঁচাতে ছুটে এলে আসাদুজ্জামান নূর দ্রুত তার গাড়ি দিয়ে সিদ্দিক আলীকে চাপা দিয়ে হত্যা করেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী মামুনুর রশীদ পাটোয়ারী মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সদর থানার ওসি এম আর সাঈদ বলেন, এর আগে আসাদুজ্জামান নূরের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা হয়েছে। আজকের (গতকাল বুধবার) মামলার কাগজপত্র এখনও আসেনি। কাগজপত্র এলে মামলা নথিভুক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঢাকা সফরে আসবে উচ্চ পর্যায়ের মার্কিন প্রতিনিধি দল

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হেলেন লাফেভ। এ সময় তিনি জানান, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করবে। সফরে কী কী বিষয়ে আলোচনা হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। গতকাল বুধবার প্রধান উপদেষ্টার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, তারা পারস্পরিক স্বার্থের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।অন্তর্বর্তী সরকার এ পর্যন্ত যেসব সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে সে বিষয়ে কথা বলেছেন ড. ইউনূস। তিনি মার্কি কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপে উল্লেখ করেছেন, ছয়টি বড় সংস্কার কমিশন ইতোমধ্যে তাদের কাজ শুরু করেছে এবং তারা দেশের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

শেরপুরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : শেরপুরের শ্রীবরদীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে শ্রীবরদী পৌর শহর থেকে দহেড়পাড় সড়কের শ্মশানঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে সবুজ মিয়া (২২) নামে একজন ঘটনাস্থলে এবং জাকিরুল ইসলাম জয় (২৬) নামে অপর যুবক হাসপাতালে মারা যান। মোটরসাইকেল চালক সবুজ মিয়া উপজেলার চরশিমুলচূড়া গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে এবং জাকিরুল ইসলাম জয় উপজেলার মুন্সীপাড়া গ্রামের লতা মিয়ার ছেলে। স্থানীয়রা জানান, গত মঙ্গলবার রাতে দ্রুতগামী দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই সবুজ মিয়া নামে একজন মারা যান। অপর মোটরসাইকেল আরোহী জাকিরুল ইসলাম জয়কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে ও পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বুধবার সকালে তার মৃত্যু হয়। শ্রীবরদী থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুল লতিফ মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে পরবর্তী যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

অবৈধভাবে বালু তোলায় শেরপুরে ২০ ড্রেজার মেশিন ধ্বংস

স্টাফ রিপোর্টার : শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার বুরুঙ্গা এলাকায় চেল্লাখালী নদীর পাড়, তীরবর্তী ফসলি জমি ও বসতভিটার পাশ থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা বন্ধে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ২০টি মিনি ড্রেজার মেশিন ও অসংখ্য পাইপ ধ্বংস করা হয়েছে, জব্দ করা হয়েছে বালু তোলার একটি এক্সকাভেটর। গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে এ অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আনিসুর রহমান। সূত্র জানায়, চেল্লাখালী নদীর পাড়ের বুরুঙ্গা ও বুরুঙ্গা পোড়াবাড়ি এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে আবাদি জমি, বসতভিটার পাশের জমি কেটে বালু তুলে মোটা অংকের টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। বনবিভাগের জায়গা ও সীমান্তের শূন্যরেখার কাছাকাছি থেকেও চলছে অবাধে বালু উত্তোলন। এতে তৈরি হচ্ছে গভীর গর্ত। এ ছাড়া নদীর তীর ভেঙে হুমকির মুখে পড়ছে বসতভিটা ও ফসলি জমি। নদীর নাব্যতা নষ্ট ছাড়াও পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালত ওই এলাকায় অভিযান চালান। বিষয়টি নিশ্চিত করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আনিসুর রহমান বলেন, পরিবেশের স্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলবে।

টাকার অভাবে ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ তামিমের এক হাত প্রায় অকেজো

স্টাফ রিপোর্টার : টাকার অভাবে উন্নত চিকিৎসা করাতে পারছেন না মাদারীপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিতে আহত কলেজছাত্র তামিম। তামিমের বাম হাতটি প্রায় অকেজোর পথে। হাতের তীব্র যন্ত্রণায় গত তিন মাসের বেশি সময় ধরে নির্ঘুম রাত পার করছেন তিনি। আহত তামিম হোসাইন (২২) মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের বাহেরান্দী গ্রামের মো. আনোয়ার মাতুব্বরের ছেলে।

সম্পাদকীয়

দ্রব্যমূল্য নাগালের বাহিরে চলে যাচ্ছে: পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি

দেশে ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার পতন হলেও দেশে এখনো স্বস্তির খবর মিলেনি। বিশেষ করে সরকার পতনের ফলে জনগণের প্রত্যাশা ছিল দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসবে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো অধিকাংশ দ্রব্যমূল্যে আগের চেয়েও বর্তমান বাজারে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের মাঝে ক্ষোভ দিন দিন বেড়েই চলছে। প্রতিদিন কোনো না কোনো পণ্যের দাম বাড়ছে। গত আগস্টের শুরুতে সরকার বদলের পর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহণ ও কাঁচাবাজারগুলোতে চাঁদাবাজি অনেকটা কমে আসে। এতে বাজারে নিত্যপণ্যের দাম অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে ভেবেছিল ভোক্তারা। কিন্তু পণ্যের দাম না কমে উলটো বেড়েছে। চাল, মাছ, মাংস, ডিম, সবজিসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের দাম স্বল্প আয়ের মানুষের নাগালের বাহিরে চলে যাচ্ছে। গত জুলাই থেকে অক্টোবরে বেশ কিছু নিত্যপণ্যের দাম ৯ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। পত্রপত্রিকার খবরাখবর থেকে জানা যায়, সরকারি বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) গত জুলাই ও অক্টোবর বাজারদর ও রাজধানীর রামপুরা, বাড্ডা ও মহাখালী কাঁচাবাজারের দর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত জুলাইয়ের তুলনায় অক্টোবরের খুচরা পর্যায়ে মোটা চাল ব্রি-২৮ ও পাইজাম প্রতি কেজিতে ১০ থেকে ১১ শতাংশ দাম বেড়ে মানভেদে ৬০ থেকে ৬৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। প্রতি ডজন ফার্মের মুরগির ডিম ১৩ থেকে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত দাম বেড়ে ১৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ব্রয়লার মুরগির দামও কেজিতে ৯ থেকে ১৬ টাকা পর্যন্ত বেড়ে ১৮৫ থেকে ১৯০ টাকায় উঠেছে। বাজারে মাছের সংকট না থাকলেও ১২ থেকে ১৪ শতাংশ বেড়ে মাঝারি রুই মাছ প্রতি কেজি ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বাজারে এখন সব ধরনের সবজির দাম চড়া। গত জুলাই মাসের তুলনায় অক্টোবরে মানভেদে প্রতি কেজি বেগুন ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত দাম বেড়ে ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কাঁচা মরিচের দামও ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশ বেড়ে প্রতি কেজি ২৮০ থেকে ৩২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দাম বেড়ে রাজধানীর খুচরা বাজারে ঢেরশ, করলা, চিচিঙ্গা, কাঁকরোল ও বরবটির মতো সবজিও এখন ৮০ থেকে ১০০ টাকার নিচে মিলছে না। খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার এরই মধ্যে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। বিভিন্ন পণ্যের দাম বেঁধে দিয়েছে, আমদানি শুল্ক কমিয়ে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে সরকারের চেষ্টা যে খুব বেশি কার্যকর নয়, তা ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্তর বেশ ভালোভাবেই জানান দিচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভোক্তাদের মাঝে স্বস্তি কাজ করেছিল। কিন্তু প্রায় দুই মাস হয়ে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের, বাজারে কোনো স্বস্তির খবর মিলছে না। বরং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিকেই হাঁটছে। তাই অন্তর্বর্তী সরকার ভোক্তাদের স্বস্তি দিতে দ্রুত স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বাজার তদারকিতে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে আমরা মনে করছি।

> অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভোক্তাদের মাঝে স্বস্তি কাজ করেছিল। কিন্তু প্রায় দুই মাস হয়ে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের, বাজারে কোনো স্বস্তির খবর মিলছে না। বরং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিকেই হাঁটছে। তাই অন্তর্বর্তী সরকার ভোক্তাদের স্বস্তি দিতে দ্রুত স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বাজার তদারকিতে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে আমরা মনে করছি

সরকারি হাসপাতালে দালালের দৌরাত্ম্য আইন প্রয়োগ করুণ

অসুস্থতার থেকে স্বস্তির জন্য প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসার। বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ হওয়ার ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষ নিম্ন আয়ের। এতে পরিবারের ভরণ-পোষণ কোনো রকম চালিয়ে যেতে পারলেও অধিকাংশ মানুষ অপ্রত্যাশিত অসুস্থতা কিংবা রোগের চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে পারেন না। সাধারণ মানুষ অর্থের অভাবে যেন চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই জন্য প্রত্যেকটি জেলায় সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন সরকার। এতে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সাধারণ মানুষ সরকারি হাসপাতালগুলোতে সঠিক সেবা পাচ্ছে কী? দৈনিক পত্রিকার খবর থেকে জানা যায়,দালালের দৌরাত্ম্য সরকারি হাসপাতাল ঘিরে সক্রিয় দালাল চক্র। সেবাবঞ্চিত সাধারণ রোগীরা। রাজধানীর অদূরে টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় ২৫০ শয্যার আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল। জয়দেবপুর এলাকায় ৫০০ শয্যার শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। টঙ্গীর আশপাশে আর কোনো সরকারি হাসপাতাল না থাকায় এই হাসপাতালই সাধারণ মানুষের চিকিৎসাসেবার অবলম্বন। প্রতিদিন শত শত রোগী এখানে আসেন বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিতে। অথচ দালালদের কারণে সেবা পাচ্ছেন না সাধারণ রোগীরা। একই ঘটনার সম্মুখীন শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালও। স্বল্প আয়ের মানুষের চিকিৎসাসেবার একমাত্র অবলম্বন টঙ্গী ২৫০ শয্যা সরকারি হাসপাতাল ও শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এই সরকারি হাসপাতাল ঘেঁষে রয়েছে অসংখ্য বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এসব হাসপাতালের দালালরা রোগীদের ভাগিয়ে নিয়ে যায় অন্যত্র। ফলে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিতে আসা রোগীরা বিনামূল্যে সেবা পাচ্ছেন না। অভিযোগ উঠেছে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর ১১ বছরের এক শিশু জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নেওয়া হয় টঙ্গী হাসপাতালে। এসময় সেখানে থাকা এক দালাল উন্নত চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যান টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় মা মেডিকেল ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। তবে এভাবে শুধু একটি কিংবা দুটি শিশু নয় প্রতিদিন শত শত ভুক্তভোগী শিকার হচ্ছেন দালাল চক্রের হাতে। এভাবে শুধু টঙ্গি হাসপাতাল নয়, দালালচক্র সক্রিয় সারাদেশের হসপিটাল গুলিতে। এমন ঘটনাগুলো ঘটার পরেও কর্তৃপক্ষ আর কত চুপ করে থাকবেন? এই অভিযোগ কেবল মাত্র নয়, বরং এই অভিযোগ বিগত কয়েক বছর থেকে ভুক্তভোগীরা করে আসছেন। আমরা এই নিয়ে অনেক প্রতিবেদনও করেছি, অথচ এর কোনো যৌক্তিক সমাধান এখনো মিলেনি। অন্তর্বর্তী সরকার এই বিষয়ে দ্রুত একটি যৌক্তিক সমাধান করে রোগীদের সুচিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

> ঘটনাগুলো ঘটার পরেও কর্তৃপক্ষ আর কত চুপ করে থাকবেন? এই অভিযোগ কেবল মাত্র নয়, বরং এই অভিযোগ বিগত কয়েক বছর থেকে ভুক্তভোগীরা করে আসছেন। আমরা এই নিয়ে অনেক প্রতিবেদনও করেছি, অথচ এর কোনো যৌক্তিক সমাধান এখনো মিলেনি। অন্তর্বর্তী সরকার এই বিষয়ে দ্রুত একটি যৌক্তিক সমাধান করে রোগীদের সুচিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবহীন অর্থনীতির স্বরূপ সন্ধান

ড. এ কে এম মাহমুদুল হক

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আর্থিক যে ক্ষতি হচ্ছে তার পরিমাণ নেহায়েত কম নয়। ধারণা করা হয়, প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ১.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে ৩.১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গবেষণায় সম্পদ, স্থাপনা, মানুষের স্বাস্থ্য ও কৃষিখাতের ক্ষয়ক্ষতির ওপর ভিত্তি করেই এই হিসাব করা হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ১৬৩টি দুর্যোগের ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা গবেষণায় তুলনামূলকভাবে দরিদ্র দেশগুলো এই ক্ষয়ক্ষতির প্রধান ভুক্তভোগী বলে মনে করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন করা যেতেই পারে যে, কী হতো যদি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের শিকার না হতো? দেশটির অর্থনীতিতে কি আদৌ কোনো ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হতো? উত্তর খুঁজতে গেলে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের স্বরূপ বুঝতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয় কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘর মেরামত করতে। উপকূলীয় অঞ্চলে মাথাপিছু ৬৬৮০ টাকা প্রতি বছর একটি পরিবারকে শুধু তাদের বাসস্থান মেরামতের জন্য ব্যয় করতে হয়।

উপকূলীয় অঞ্চলে সাড়ে ছয় হাজার পরিবারের ওপর পরিচালিত এই সমীক্ষায় আরও উঠে এসেছে, পরিবারগুলো এই অর্থ ভিন্ন কোনো উৎস থেকে নয়; বরং তাদের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকে ঝুঁকিতে ফেলে ব্যবস্থা করে। এই কারণে দারিদ্র্যের দুষ্টু চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাব কেবল তাদের ব্যক্তি পর্যায়েই নয়; বরং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা থেকে মুক্তির পথে একটি অন্তরায় হয়ে রয়েছে। যে অঞ্চলগুলোয় বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের প্রচলন সবচেয়ে বেশি সে অঞ্চলগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক জেলাগুলো উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান। আর তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব সরাসরি গিয়ে এই জেলাগুলোর ওপরে পতিত হচ্ছে। এতদঞ্চলের জনগোষ্ঠীদের যেসব কারণে ক্ষুদ্রঋণের ওপর নির্ভর করতে হয় তার মধ্যে অন্যতম জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব। মাথায় রাখতে হবে যে, দুর্যোগে যেসব ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয় সে সবকিছু সংস্কারের জন্যই এই ঋণ গ্রহণ করা হয়। তাই এ থেকে মুনাফা করা বা কোনো অর্থনৈতিক কাজে এই ঋণ কাজে লাগানোর কোনো উপায় থাকে না। এভাবে এসব অঞ্চলে তারা প্রায়শই দারিদ্র্যের কশাঘাতে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই মানুষগুলো নিজেদের সহায়-সম্বল হারিয়ে অর্থনীতিকে সচল রেখে নিজের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে জিডিপিতে অবদান রাখার পরিবর্তে রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অন্যদিকে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর তথ্য অনুসারে, সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা থেকে ৭৮৬ জন লোক চাকরির জন্য ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে, যা আগের বছরে ৪৭৭ জন ছিল এবং এটি স্পষ্টতই দ্রুত বর্ধিষ্ণু তথা মাত্র ২২ মাসের মধ্যে ৬৫ শতাংশ। প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও সাক্ষ্যগুলো প্রকাশ করেছে যে, তাদের মধ্যে ৮১ শতাংশকে গন্তব্য দেশগুলোয় তাদের আগমনের সময় কাজের অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রবাসে পাড়ি জমানোর পরে এভাবে প্রতারণা ও হয়রানির শিকার হয়ে শ্রমিকরা যখন আবার পুনরায় দেশে ফিরে আসে তখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। তখন তাদের কাছে বাংলাদেশের জিডিপিতে অবদান রাখা তো দূরের কথা নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হিমশিম খেতে হয়। অথচ এই লোকগুলো যদি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের শিকার না হতো তবে হয়তো নিজ নিজ আবাসস্থলে একটি টেকসই উপার্জনের ব্যবস্থা করে তুলতে পারতো। অর্থনীতিতে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও আরও নানান পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর সহায়-সম্বল হারিয়ে বড় বড় শহরে পাড়ি জমানো ও ঘনবসতি সৃষ্টি করা। ধারণা করা হয় যে, ২০৫০ সাল অবধি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলবায়ু অভিবাসী সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এই শহরগুলোয় জনসংখ্যা ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যানজটের মতো আরও নানা সমস্যা সৃষ্টি করে।

> বিলীন হয়েছে ৫০ হাজার হেক্টর জমি, যা সেন্টমার্টিন দ্বীপের চেয়ে ছয় গুণ বড়। এই জমিগুলোয় যদি স্বাভাবিকভাবে চাষাবাদ চলমান থাকতো তবে অর্থনীতিতে অবশ্যই ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকতো। এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ বেশি জটিল। বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো সামাল দিতে সক্ষম। জলবায়ু বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে হয়তো এই সমস্যা কিছুটা লাঘব হতো। বর্তমানে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো মোকাবিলা করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার মাত্র ১২ ভাগের এক ভাগ অর্থই দেশটি আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহ থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর দিকে চেয়ে থেকে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা খুব একটা সমীচীন হবে না

বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে, ১০ বছরে রাজধানীতে গাড়ির গতি ঘণ্টায় ২১ কিলোমিটার থেকে কমে ৭ কিলোমিটারে নেমে এসেছে। আগামী ২০৩৫ সালের মধ্যে যানজটে গাড়ির গতিসীমা ঘণ্টায় ৪ কিলোমিটার পর্যন্ত নেমে আসার আশঙ্কা রয়েছে। যদি এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে, তাহলে দিনে ৫ মিলিয়ন ঘণ্টা কর্মক্ষমতা অপচয় হওয়ার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে বছরে প্রায় ১১ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যুক্ত হতো। এছাড়া তারা নিজ নিজ অঞ্চলের নিজেদের জীবিকা চলমান রাখলে স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশের মোট জিডিপিতে একটি টেকসই প্রবাহ বজায় থাকতো। মাথাপিছু একজন প্রান্তিক কৃষক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, বাংলাদেশে তা নির্ণয় করা বেশ দুষ্কর। বাংলাদেশে এই সংক্রান্ত উপাত্তের মারাত্মক সংকটও রয়েছে। তবে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষিখাত যতটা অবদান রাখছে তার এক-তৃতীয়াংশই হারিয়ে যাবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে কৃষিখাতের অবদান ১২ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে অবস্থান করছে, যেটি আসন্ন বছরগুলোয় কমে ৮ থেকে ১০ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সাধারণত গাণিতিক নিয়ম কাজে লাগিয়ে আমরা দেখতে পাই, শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে আসন্ন বছরগুলোয় ৪৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কম আসবে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব না থাকলে আমাদের পূর্ণাঙ্গ জিডিপিতে অন্তত এই পরিমাণ বা এর চেয়েও বেশি অর্থ যোগ হতো।

এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চাষযোগ্য জমির পরিমাপও আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (সিইজিআইএস)-এর ২০২৩ সালের প্রকাশিত তথ্য বলছে, ২২ বছরে পদ্মা ও যমুনা নদীর ভাঙনে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। বিলীন হয়েছে ৫০ হাজার হেক্টর জমি, যা সেন্টমার্টিন দ্বীপের চেয়ে ছয় গুণ বড়। এই জমিগুলোয় যদি স্বাভাবিকভাবে চাষাবাদ চলমান থাকতো তবে অর্থনীতিতে অবশ্যই ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকতো।

এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ বেশি জটিল। বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো সামাল দিতে সক্ষম। জলবায়ু বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে হয়তো এই সমস্যা কিছুটা লাঘব হতো। বর্তমানে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো মোকাবিলা করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার মাত্র ১২ ভাগের এক ভাগ অর্থই দেশটি আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহ থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর দিকে চেয়ে থেকে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা খুব একটা সমীচীন হবে না। তার চেয়ে বরং নিজ প্রযুক্তি, অভিজ্ঞান সহনশীলতা, জলবায়ু অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রবাসে শ্রমিক প্রেরণ ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাসহ আরও কিছু অভ্যন্তরীণ নীতিমালা শক্তিশালীকরণ ও তার বাস্তবায়নই হতে পারে উত্তরণের কার্যকর পথ।

লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সিন্ডিকেট কি সরকারের চেয়ে শক্তিধর

রিন্টু আনোয়ার

দাম নিয়ন্ত্রণ করে বাজারকে সহনীয় পর্যায়ে আনার সরকারি চেষ্টায় কমতি নেই। সয়াবিন ও পামতেলসহ বিভিন্ন পণ্যের মূসক কমানো, ডিমসহ কিছু পণ্যের দাম ধরে দেয়া ইত্যাদি পদক্ষেপের একমাত্র টার্গেট বাজার নিয়ন্ত্রণ। অভিযানসহ নিয়ন্ত্রণমূলক আরো কিছু কাজও চলছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিক্ষত ফল মিলছে না। বিশ্বে বাংলাদেশই এমন একটি দেশ, যেখানে প্রশাসনের চেয়েও সিন্ডিকেট শক্তিমান। চাল-তেল-ডিম-মাছ-সবজি এমনকী কচুরলতি-চ্যাপা শুঁটকিতেও সিন্ডিকেট। শ্রমবাজার, পরিবহন জগতেও সিন্ডিকেটের নাটাই। তা মাদকের কেনাবেচায়ও। এ থেকে মুক্তির কি উপায় নেই? এদের দমাতে সিন্ডিকেট ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় পয়দা করতে হবে?

বাজারে গিয়ে মানুষ দিশেহারা। চড়া দামের জন্য বাজারে যাওয়া যাচ্ছে না। চাল, চিনি, পেঁয়াজ, তেল, আলু, সবজিসহ সব কিছু সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে চেলে গেছে। রাষ্ট্র সংস্কারের সমান্তরালে এই সিন্ডিকেট দমনও জরুরি। বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া ও তাদের সাজার আওতায় আনার বিকল্প নেই। এরইমধ্যে চক্রটি বুঝিয়ে দিয়েছে, এরা দমবে না। সরকার বা কেউ তাদের দমাতে পারবে না- এমন একটি ভ্যাংচি-আস্ফালন লক্ষণীয়। ক্ষমতাসীন সরকারটি অরাজনৈতিক। তাদের কোনো ষণ্ডাগুণ্ডা, সিন্ডিকেট পোষার দরকার পড়ে না। সেই বিবেচনায় এ সরকার কোনো পদক্ষেপ নিতে চাইলে তাদের রুখে দেয়ার কোনো রাজনৈতিক শক্তি নেই। তার পরও কেন কুলাতে পারছে না সরকার? এর বিপরীতে সিন্ডিকেট বা চক্র রীতিমতো বেপরোয়া। তারা যথেচ্ছ দাম বাড়িয়ে লুটে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের কষ্টের অর্থ। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মৌলিক ও প্রধানতম উপকরণ হচ্ছে নিত্যখাদ্যপণ্য। এই খাদ্যপণ্যের মূল্য যখন ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তখন জনরোষের সাথে দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়ে পারে না। সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ-টিসিবির হিসাবে, এক সপ্তাহে অর্থাৎ ৭ থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে ১২টি নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে। এ তালিকায় রয়েছে সয়াবিন তেল, পামতেল, চালের কুঁড়ার তেল বা রাইস ব্র্যান্ড অয়েল, আলু, ছোলা, পেঁয়াজ, রসুন, জিরা, দারুচিনি, ধনে, গরুর গোশত ও ডিম।

এ সরকারও মুক্তবাজার অর্থনীতির চর্চা করছে। এই ব্যবস্থায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার এবং ভোক্তাসহ সব পক্ষের স্বার্থ রক্ষার কথা। কিন্তু বাস্তবটা বড় নিষ্ঠুর। বেশ কিছু পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি না থাকলেও সিন্ডিকেট সদস্যরা তাদের ক্রিয়াকর্ম ঠিকই কার্যকর করে ছাড়ছে। ভোক্তাদের কথা মাথায় রেখে গত ১৫ সেপ্টেম্বর মুরগি ও ডিমের দাম নির্ধারণ করে দেয় সরকার। কিন্তু তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটছে না বাজারে। দফায় দফায় দামের ডিগবাজিতে হতভম্ব ক্রেতা সাধারণ। সেই অস্থিরতা কাটাতে এবার নতুন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও পোল্ট্রি স্টেকহোল্ডাররা একত্রে বসে ডিমের যৌক্তিক উৎপাদন খরচসহ উৎপাদক, পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে ডিমের মূল্য নির্ধারণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ের পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার কারণে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জেলার পোল্ট্রি খামারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দৈনিক প্রায় ৬০-৭০ লাখ ডিমের উৎপাদন কমে যায়, ফলে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। এমন সঙ্কটকালে একটি মহল অতিরিক্ত মুনাফা লোটার চেষ্টা করলে ডিমের বাজারে অস্থিরতা দেখা দেয়। দেশ ও মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে একাত্ম হয়ে পোলট্রি শিল্পের কেন্দ্রীয় সংগঠন 'বিপিআইসিসি' আগামী ১৫ দিনের যে বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তাতে খামার থেকে প্রতিটি ডিম ১০ টাকা ৫৮ পয়সা, পাইকারিতে ১১ টাকা এক পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ১২ টাকায় পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, সরকারের বাজার তদারকি সংস্থা, ডিম উৎপাদনকারী বড় খামারি ও পাইকারি আড়তদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এ উদ্যোগকে সফল করবে বলে আশা করা হচ্ছিল। সেই আশার মিঠাইতেও গুঁড়ে বালি ছিটানোর সক্ষমতা দেখিয়েছে সিন্ডিকেট। আর কী করতে পারে সরকার- প্রশ্নটি এসে যাচ্ছে আপনাআপনি। পাল্টা প্রশ্ন আসছে- সরকার কী তাহলে অকার্যকর? ব্যর্থ? না, তা মোটেই ভাবা যায় না। এ সরকার ব্যর্থ হলে আশা-ভরসার আর জায়গা থাকে না। এমনকী দেশের কী পরিস্থিতি হবে- তা ভাবনায়ও কুলানোর মতো নয়। বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে সবার সহযোগিতা চাওয়ার পাশাপাশি হুঙ্কার দিয়েছেন কোটা আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক, শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বলেছেন, 'তাদের দৌরাত্ম্য আমরা ভাঙব'। কামনা থাকবে, এ হুমকি-হুঁশিয়ারিকে সফল করবেন তিনি এবং সরকার। এসব সিন্ডিকেট প্রতিদিন 'নতুন নতুন পদ্ধতি' আবিষ্কার করে বলে মন্তব্যও করেছেন এই উপদেষ্টা। রোগ যখন ধরতে পেরেছেন, সেইদৃষ্টে এখন ওষুধ প্রয়োগের অপেক্ষা। হোক তা মেডিসিন বা সার্জিকেল। বলতেই হয়, মেডিসিন বা ঝাড়ফুঁকে এরা দমবে না। কেস একদম সার্জিকেল। সার্জনের ভূমিকায় যেতেই হবে সরকারকে। বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবির মাধ্যমে খোলাবাজারে পণ্য বিপণন, বাজার মনিটরিং ইত্যাদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতেই হবে। পেছনে তাকানোর কোনো সুযোগ নেই। কোনো অজুহাত বা কাউকে দায়ী করারও আর অবকাশ নেই। মানুষ এসব শুনতে চায় না। তারা চায় অ্যাকশন।

অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের বক্তব্যেও তা স্পষ্ট। সম্ভবত পাবলিক পালস ধরতে পেরেছেন এই অর্থনীতিবিদ ও অ্যাকাডেমিশিয়ান। তিনি বলেছেন, বাজারে ডিমসহ বিভিন্ন পণ্যের অতিরিক্ত দামের জন্য সিন্ডিকেটের কথা বলে পার পাওয়া যাবে না। এরা নিশ্চয়ই সরকারের চেয়ে শক্তিশালী নয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহও রোগ ধরে বলেছেন, কাওরান বাজারে ডিম ট্রাকে থাকা অবস্থাতেই চারবার হাতবদল হয়। এখন পর্যন্ত এই সরকার কোনো সিন্ডিকেট ভাঙতে পারেনি। শুধু সিন্ডিকেটের সাইনবোর্ড পরিবর্তন হয়েছে। সিন্ডিকেট ভেঙে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে এই অভ্যুত্থানের প্রাথমিক মাহাত্ম্য কী? ছাত্র আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক রাসেল আহমেদ বলেছেন, গত ১৫ বছর ধরে ফ্যাসিবাদের দোসর লুটেরা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট তৈরি করেছে। তারাই এখন অন্তর্বর্তী সরকারকে বিপদে ফেলতে কোনো কারণ ছাড়াই নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। অবিলম্বে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বন্ধে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে। পরিবহন খাতে চাঁদাবাজির জন্য নয়; নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে বিগত সরকারের আমলের মতো বর্তমানেও বহাল তবিয়তে থাকা সিন্ডিকেটের কারণে। এই সিন্ডিকেট নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম মনগড়া বৃদ্ধি করছে। এতে বিপাকে পড়ছেন ভোক্তারা। এখন পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি হচ্ছে না। পুলিশ, শ্রমিক নেতা কিংবা দলীয় কোনো পারপাসে চাঁদাবাজি নেই। ট্রাক ভাড়াও আগের চেয়ে কমেছে। তারপরও নিত্যপণ্যের দাম বাড়তে থাকার কারসাজি একদম না বোঝার বিষয় নয়। বিগত সরকারের আমলে বড় বড় যেসব সিন্ডিকেট ছিল, তারা এখনো রয়েছে। আর তাদের মনগড়া সিদ্ধান্তের কারণেই নিত্যপণ্যের দাম দিনকে দিন বাড়ছে। তবে কি, বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে ছাত্র-জনতাকে আবারো সক্রিয় হতে হবে? সরকার পতনের পর ছাত্ররা যেভাবে বাজার তদারকি করেছিল, সেটি আবারো নিয়মিত করতে হবে?

বলার অপেক্ষা রাখছে না, গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হলেও বাজার সিন্ডিকেটকারী ও চাঁদাবাজদের পতন হয়নি। নিত্যপণ্যকে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে যারপরনাই সক্ষমতা দেখিয়েই চলছে তারা। সরকারের এখন পর্যন্ত কার্যক্রম ঘুরছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায়। দমনের কার্যকর পদক্ষেপ এখনো নেয়া হয়নি। সরকার বিভিন্ন সংস্কারের জন্য কমিশন করেছে। কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা নিত্যপণ্যের দামে আগুন নেভানোর কোনো কমিশন করেনি। সরবরাহ বৃদ্ধিতে আমদানির অনিয়ম দূর করতে দেশে একটি কমিশন কিন্তু আছে। প্রতিযোগিতা কমিশন নামের কমিশনটির কাজ হচ্ছে বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী রীতিনীতি নির্মূল করার পাশাপাশি প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করা। ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাও তাদের কাজ। এই পরিস্থিতিতে কমিশনটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। বাজারে কোথায় ও কিভাবে প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হচ্ছে বা একচেটিয়া তৈরি হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে আইনি উদ্যোগ নিতে পারে এই কমিশন। তারা ব্যবসায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে।

পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বিশেষ টাস্কফোর্সের ও ভোক্তা অধিকারের কার্যক্রম সারা দেশে চালু করার কাজটিও বাকি। কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টিকারী, মজুদদার, কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথা শোনানো হলেও সেই দৃষ্টে পদক্ষেপ নেই। বিশ্লেষকরা বাজার ব্যবস্থাপনায় সমস্যা দেখছেন। বলছেন, এই সঙ্কট মোকাবেলায় যতটা দ্রুততার সাথে আমদানি করা দরকার ছিল, তা হচ্ছে না। কর ছাড় দেয়া হলেও যথেষ্ট নয়। যে কারণে অভিযানে সাফল্য আসছে না। এ ছাড়া বিচ্ছিন্ন কোনো শক্ত উদ্যোগেও এই সঙ্কটের সমাধান আশা করা যায় না। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সমন্বিত ব্যবস্থা কাজে আসতে পারে। বাণিজ্যের সাথে অর্থ, কৃষি, মৎস্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে নিয়ে প্রতিযোগিতা কমিশন একটি ড্রাইভ দিতে পারে। তাহলে ডিম, মুরগি, গরুর গোশত, দুধ, সবজি, মাছ, চাল-ডাল কোনটা কোন মন্ত্রণালয়ের সেই প্রশ্ন কেটে যাবে। দায়িত্ব ভাগাভাগি না হয়ে কাজও চলে আসবে একটি অভিন্ন প্যাকেজে। মনে রাখতে হবে, ছাত্র-জনতা বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার মসনদ তছনছ করে দিয়ে তাকে দেশছাড়া করেছে, সেখানে দায়িত্বশীলরা কেন ফ্যাসিস্টের অনুসারী বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না? কেন তারা বিপ্লবী চেতনায় নিজেদের উজ্জীবিত করতে পারছেন না? সবাইকে মনে রাখা উচিত, এ সরকার গণ-অভ্যুত্থানের ফসল এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। বিপ্লবের যে প্রত্যাশা, তা সবাই এক হয়েই পূরণ করতে হবে।

> বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সমন্বিত ব্যবস্থা কাজে আসতে পারে। বাণিজ্যের সাথে অর্থ, কৃষি, মৎস্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে নিয়ে প্রতিযোগিতা কমিশন একটি ড্রাইভ দিতে পারে। তাহলে ডিম, মুরগি, গরুর গোশত, দুধ, সবজি, মাছ, চাল-ডাল কোনটা কোন মন্ত্রণালয়ের সেই প্রশ্ন কেটে যাবে। দায়িত্ব ভাগাভাগি না হয়ে কাজও চলে আসবে একটি অভিন্ন প্যাকেজে। মনে রাখতে হবে, ছাত্র-জনতা বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার মসনদ তছনছ করে দিয়ে তাকে দেশছাড়া করেছে, সেখানে দায়িত্বশীলরা কেন ফ্যাসিস্টের অনুসারী বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না? কেন তারা বিপ্লবী চেতনায় নিজেদের উজ্জীবিত করতে পারছেন না? সবাইকে মনে রাখা উচিত, এ সরকার গণ-অভ্যুত্থানের ফসল এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু

লেখক : কলামিস্ট

নেতানিয়াহুর বাসভবনে হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : হামাসপ্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার নিহতের পর ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন পর্বে প্রবেশের ঘোষণা দিয়েছে হিজবুল্লাহ। এই ঘোষণার রেশ না যেতেই ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত বাস-ভবনকে লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে সশস্ত্রগোষ্ঠীটি। গতকাল শনিবার ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় শহর সিজারিতায়ে নেতানিয়াহুর বাস-ভবন এই হামলা হয়েছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্রের বরাত দিয়ে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। মুখপাত্র বলেছেন, নেতানিয়াহু ওই ভবনে ছিলেন না এবং কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এর আগে ইসরায়েলি বাহিনী জানায়, গতকাল শনিবার ভোরের দিকের উপকূলীয় শহর লক্ষ্য করে তিনটি ড্রোন ছোঁড়া হয়েছে। এছাড়াও আল আরাবি টিভি জানিয়েছে, উপকূলীয় শহর সিজারিয়াতে নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত বাসভবনকে লক্ষ্য করে লেবানন থেকে ড্রোন দিয়ে গুলি ছুড়েছে হিজবুল্লাহ। সামাজিকমাধ্যমে বিভিন্ন পোস্টে দাবি করা হয়েছে, হামলায় যে ভবনটি আঘাত হেনেছে সেটি নেতানিয়াহুর বাড়ির অংশ। টাইমস অব ইসরাইলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলায় কোনো আহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং প্রধানমন্ত্রী ওই সময় বাড়িতে ছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। এর আগে ৭ অক্টাবর গাজা যুদ্ধের বর্ষপূর্তিতে নেতানিয়াহু দাবি করেছিলেন, হিজবুল্লাহ বহু বছরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। তবে এই হামলা হিজবুল্লাহর সামর্থ্যের বড় প্রমাণ হিসেবে ভাবা হচ্ছে। কারণ হিজবুল্লাহ এর আগে ইসরাইলের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। এবারই প্রথম তারা ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা করলো। এই ড্রোন হামলা নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি ইসরাইলি প্রতিরক্ষাবাহিনী (আইডিএফ)। তবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নিশ্চিত করেছে, গতকাল শনিবার সকালে লেবানন থেকে ড্রোন হামলায় সিজারিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বাস-ভবন লক্ষ্যবস্তু করা হয়। সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলা হয়, হামলার সময় প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং তার স্ত্রী সারা হামলার সময় বাড়িতে ছিলেন না এবং এই ঘটনায় কোনো আহত হয়নি। এছাড়া ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী বলছে, শুক্রবার রাতে লেবানন থেকে ছোঁড়া অন্তত ২০টি ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েল ভূখণ্ড অতিক্রম করেছে।

কিউবায় দেশব্যাপী ব্ল্যাকআউট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রধান বিদ্যুৎকেন্দ্র বিকল হয়ে পড়ায় দেশব্যাপী ব্ল্যাকআউটের শিকার হয়েছে কিউবা। দেশটির এক কোটি মানুষকে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার প্রায় ১১টায় বিদ্যুৎকেন্দ্রটির পাওয়ার গ্রিডটি ভেঙে পড়ে। জ্বালানী ও শক্তি মন্ত্রণালয়ের বরাতে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এই খবর জানিয়েছে। গ্রিড কর্মকর্তারা জানান, বিদ্যুৎ পুনরায় সংযোগ করতে ঠিক কত সময় লাগবে তাৎতক্ষণিকভাবে তা বলা যাচ্ছে না। কয়েক মাস ধরে দীর্ঘ ব্ল্যাকআউটের শিকার হচ্ছে দেশটি। গত বৃহস্পতিবার কিউবার প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎখাতে 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-ক্যানেল বারমুডেজ বলেছেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, 'বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধারের আগ পর্যন্ত কোনো বিশ্রাম নেই।' জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রধান লাজারা গুয়েরার বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

হ্যারিসের প্রচারণায় গিয়ে ট্রাম্পের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওবামার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের প্রচারণায় গিয়ে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। সুইয়িং স্টেট অ্যারিজনায় তিনি এই প্রচারণা চালান। টুকসন শহরের সমাবেশে ওবামা মূলত দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পের প্রার্থিতা নিয়ে সমালোচনা করেন। ট্রাম্পের ইনটেশন ছাড়াও তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ওবামা বলেন, তাকে কী সম্প্রতি দেখেছেন?তিনি দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা বক্তব্য দিচ্ছেন। কিন্তু আপনাদের কোনো ধারণাই নেই ট্রাম্প কোন বিষয়ে কথা বলছেন। ডেমোক্র্যাটদের প্রশ্ন দ্বিতীয়বারের মতো হোয়াইট হাউজের দায়িত্ব নেওয়ার মতো বয়স ও মানসিক অবস্থা ট্রাম্পের আছে কি না। এদিকে জর্জিয়ায় মঙ্গলবার দুই লাখ ৫২ হাজার ভোটদাতা আর্লি ব্যালটের সুবিধা নিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিলেন। গতবার এক লাখ ৩৬ হাজার ভোটদাতা এই আর্লি ব্যালটের দিন ভোট দিয়েছিলেন। এর আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ইসরায়েলি হামলায় গাজার জাবালিয়ায় নিহত ৩৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বরতা চলছেই। এমতাবস্থায় গাজার জাবালিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে ইসরায়েলের বিমান হামলায় ২১ নারীসহ ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় জাবালিয়ার বেশ কয়েকটি বাড়িতে হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা। এদিকে হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা সরকারের মিডিয়া অফিস হতাহতের এই তথ্য জানিয়েছে। অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকায় নিহতের সংখ্যা ৫০ জনের বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। এ ছাড়া এসব হামলায় আরও ৮৫ জন আহত হয়েছেন।

যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। সম্প্রতি হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারের হত্যাকাণ্ড যুদ্ধের অবসান নিয়ে কিছুটা আশা জাগানোর মধ্যেই শুক্রবার এমন হামলার ঘটনা ঘটল।

এই হামলা নিয়ে ইসরায়েল এখনও মন্তব্য করেনি।

মুলতানে আতশবাজি বিস্ফোরণে ছাদধসে ৩ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের মুলতানের আগাপুর এলাকায় একটি বাড়িতে রাখা আতশবাজি সামগ্রীর বিস্ফোরণে ছাদধসে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো অনেকে। গতকাল শনিবার মুলতান পুলিশের বরাত দিয়ে ডন এ তথ্য জানিয়েছে। মুলতান সিটি পুলিশ কর্মকর্তা (সিপিও) সাদিক আলী ডোগার এ বিবৃতিতে জানান, আগাপুরায় একটি বাড়িতে রাখা আতশবাজি সামগ্রীর বিস্ফোরণের ফলে এ ঘটনা ঘটেছে। এতে তিনজন নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছে। তিনি আরো জানান, নিহত তিনজন হলো রিয়াজ, মানশা ও সাফিয়া বানো। এ ছাড়া আহতদের চিকিৎসার জন্য নিশতার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাড়ির ভেতরে আতশবাজি তৈরি করা হতো, যার কারণে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।তবে আরো তদন্ত চলছে বলেও জানানো হয় সিপিওর ওই বিবৃতিতে।ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন মুলতানের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (এসএসপি) জেনারেল কামরান আমির খান, সিটি পুলিশ সুপার (এসপি) হাসান রাজা রাখি, দিল্লি গেটের উপ-পুলিশ সুপার (ডিএসপি) মাজহার হারাজ, ডিএসপি মামুন আলী এবং অন্য কর্মকর্তারা। এ সময় তারা ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেন এবং এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশসহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

পশ্চিমবঙ্গ

সর্বাত্মক ধর্মঘটের হুমকি চিকিৎসকদের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আগামী সোমবারের মধ্যে সব দাবি মানা না হলে আবারও ধর্মঘটে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসকরা। শুক্রবার সিনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। ওই বৈঠক শেষে জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদার রাজ্য সরকারকে তাদের দাবি মেনে নেওয়ার সময় বেঁধে দিয়েছেন। তিনি বলেন, সোমবারের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের দাবি না মানেন, তবে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হবো। ওই ধর্মঘটে সিনিয়র চিকিৎসকরাও যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন দেবাশিস। শুক্রবার তিনি যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরবর্তী কর্মসূচি এবং ধর্মঘটের কথা বলেন, তখন তার সঙ্গে অন্য জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশাপাশি সিনিয়রাও ছিলেন। ১০ দফা দাবি নিয়ে 'আমরণ অনশনে' বসেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। আরজি কর-কাণ্ডের বিচার, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিবর্তনের দাবিতে গত দু'মাসের বেশি সময় ধরে তাদের আন্দোলন চলছে।

কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সাড়া মিলছে না। ইতোমধ্যেই ৬ জুনিয়র চিকিৎসক অনশন করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখনও হাসপাতালে ভর্তি আরও পাঁচজন। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের পরবর্তী অভিমুখ কী হওয়া উচিত তা স্থির করতে শুক্রবার সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠক শেষে দেবাশিস বলেন, 'সোমবার পর্যন্ত আমরা একটা সময়সীমা দিচ্ছি। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের সবগুলো দাবি মানার জন্য আলোচনায় বসতে হবে এবং সব দাবি মেনে নিতে হবে। যদি তা না হয় তবে আগামী মঙ্গলবার সিনিয়র এবং জুনিয়র চিকিৎসকদের সব সংগঠন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে সর্বাত্মক ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হবো।

দেবাশিস আরও জানান, সিনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অতীতে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল বলে নানা অভিযোগ উঠেছিল। শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রভাব পড়েছিল চিকিৎসকদের এই কর্মবিরতি। শুক্রবার সে কথাই মনে করিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ারির সুরে দেবাশিস বলেন, ধর্মঘট চলাকালীন যদি একজন রোগীরও কোনো সমস্যা হয়, তবে তার দায় রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না বলেই অনশনে বসতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা। কর্মবিরতি তুলে নিজেদের জীবন বাজি রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম মানবিক মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা ভাববেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সদুত্তর পাইনি সরকারের কাছ থেকে।

আমাদের সহযোদ্ধাদের সিসিইউতে ভর্তি করানো হয়েছে। আন্দোলনের অভিমুখ ঠিক করতে বৃহস্পতিবারও সিনিয়রদের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। ভার্চুয়াল মাধ্যমে ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু যান্ত্রিক কিছু ক্রুটির কারণে বৈঠক সম্পন্ন হয়নি। তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তেও আসা যায়নি। সে কারণেই শুক্রবার আবার বৈঠক ডাকা হয়। আইএমএ থেকে শুরু করে বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ওই বৈঠকে। ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি কর্মসূচি ঠিক করা হয়েছে শুক্রবারের বৈঠকে। গতকাল শনিবার ন্যায়বিচার যাত্রার ডাক দিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সেখানে সিনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন থেকে নাগরিক সংগঠন সবাইকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। গতকালশনিবার দুপুরে আরজি কর-কাণ্ডে নিহত চিকিৎসকের বাড়ির এলাকা থেকে শুরু হবে এই কর্মসূচি। তারপর মিছিল যাবে ধর্মতলার অনশনমঞ্চ পর্যন্ত। এছাড়াও রোববার ধর্মতলার অনশনমঞ্চে মহাসমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেখানেও সবাইকে উপস্থিত থাকার আর্জি জানিয়েছেন দেবাশিস। পাশাপাশি সোমবার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে।

বিনোদন

নজরকাড়া লুকে টয়া

বিনোদন ডেস্ক : বিনোদন জগতের ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও মডেল মুমতাহিনা চৌধুরী টয়া। নাচের মাধ্যমে এ জগতে প্রবেশ করলেও অভিনয়ের মাধ্যমে পরিচিতি পান তিনি। বিজ্ঞাপন ও নাটকে কাজ করে অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শকদের মনে জায়গা করে নেন টয়া। এ ছাড়া বিনোদন জগতে কাজের পাশাপাশি ঘোরাঘুরি করতেও বেশ পছন্দ করেন এ মডেল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখ রাখলেই তার আঁচ পাওয়া যায়। এবার অভিনেত্রীর নজরকাড়া লুকে মুগ্ধ হয়েছেন নেটিজেনরা। গত শুক্রবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে সি বিচের কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন টয়া। সেখানে নজরকাড়া লুকে ধরা দিয়েছেন এ অভিনেত্রী। ক্যাপশনে টয়া লিখেছেন- অন্য সৈকত অবকাশ উদ্ভাসিত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট করা ছবিতে দেখা যায়, অভিনেত্রী টয়ার পরনে রয়েছে সাদা ও নীলের কম্বিনেশনের ফ্লোরাল প্রিন্টের একটি গাউন। সৈকতে খোলা চুলে বেশ খোশ মেজাজেই ক্যামেরায় ধরা দিয়েছেন তিনি। টয়ার এমন রূপ ঝড় তুলেছে ভক্তদের হৃদয়ে। এ ছবিগুলো পোস্ট করা মাত্রই অভিনেত্রীর কমেন্ট বক্সে মন্তব্যের বন্যা বয়ে গেছে নেটিজেনদের। এক নেটিজেন লিখেছেন- আমার সব সময়ই প্রিয় টয়া। আরেক নেটিজেন লিখেছেন- তোমাকে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে।

নতুন সিনেমার প্রসঙ্গে যা বললেন নাবিলা

বিনোদন ডেস্ক : মাসুমা রহমান নাবিলা। অভিনয়, উপস্থাপনা, মডেলিংয়ে বছরজুড়েই ব্যস্ত সময় কাটে তাঁর। মাঝে সিনেমার কাজেই বেশি মনোযোগী ছিলেন তিনি। এ কারণে উপস্থাপনায় একেবারেই দেখা যায়নি এ অভিনেত্রীকে। আবারও নতুন অনুষ্ঠান নিয়ে ফিরতে যাচ্ছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এ অভিনেত্রী। 'রাঁধুনী রান্নাঘর, বাংলাদেশের সেরা ১০০ রেসিপি'। সম্প্রতি রাজধানীর একটি স্টুডিওতে অনুষ্ঠানের দৃশ্যধারণ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন নাবিলা। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা প্রসঙ্গে নাবিলা বলেন, ''বেশ বিরতির পর 'রাঁধুনী রান্নাঘর, বাংলাদেশের সেরা ১০০ রেসিপি' অনুষ্ঠান দিয়ে উপস্থাপনায় ফিরতে পেরে ভালোই লাগছে। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে অনেক ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। নানা অনুষ্ঠানের ভিড়ে এর আইডিয়া ব্যতিক্রম। পাকা ১০০ রাঁধুনীর রেসিপি দিয়ে সাজানো হয়েছে এ আয়োজন। শিগগিরই মাছরাঙা টেলিভিশনে এর প্রচার হবে। আশা করছি দর্শকের অনুষ্ঠানটি পছন্দ হবে।'' এদিকে নাবিলার সর্বশেষ অভিনীত সিনেমা 'তুফান' মুক্তি পেয়েছে গত ঈদুল আজহায়। রায়হান রাফী পরিচালিত এ সিনেমায় তাঁর অভিনীত 'জুলি' চরিত্রটি বেশ প্রশংসিত হয়েছে। শাকিব খানের সঙ্গে তাঁর নতুন রসায়নও দর্শক গ্রহণ করেছেন। তাদের খুনসুটি, ঝগড়া, অভিমান-অনুযোগ, প্রেমের দৃশ্যগুলো দর্শকদের বেশ আনন্দ দিয়েছে। এর আগে তিনি শেষ করেছেন মাসুদ হাসান উজ্জ্বলের অনুদানের সিনেমা 'বনলতা সেন'-এর কাজ। একেবারে নীরবেই সিনেমার দৃশ্যধারণে অংশ নিয়েছেন তিনি। আট মাসে শেষ হয়েছে এর কাজ। সিনেমার বিষয়ে বিস্তারিত এখনই কিছু বলতে নারাজ নাবিলা। নতুন সিনেমায় অভিনয় প্রসঙ্গে নাবিলা বলেন, ক্যারিয়ারের শুরু থেকে বেশ বাচবিচার করে সিনেমার কাজে হাত দিয়েছি। ক্যারিয়ারে তৃতীয় সিনেমা 'বনলতা সেন'-এর গল্প অসাধারণ। দর্শক এই সময়ে যে ধরনের গল্প পছন্দ করেন এটি তেমনই। নির্মাতা মাসুদ হাসান উজ্জ্বলের নির্মাণ অসাধারণ। বেশ যত্ন নিয়ে কাজটি শেষ করেছেন তিনি। আমার অভিনীত চরিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত বলতে চাই না। আমি চাই দর্শক পর্দায় কাজটি দেখুক। গল্প ও চরিত্র মিলে সিনেমাটি দর্শকের ভালো লাগবে- এ আশা করাই যায়। এ অভিনেত্রী আরও বলেন, যে কোনো কাজই চ্যালেঞ্জ নিয়ে করতে ভালো লাগে। 'বনলতা সেন' সিনেমার কাজে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছি। শরীরের ওজনও কমাতে হয়েছে। এজন্য অনেক কাজ থেকে বিরত থেকেছি। দর্শক সিনেমাটি গ্রহণ করলে আমার কষ্ট সার্থক হবে। উপস্থাপনা দিয়ে তারকাখ্যাতি পাওয়া নাবিলার অভিনয়ে অভিষেক হয় অমিতাভ রেজা চৌধুরীর ব্যবসা-সফল চলচ্চিত্র 'আয়নাবাজি' দিয়ে। প্রথম অভিনয় দিয়েই নিজের জায়গা করে নেন এ তারকা। ২০১৬ সালে মুক্তি পাওয়া এ ছবিতে নাবিলা অভিনয় করেন চঞ্চল চৌধুরীর বিপরীতে। মডেলিংয়েও দ্যুতি ছড়িয়েছেন তিনি।

ইংরেজিতে গান গেয়ে ট্রলের শিকার ফারিণ

বিনোদন ডেস্ক : অভিনয়ে তিনি বরাবরই প্রশংসিত। একের পর এক কাজ করে মন জয় করছেন দর্শকদের। উপহার দিচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন কাজ। তবে শুধু অভিনয়ই নয়, গানেও বেশ ভালো তাসনিয়া ফারিণ। এর আগে তাহসানের সঙ্গে দ্বৈত গান গেয়ে বেশ প্রশংসিত হয়েছিলেন। এবার ইংলিশ গান 'জেলাসি' গেয়েও প্রশংসা কুড়ালেন অভিনেত্রী। প্রথমবারের মতো হানিফ সংকেতের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে সংগীতশিল্পী তাহসান খানের সঙ্গে গান গেয়েছিলেন ফারিণ। পেশাদার সংগীতশিল্পী না হয়েও তাহসানের সঙ্গে খুব চমৎকারভাবেই গানটি গেয়েছিলেন ফারিণ। এরপর তা ভক্তদের কাছে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তবে এরপর লন্ডনের একটি মঞ্চে সেই গানটি গেয়ে বেশ তোপের মুখে পড়েন ফারিন। মঞ্চে সেই গান বেসুরো গাওয়ার কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ বিদ্রুপ করা হয় অভিনেত্রীকে। এবার ইংলিশ গান 'জেলাসি' গেয়ে আবারও মন জয় করলেন অনুরাগীদের। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গায়ক ল্যাব্রিন্থ-এর 'জেলাসি' গানটি ফারিণ গেয়ে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। যেখানে খোলা চুলে নিভো নিভো আলোর মাঝে একরাশ বিষণ্নতা নিয়ে গানটি গাইছেন অভিনেত্রী। আর সেই পোস্টের কমেন্ট বক্সে একের পর এক প্রশংসামুলক মন্তব্য ভেসে আসছে। এক অনুরাগী লিখেছেন, 'দারুণ কণ্ঠ।

ফের সুমনের সিনেমায় তুষি

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘদিন ধরে ছোট পর্দায় কাজ করছেন মেজবাউর রহমান সুমন। নাটকের পাশাপাশি বানিয়েছেন বিজ্ঞাপনচিত্রও। ছোট পর্দা থেকে সুমন বড় পর্দায় নিজের উপস্থিতি জানান দেন 'হাওয়া' দিয়ে। ২০২২ সালে মুক্তির পর দেশ ও দেশের বাইরে ছবিটি বেশ প্রশংসা কুড়ায়। ব্যবসায়িক সফলতা ও পায়। পরিচালকের এই ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হন নাজিফা তুষি। 'হাওয়া' মুক্তির দুই বছর পর সুমনের সিনেমায় আবার দেখা যাচ্ছে নাজিফা তুষিকে। পরিচালক, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এবং অভিনয়শিল্পীদের কেউই এ বিষয়ে কথা বলতে চাইছেন না। তবে শুটিং ইউনিট-সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এরইমধ্যে সিলেটে নাফিজা তুষিকে নিয়ে নতুন ছবির শুটিং শুরু করেছেন মেজবাউর রহমান। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ছবিটির নাম 'রইদ'। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেজবাউর রহমান সুমনের 'রইদ' ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পেয়েছিল, যেখানে প্রযোজক ছিলেন জয়া আহসান। এখন অবশ্য সিনেমাটির নতুন প্রযোজক বেঙ্গল ক্রিয়েশনস। সিনেমাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার শ্রীমঙ্গলে সিনেমাটির একটি লটের শুট শেষ হচ্ছে। তবে সিনেমাটির শুটিং শেষ না করে এখনই আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে চান না সংশ্লিষ্টরা। এ প্রসঙ্গে তুষি জানান, 'ছবি নিয়ে এখনই কিছু খোলাসা করতেও পারছি না। আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি। আমারও কিন্তু কাজের খবর জানাতে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, একটা কাজ শেষ করছি। আমি আশাবাদী, কাজটি ভালো হয়েছে। যার সঙ্গে কাজ করেছি, তিনি আমার পছন্দের পরিচালক।' মেজবাউর রহমান সুমনের 'হাওয়া'র পর অনেক ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন নাজিফা তুষি।

কিশোরগঞ্জ : হোসেনপুরে হঠাৎ ৫ মিনিটের ঝড়ো বাতাস ও শিলাবৃষ্টিতে লন্ডভন্ড হয় জিনারী ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা।

মাদ্রাসা ছাত্রের খাল থেকে মরদেহ উদ্ধার

বরিশাল প্রতিনিধি : রহস্যজনকভাবে নিখোঁজের একদিন পর খাল থেকে মাদ্রাসা ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। শনিবার সকালে উদ্ধার হওয়া মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে শুক্রবার বিকেলে বানারীপাড়া উপজেলার সৈয়দকাঠি ইউনিয়নের আউয়ার বাজার সংলগ্ন খাল থেকে ভাসমান অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মৃত ইয়াসিন (১৫) বানারীপাড়া উপজেলার তালপ্রসাদ গ্রামের মাওলানা সিরাজুল ইসলামের ছেলে ও উপজেলার আউয়ার দারুল উলুম মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র ছিল। বানারীপাড়া থানার ওসি (তদন্ত) মোমিন উদ্দিন জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদ্রাসা থেকে রহস্যজনকভাবে ইয়াসিন নিখোঁজ হয়। শুক্রবার বিকেলে মাদ্রাসার অদূরে থাকা আউয়ার বাজার সংলগ্ন খালে একটি মরদেহ ভেসে ওঠে। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে মরদেহটি ইয়াসিনের বলে শনাক্ত করা হয়।

পোরশায় আমন ধানে পচন রোগ কৃষকরা বিপাকে

পোরশা প্রতিনিধি : নওগাঁর পোরশায় আমন ধানের ক্ষেতে পচন রোগ কৃষকরা বিপাকে পড়েছে। রোগাক্রান্ত ধান গাছে কীটনাশক স্প্রে করে তেমন ফল পাচ্ছেনা বলে জানাগেছে। এই রোগের আক্রমনে ধানগাছ গোড়া থেকে পচে মরে যাচ্ছে। কৃষকরা ভোর হলেই পিঠে কীটনাশক স্প্রে করার যন্ত্র চাপিয়ে ধানের জমিতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন উপায়ে ধান বাঁচানোর চেষ্টাও করছেন তারা। এ অবস্থা থাকলে আমন ধানের ফলন বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। উপজেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের সাথে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে নিতপুর ইউনিয়নে এ রোগে আক্রান্ত আমন ধানের পরিমান বেশী বলে জানাগেছে। কৃষকরা জানান, নিতপুর ইউনিয়নের দায়িত্বে থাকা উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা কৃষকদের সাথে কোন যোগাযোগ করেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। কৃষকরা পরামর্শ চাইলেও তাকে পাওয়া যায়না বলে তারা জানান। নিতপুর ইউনিয়নের গোপালগঞ্জের আবদুর রহিম, আক্কাস আলী, শোভাপুরের আবু সফিয়ান জানান, তাদের জমিতে রোপনকৃত আমনধান ব্যাপকভাবে পচন রোগে আক্রান্ত। জমির ধানের ফলন প্রায় হবেইনা বলে তারা ধারনা করছেন। এতে এই ইউনিয়নে ফলন বিপর্যয় হতে পারে বলে তারা বলছেন। কৃষি বিভাগ থেকে কোন পরামর্শ বা সহযোগীতা পাননি বলেও তারা জানান। ঘাটনগর ইউনিয়নের পাঁচভাই গ্রামের মগবুল হোসেন মাষ্টার সহ নিশ্চিন্তপুর গ্রামের কয়েকজন কৃষক জানান, কিছুদিন আগেও জমির ধান ভাল ছিল। হঠাৎ করে ধানে পচন রোগের আক্রমণ শুরু হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করে কিছুটা প্রতিকার পেয়েছেন তারা। অপরদিকে, মশিদপুর ইউনিয়নের দেউলিয়া গ্রামের কৃষক মিজানুর রহমান জানান, তার জমিতে কয়েক বার কীটনাশক ছিটিয়েও কোন কাজ হয়নি। তাছাড়া উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের ডেকেও কাউকে পাওয়া যায়না বলে তিনি অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক জানান, এ রোগের আক্রমণ থেকে ধান বাঁচার উপায় ধান গাছে কীটনাশক প্রয়োগ। এছাড়াও পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের উপ-কৃষি কর্মকর্তাগণ এলাকায় নিয়মিত যাচ্ছেন এবং তাদের নির্দেশনা দেওয়া আছে বলে জানান। কৃষি কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ নিতপুর ইউনিয়নের দায়িত্বরত উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা নিয়ামত উল্লাহ্‌র বিষয়ে তিনি বলেন, ওই উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তার আচরণ খারাপ এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে অনেক মৌখিক অভিযোগ রয়েছে। শিগ্রই তার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

১০ মাস যাবত যমুনায় উৎপাদন বন্ধ

সরিষাবাড়ী প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ ইউরিয়া সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তারাকান্দি যমুনা সারকারখানায় গ্যাস সংকটের কারণে দীর্ঘ ১০ মাস যাবত। ইউরিয়া সার উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। এতে করে প্রতিমাসে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা হারে আনুমানিক এক হাজার ৫০ কোটি টাকা রাজস্ব হারিয়েছে সরকার।

অপর দিকে দীর্ঘ সময় কারখানা বন্ধ থাকায় মুল্যবান যন্ত্রাংশ মরিচা ধরে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হতে চলেছে। সেই সাথে কারখানার প্রায় সহস্রাধিক শ্রমিক পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাবন করছে। এভাবে কারখানা বন্ধ থাকলে সামনের ইরি- বুরো পিক সিজনে সারের সংকটের শঙ্কায় রয়েছে কৃষকরা। কারখানার সুত্রে জানা যায়, ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৯১ সালে ইউরিয়া উৎপাদনে যায় তারাকান্দি যমুনা সারকারখানা। বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি) নিয়ন্ত্রণাধীন কেপিআই-১ মানসম্পন্ন যমুনা সার কারখানাটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে দৈনিক ১ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন করে আসছিল। কারখানার নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদনের জন্য দৈনিক ৪২-৪৩ পিএসআই গ্যাসের প্রয়োজন। গ্যাসের চাপ স্বল্পতা ও বিভিন্ন ক্রুটির কারণে উৎপাদন কমে বর্তমানে ১ হাজার ৪০০/৪৫০ মেঃ টন ইউরিয়া উৎপাদন হয়। সম্প্রতি ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানিতে সার উৎপাদন নিরবিচ্ছিন্ন রাখার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিআইসি। এজন্য সেখানে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে যমুনা সারকারখানায় গত ১৫ জানুয়ারী থেকে গ্যাসের চাপ কমিয়ে দেয় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি। এরপর থেকেই যমুনায় ইউরিয়া উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। কারখানা সূত্রে আরো জানা যায়, আগস্ট ২০২৪ এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বন্ধ কারখানাটিতে ২৩৮ জন কর্মকর্তা, ২০৭ জন কর্মচারী, ৩৯২ জন শ্রমিক ও দৈনিক মজুরী ভিত্তিক ১৫৯ জন জনবল কাজ করছে। যাদের পিছনে প্রতিমাসে ব্যায় হচ্ছে প্রায় ৬ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। অপরদিকে কারখানার কমান্ড এরিয়ায় সারের চাহিদা সিমিত পরিসরে মেটাতে অন্য কারখানা হতে দুই অর্থ বছরে সার আমদানি করতে হয়েছে প্রায় ৫১ হাজার ৯ শত ৯৭ মেট্রিক টন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা (বোরহান উদ্দিন), জানান, যমুনা সার কারখানাটি নির্মান কারী জাপানি প্রতিষ্ঠান (গ.ঐ.ও) ২৫ বছর সক্ষমতার কথা বললেও ভালো কাজের ফল হিসাবে কারখানার বয়স ৩৪ বছর অতিবাহিত হলেও কারখানায় এখনো নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সর্বরাহ করা হলে বছরে ৪ লাখ মেট্রিক টন সার উৎপাদন করে যমুনার এ বিশাল অংকের ক্ষতির গর্ত থেকে উঠে লাভের মুখ দেখবো বলে আশারাখি। আর এমনটি হলে উচ্চমূল্যে বিদেশ থেকে সার আমদানি করতে হবে না সরকার কে গুনতে হবে না বিশাল অংকের ভর্তোকি। আরেক কর্মকর্তা জানান, কারখানায় দৃশ্যমান কোন যান্ত্রিক ক্রুটি নেই। যদি গ্যাস সর্বরাহ পাওয়া যায় তাহলে নিজস্ব দক্ষ্য জনবল দ্বারা সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে ৭ দিনের মাঝেই কারখানা উৎপাদনে যাওয়া সম্ভব। যেহেতু কারখানাটি উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন রাসায়নিক কারখানার করোসেন এবং ইরোসেন এর ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে পরবর্তীতে চালাতে গেলে সকল যন্ত্রাংশের উপর একটা বিরোপ প্রভাব পড়ে। অপরদিকে কারখানার ভৌগলিক কারণে উত্তরাঞ্চলের দুই বিভাগের ১৬ টি জেলায় স্বল্পতম সময়ে ন্যায্যমূল্যে সামনের পিকসিজনে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (এঞএএঞউঈখ) এর উর্দ্ধোতন কর্তৃপক্ষের সু-দৃস্টি কামনা করে যমুনায় দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্যাস সর্বরাহ করে যমুনা সার কারখানাটি চালুর দাবী কর্মকর্তা কর্মচারী শ্রমিক ও স্থানীয় সাধান ব্যাবসায়ীদের।

খাজরায় ওয়াপদার রাস্তা সংস্কার কাজ শুরু

আশাশুনি প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলার খাজরার তুয়ারডাঙ্গা উত্তর মাথায় ওয়াপদার রাস্তা সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। শনিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৭/২ নং পোল্ডারের আওতাভুক্ত ওয়াপদার ৮০ ফুট দৈর্ঘ্য রাস্তার সংস্কার কাজ মাটি ভরাট করা হচ্ছে। খোলপেটুয়া নদীর অতিরিক্ত জোয়ারের ফলে ৮০ফুট রাস্তায় বিভিন্ন সময়ে ফাটল ধরে ভেঙে নদী গর্ভে চলে গেলে ঝুকিপূর্ন হয়ে পড়ে। স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কৃষ্ণা রায়কে অবিহিত করলে তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তাদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার নির্দেশ দেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা বাঁধ পরিদর্শন শেষে স্থানীয় শ্রমিক নিয়ে সংস্কার কাজ শুরু করেছেন। কাজ শেষ হতে যত টাকা খরচ হবে পাউবো বহন করবে বলে জানা যায়। খাজরা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক বুরহান উদ্দীন বুলু বলেন, তুয়ারডাঙ্গা ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য শাহ জামালসহ অন্যরা আমাকে ওয়াপদার রাস্তা ঝুকিপূর্ন হয়ে পড়েছে খবর দিলে আমি ইউএনও স্যারকে বিষয়টি জানাই।

ঝড়ে লন্ডভন্ড হোসেনপুর

হোসেনপুর প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে হঠাৎ ৫ মিনিটের ঝড়ো বাতাস ও শিলাবৃষ্টিতে লন্ডভন্ড হয়েছে জিনারী ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা।শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) রাতে হঠাৎ শিলাবৃষ্টি সহ ঝড়ো বাতাস ওই অঞ্চলে আঘাত হানে। স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, এ উপজেলায় একটি পৌরসভা ও ছয়টি ইউনিয়ন থাকলেও উত্তর দিকের জিনারী ইউনিয়ন ও সিদলা ইউনিয়নের কিছু এলাকায় শুক্রবার রাতে হঠাৎ করেই ঝড়ো বাতাস শুরু হয়। সেই সাথে শিলাবৃষ্টি। এতেই শুরু হয় তান্ডব। উপড়ে গেছে অনেক গাছপালা। বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক ঘরবাড়ি। সেই সাথে আমন ফসলের ও ক্ষতি হয়েছে। রাস্তায় গাছ পড়ে বিভিন্ন এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এ ঝড়ে উপজেলার নামা জিনারীর কেরামত আলীর পুরাতন বসতঘর,রান্নাঘর,গোয়ালঘর, পেঁপে আম,জাম,কাঠাল,রেন্টি গাছ ভেঙেছে।

খাপাড়ার আবদুর রশিদের বসত ঘর, গোয়াল ঘর, রান্না ঘর, পরিবারের লোকজন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গাবরগাঁও গ্রামের জেসমিন আক্তার পুষ্পর রান্নাঘর, গাছপালা, আওয়াল মিয়ার পুরাতন বসতঘর সহ অনেক পরিবারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও গাবরগাও,নামা জিনারী,হলিমা, ডাকরীয়া,বেলতলা, টেকাপাড়াসহ কয়েকটি গ্রামে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। নামা জিনারীর বাসিন্দা মো.শামসুল হক জানান,রাত ৭.৪৫ এর দিকে হঠাৎ প্রচন্ড বাতাসের সাথে শিলা বৃস্টি আসে। চোখের পলকেই গাছপালা ও বাড়িঘর ভাঙতে থাকে। গ্রামের অনেক বাসিন্দার ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। অনেকের আমন ফসলের ক্ষতি হয়েছে। হোসেনপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) মো. মাসুদ রানা জানান,জিনারি ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় রাতে ঝড়ের কারণে পোল ভেঙ্গে যায় ও লাইনের উপরে গাছপালা পড়ায় ওই লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ আছে। আমাদের টিম সচল করার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) অনিন্দ্য মন্ডল জানান,রাতের আকস্মিক ঝড়ে জিনারী ইউনিয়নে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে পাঠানো হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের নগদ অর্থ ও ঢেউটিন সহায়তা দেওয়া হবে।

কোটালীপাড়ায় প্রকাশ্যে জামায়েত ইসলামী

কোটালীপাড়া প্রতিনিধি : গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় ওলামা সমাবেশের মধ্যে দিয়ে এই প্রথম প্রকাশ্যে এলো জামায়েত ইসলামী। শনিবার জামায়েত ইসলামীর কোটালীপাড়া শাখার উদ্যোগে উপজেলার রাধাগঞ্জ সার্বজনীন দাখিল মাদ্রাসার হলরুমে এ ওলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জামায়েত ইসলামীর কোটালীপাড়া উপজেলা শাখার আমির মোঃ ছোলায়মান গাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাসসিরিন কোরআনের সভাপতি হযরত মাওলানা আঃ হামিদ, জামায়েত ইসলামি গোপালগঞ্জ জেলা শাখার আমির প্রফেসর রেজাউল করিম, কোটালীপাড়া জামায়েত ইসলামীর সেক্রেটারি মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে কোটালীপাড়া উপজেলার ৫শতাধিক ওলামা অংশগ্রহণ করেন। জামায়েত ইসলামীর কোটালীপাড়া উপজেলা শাখার আমির মোঃ ছোলায়মান গাজী বলেন, এতোদিন আমরা প্রকাশ্যে সভা সমাবেশ না করতে পারলেও আমাদের দলীয় কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। এখন থেকে আমরা প্রকাশ্যে আমাদের সভা সমাবেশ চালিয়ে যাবো।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার, আটক ১৫

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের দায়ে ২৪ ঘন্টায় পৃথক অভিযানে ১৫ জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ। এ সময় ২৫ কেজি ইলিশ, এক লাখ ২১ হাজার ৫শ’ মিটার কারেন্ট জাল ও ৪টি ইঞ্জিন চালিত মাছ ধরার নৌকা জব্দ করা হয়। শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টায় নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহমেদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আটককৃতরা হলেন মোজাম্মেল (৩০),মোঃ সজিব (২৪), মোঃ জিসান (২০), মোঃ রাব্বি (২০), কালু প্রধান (৩৬), মোঃ তাজির ব্যাপারী (২৭), মোঃ সিফাত (১২) দেলু বেপারী (৪০), মোঃ কামাল হোসেন (২৫), মোঃ রফিক (২০), রহিম আলী (১৯) মোঃ রাসেল (১৫)। নৌ পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) রাত ৮টা থেকে শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৮টা পর্যন্ত চাঁদপুরে পদ্মা মেঘনা নদীর বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। এ সময় নদীতে মাছ ধরা অবস্থায় ১৫ জেলেকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে ২ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় জেলেকে মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নৌ পুলিশ আরও জানায়, বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) রাতে মতলব উত্তর উপজেলার এখলাছপুর এলাকায় মেঘনা নদীতে অভিযানকালে ১৫/২০টি ইঞ্জিন চালিত নৌকা যোগে ৮০-৯০ জন আসাধু জেলে বাধা সৃষ্টি করে। এ সময় তারা এলোপাথারী ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। নৌ পুলিশকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাশের লাঠি দিয়ে ট্রলারে থাকা পুলিশ সদস্যসহ মৎস্য ক্ষেত্র সহকারী ও নৌকার মাঝিকে আঘাত করেন। এ ঘটনায় মতলব উত্তর উপজেলার মৎস্য ক্ষেত্র সহকারী মোঃ মোশারফ হোসেন (৩২), এএসআই কামাল হোসেনসহ ৫জন গুরুতর আহত হন। নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, মা ইলিশ রক্ষায় জেলা টাস্কফোর্সের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত আছে। ২৪ ঘণ্টা নদীতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড ও মৎস্য বিভাগ পৃথক অভিযান পরিচালনা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৫ জেলেকে আলামতসহ গ্রেপ্তার করা হয়। এর মধ্যে ২ জন অপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া জব্দকৃত মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ এবং কারেন্ট জালগুলো আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়। তিনি আরও বলেন, নৌ পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় আহত পুলিশ সদস্য, মৎস্য কর্মকর্তা এবং ট্রলারের চালককে মতলব উত্তর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। এদিকে, নৌ পুলিশ কোস্টগার্ড,মৎস্য বিভাগের সমন্বিত অভিযানের মধ্যেও চুরি চামারি করে ইলিশ নিধন করছে একশ্রেণির দুর্বৃত্ত জেলেরা। চাঁদপুর মেঘনার মতলব উত্তর হাইমচর ও চাঁদপুর সদর উপজেলার চর এলাকাতে ভাসমান মাছের হাটে মাছ বেচা বিক্রি অব্যাহত রয়েছে। বহরিয়া পশ্চিমপাড় ইব্রাহিমপুর গুচ্ছগ্রাম নদীর পাড়ে ইলিশের গোপন আড়তদারি চলছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন হাট বাজার পাড়া মহল্লায় ও বাজারে ইলিশ বিক্রির খবর জানিয়েছেন অনেকে। ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলছে। গত ১৩ই অক্টোবর থেকে শুরু হয় এই অভিযান। চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

নকলায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের নকলায় দিনব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ও ছানি রোগী বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) “বন্ধু সংগঠন” নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যেগে ও সার্বিক সহযোগিতায় পৌরশহরের চৌধুরী ছবরুন নেছা মহিলা ডিগ্রী কলেজে দিনব্যপী এ কার্যক্রম চলে। ময়মনসিংহের ডা. কে জামান বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল কর্তৃক পরিচালিত নকলা প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ও ছানি রোগী বাছাই কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সদস্য রাব্বেনুর চৌধুরী, নকলা প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা কেন্দ্রের পিইসি ইনচার্জ ও রিফ্রাকশনিস্ট ডা. নাজমুস সাকিব, রিফ্রাকশনিস্ট ডা. ফারজানা আক্তার ও বন্ধু সংগঠনের রিয়াদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। বন্ধু সংগঠন’র রিয়াদ চৌধুরী বলেন, আমাদের সংগঠনটি সবসময় জনগনের পাশে আছে, ছিলো এবং থাকবে। বিশেষ করে গরীব ও অসহায়দের জন্য কিছু করতে পারলে ভালো লাগে। এই ভালো লাগা থেকেই আমরা এমন উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি জানান, যারা টাকার অভাবে চোখের চিকিৎসা করাতে পারেন না, যাদের চোখের অপারেশন ও চশমা কিনার সামর্থ নেই মূলত তাদের জন্যই আমরা এই কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

দাকোপে ভেঙে যাওয়া বাঁধ সংস্কার

দাকোপ প্রতিনিধি : খুলনার উপকুলিয় উপজেলা দাকোপে গভীর রাতে ভেঙে যাওয়া বেড়ীবাঁধ ১২ ঘন্টার মধ্যে আটকানো সম্ভব হয়েছে। ফলে ২ হাজার বিঘা জমির আমন ফসলসহ ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আপাতাত ঝুঁকিমুক্ত এলাকাবাসী। এলাকাবাসী সুত্রে জানা যায়, উপজেলার পানখালী ইউনিয়নের লক্ষিখোলা পিচের মাথার বেড়ীবাঁধ শুক্রবার রাত ১২ টার দিকে জোয়ারের পানির চাপে ভেঙে যায়। তাৎক্ষনিক পানখালী ইউনিয়নের লক্ষিখোলা ও কামারবাদ গ্রাম পানিতে প্লাবিত হয়। ঘটনার পর থেকে এলাকাবাসী বাঁধ আটকাতে তৎপর হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসমত হোসেন খবর পেয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বাঁধ সংস্কারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের কথা বলেন। এরপর পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এলাকাবাসীর শ্রম সহায়তায় রাত থেকে শুরু হয়ে শনিবার বেলা ১২ টার মধ্যে ভেঙে যাওয়া বাঁধ আটকানো সম্ভব হয়। ফলে ইউনিয়নের ২ হাজার বিঘা আমন ধান, পুকুর ঘরবাড়ীর ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। তবে এলাকাবাসী আপাতত পানি মুক্ত হলেও সংস্কার কাজ আরো মজবুত না হলে ফের ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি আছে বলে জানায়। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শেখ সাব্বির আহমেদ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বাঁধটি দীর্ঘদিন ঝুঁকিপূর্ন থাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সংস্কারের জন্য বার বার তাগাদা দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের ধীর গতির কার্যক্রমের জন্য বাঁধটি ভেঙে যায় এমন অভিযোগ তার।

শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বিনা লাভের দোকান

খুলনা প্রতিনিধি : দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে এবার সাশ্রয়ী দামে সাধারণ মানুষদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের উদ্দেশে খুলনায় ‘বিনা লাভের দোকান’ শুরু হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন খুলনা’র ব্যানারে সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নগরীর শিববাড়ীর মোড়ে (শুক্রবার বিকেল ৩টা) থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ দোকান চালু হয়েছে। ভিন্ন রকম এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। এদিকে, খুলনা নগরীতে ‘বিনা লাভের দোকান’ পেয়ে ক্রেতারা খুশি মনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনছেন। দ্রব্যমূল্যের এ উর্ধ্বগতির চরম অস্থির সময়ে এমন দোকান করায় আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিনা লাভের দোকানে ডাল ১ কেজি ৯৯ টাকা, ডিম ১ পিস ১২ টাকা, আলু ১ কেজি ৫০ টাকা, পেঁয়াজ ১ কেজি ১০০ টাকা ও লাউ ৪০ টাকা ও লালশাক ১২ টাকা আঁটি দরে বিক্রি হচ্ছে। এখানে বাজার করতে আসা ক্রেতারা বলছেন, বাজারের উর্ধ্বগতির সাথে দাম বাড়ানোর পাল্লা তাতে এই উদ্যোগ কিছুটা হলেও কাজ করবে। এখানে শিক্ষার্থীরা যে আলু বিক্রি করছে তার দাম ৫০ টাকা। অথচ বাজারে একই আলু বিক্রি হচ্ছে ৬০-৬৫ টাকা। এই দামের পার্থক্য কমাতে শিক্ষার্থীদের এই উদ্যোগ সফল হবে বলে আশা করি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মিনহাজুল আবেদীন সম্পদ বলেন, পাইকারি দামে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে, সে দামেই বিক্রি করা হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। বৈরি আবহাওয়ার মধ্যেও ক্রেতাদের ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে।

সবার সহযোগিতায় আগামীতেও এ ধরনের দোকান করা ইচ্ছে রয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তিতে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন খুলনার বাজার নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্সের সদস্য হৃদয় ঘরামী বলেন, বিনা লাভের দোকানে ৫ই আগষ্টের বিজয়েরপর সৈরাচারী সরকার পালালেও তাদের দোসররা এখনও এই দেশে রয়ে গেছে, যারা এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। যার ফলে হঠাৎ করে বাজারে অস্থিরতা দেখা গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফেরাতে এবং বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের এই পদক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, আমরা এই মুহুর্তে শিববাড়িতে একটি দোকানের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছি। আশা করি বিনা লাভের দোকান আমরা নগরীর ৩১টি ওয়ার্ডে খুব দ্রুতই ছড়িয়ে দেবো। এর ফলে বিভিন্ন বাজারে যেসব সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে তা ভেঙে দেওয়া হবে।

ইবি ছাত্রলীগের সাহিত্য সম্পাদক আটক

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শাখা ছাত্রলীগের সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক আবদুল আলিমকে পরীক্ষা দিতে এসে শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়ায় আটক করা হয়েছে। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-নজরুল কলা ভবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালে এই ঘটনা ঘটে। তাকে ইবি থানায় হেফাজতে রাখা হয়েছে। আবদুল আলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। পরীক্ষা শুরুর পর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে শুরু করলে প্রক্টরিয়াল বডি তাকে পরীক্ষার হল থেকে বের করে আনে। এ সময় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানা যায়। প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা, বিভাগীয় শিক্ষক এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন এবং পরে তাকে থানায় সোপর্দ করেন। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, আবদুল আলিম ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছেন এবং ছাত্র আন্দোলনে সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। এছাড়াও তিনি আবাসিক হলের সিট বাণিজ্যে জড়িত ছিলেন বলে তারা দাবি করেন।

চলনবিলে জীববৈচিত্র্য রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন

সিংড়া প্রতিনিধি : চলনবিলে পলিথিন, প্লাস্টিক বর্জ্য পরিহারে সচেতনতামূলক সভা এবং বিলের জীববৈচিত্র্য ও জলাশয় রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। শনিবার সকাল ১০ টায় চলনবিলের পেট্রোলবাংলা পয়েন্ট এলাকায় মানববন্ধন ও সচেতনতামূলক সভার মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুরু হয়। পরে নৌকা নিয়ে চলনবিলের বিলসা সহ বিভিন্ন পয়েন্টে দিনব্যাপি এই কর্মসূচি পালন করে পরিবেশবাদী সংগঠন চলনবিল জীববৈচিত্র্য রক্ষা কমিটি। চলনবিল জীববৈচিত্র্য রক্ষা কমিটির সভাপতি ও বিলহালতি ত্রিমোহনী ডিগ্রি কলেজের ভূগোলের সহকারী অধ্যাপক আখতারুজ্জামান এর সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান, প্রফেসর ডক্টর জাহান বক্স, মোড়ল দিঘাপতিয়া কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ আহমাদুল হক স্বপন, গুরুদাসপুর রোজী মোজাম্মেল মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ প্রমূখ।

সরাইলে জবাইকৃত গরুসহ দুই চোর গ্রেপ্তার

সরাইল প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে গরু চুরির পর জবাই করে রক্তাক্ত অবস্থায় বাজারে নামানোর সময় হাতেনাতে দুই চোরকে আটক করে জনতা। আবুল কাশেম নামের ব্যক্তি গরু চুরির অভিযোগে মো. শওলাজ (৩০) ও সাজু মিয়ার (২৮) বিরুদ্ধে সরাইল থানায় মামলা করেন। গত শুক্রবার গভীর রাতে উপজেলার কালিকচ্ছ ইউনিয়নের বিশুতারা গ্রামে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ দুই চোরকে গ্রেপ্তার করে গরুসহ আদালতে প্রেরণ করেন। পুলিশ, মামলা ও স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে বিশুতারা গ্রামের মোমিন মিয়ার শিশু পুত্র মোহনের (০৭) পালিত একটি গাভী বাড়িতে থেকে চুরি করে নিয়ে আসে ওই দুই চোর। তারা ওই বাড়ি থেকে ২-৩শত গজ দূরে খালি মাঠে নিয়ে গাভীটিকে জবাই করে। জবাইকৃত গাভীটিকে একটি সিএনজি চালিত অটোরিকশার (বি- বাড়িয়া-থ-১১-৬৬৫৮) পেছনে উঠায়। সিএনজি’র দুদিকে ফর্দা ফেলে ঢেকে দেয়। ওই সিএনজিটি রাত ৪টার দিকে সরাইল বিকাল বাজারে পৌঁছে। সেখানে জবাইকৃত গরুটি রক্তাক্ত অবস্থায় নামানোর সময় একদল ট্রাক শ্রমিক দেখে ফেলে। তারা সিএনজিতে কী? বলার সাথেই দুই চোর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় বড়ুইয়া গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে সাজু মিয়াকে হাতেনাতে আটক করে ফেলে শ্রমিকরা। আর গরু ফেলেই দৌঁড়ে পালিয়ে যায় সরাইল সদরের কাচারি পাড়ার মো. হুমায়ুন মিয়ার ছেলে শওলাজ। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে শওলাজকে গ্রেপ্তার করে। জবাইকৃত গাভীটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। গরুর মালিক মো. আবুল কাশেম বাদী হয়ে এ ঘটনায় ওই চোরকে আসামি করে সরাইল থানায় মামলা করেছেন। স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি বলেন, সরাইলে গরু চোরের একটি বড় সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে গরু চুরি করছে। তারা চুরির গরু গুলি কখনো জবাই করে, টুকরা করে আবার কখনো জীবিত অবস্থায় স্থানীয় এক শ্রেণির কসাইয়ের কাছে বিক্রি করছেন। কসাইরা স্বল্প মূল্যে ক্রয় করে অধিক লাভের ব্যবসা করে আসছে। ওই চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সিন্ডিকেটের চোর ও কসাইদের নাম পাওয়া যাবে।

নাঙ্গলকোটে যুবদলের কর্মী সভা

নাঙ্গলকোট প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের দৌলখাঁড় ইউনিয়নের আয়োজনে কর্মী সভা শুক্রবার বিকেলে দৌলখাঁড় উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাঙ্গলকোট উপজেলা যুবদল সদস্য সচিব কামরুজ্জামান টিটুর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবদল আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম মনির। দৌলখাঁড় ইউনিয়ন যুবদল নেতা শহীদুল ইসলামের সঞ্চালনায় কর্মী সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবদল সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোদাচ্ছের হোসেন মজুমদার লিটন, যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল মমিন, দৌলখাঁড় ইউনিয়ন বিএনপি সাবেক সভাপতি সুবেদার মেজর অবসরপ্রাপ্ত আবদুল মতিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মোল্লা।

লৌহজংয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত দেহ উদ্ধার

লৌহজং প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার শিমুলিয়া ঘাট এলাকা থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির (৫০) মৃত দেহ উদ্ধার করেছে পদ্মা সেতু (উত্তর) থানা পুলিশ। থানা সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল আনুমানিক ০৭:৩০ ঘটিকার সময় শিমুলিয়া ০৩ নং ফেরিঘাট পাবলিক টয়লেট এর বিপরীতে পূর্ব পাশে রাস্তার সাইডে অজ্ঞাতনামা (৫০), (পুরুষ মুসলিম) মৃত অবস্থায় দেখে দেলোয়ার হোসেন স্থানীয়দের জানায়। পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজন ৯৯৯ ফোন দিলে ৯৯৯ থেকে থানা পুলিশ কে সংবাদ দেয়। তৎক্ষনাৎ পদ্মা সেতু (উত্তর) থানার এসআই সাইফুল ইসলাম সঙ্গীও ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছেন এবং লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে।

আনুলিয়ায় পাউবো’র বেড়ী বাঁধে ফাটল

আশাশুনি প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলার আনুলিয়া ইউনিয়নের বিছটে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ী বাঁধে ফাটল ধরেছে। এলাকাবাসীর মনে দুর্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী শনিবার এলাকা পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার দুপুরের জোয়ারের পানির চাপে ইউনিয়নের বিছট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছ থেকে মোড়লবাড়ী গামী ওয়াপদার মাঝের অংশে রহিম সরদারের ঘেরের সামনে ভেড়ী বাঁধে ফাটলের সৃষ্টি হয়।প্রায় ৮০ ফুট বাঁধে ফাটল ধরেছে। ফাটলের গভীরতা ৩০ থেকে ৩৫ ফুট পর্যন্ত। ফাটলের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শঙ্খার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান রুহুল কুদ্দুছ ফাটলে খবর ওয়াপদা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। রোববার সকাল ১০ টার দিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী উপবিভাগীয় প্রকৌশলীকে নিয়ে ফাটল কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান। আগামী দুই-একদিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে ডাম্পিং এর কাজ শুরু করা হবে বলে কর্মকর্তাবৃন্দ আশা ব্যক্ত করেন।

খুলনা : দাকোপের লক্ষিখোলা এলাকায় ভেঙে যাওয়া ওয়াপদা বেড়িবাঁধ বালি ভর্তি টিউবের সাহায্যে সংস্কার করা হয়।

প্রথম চ্যালেঞ্জ জিততে চান সিমন্স

স্পোর্টস ডেস্ক : শের-ই বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ইনডোরের বাইরের নেটে লম্বা সময় একাই বোলিং করলেন হাসান মুরাদ। কিছুক্ষণ পর আরেক নেটে লিটন কুমার দাসকে বোলিং করতে চলে গেলেন তিনি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে হয়তো এ দিন জাতীয় ক্রিকেট লিগে ব্যস্ত থাকার কথা ছিল তরুণ বাঁহাতি স্পিনারের। অথচ তিনি এখন এখানে। কারণ, সাকিব আল হাসান যে নেই! তবে সাকিব না থাকলেও তাকে নিয়ে আলোচনা মোটেও থেমে নেই। মিরপুরে স্টেডিয়ামের বাইরে প্রায় প্রতিদিনই চলছে পক্ষে-বিপক্ষে নানা কর্মসূচি, মিছিল-স্লোগান।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ দুয়ারে দাঁড়িয়ে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে ক্রিকেটীয় আলোচনায় ক্রিকেটই নেই। বাংলাদেশের নতুন কোচ ফিল সিমন্সের প্রথম চ্যালেঞ্জ এখন এখানেই। মাঠের বাইরের সবকিছুকে দূরে ঠেলে ক্রিকেটে মনোযোগী রাখতে হবে দলকে। মাঠের বাইরের নানা ঘটনাপ্রবাহের অংশ সিমন্সের কোচ হয়ে আসাও। গত মঙ্গলবার আচমকাই চান্দিকা হাথুরুসিংহেকে বরখাস্ত করে নাটকীয়ভাবে কোচ হিসেবে ঘোষণা করা হয় সিমন্সের নাম। পরদিন সকালে তিনি ঢাকায় চলেও আসেন ক্যারিবিয়ান এই কোচ।

হাথুরুসিংহের অবশ্য বিসিবির সব অভিযোগ উড়িয়ে বলেছেন, সত্যের জয় হবেই। সব মিলিয়ে মাঠের বাইরে এত কিছু হচ্ছে যে, কোচ হিসেবে প্রথম সংবাদ সম্মেলনে এসবের মুখোমুখি হতেই হতো সিমন্সকে। সব ছাপিয়ে ক্রিকেটকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বললেন কোচ। দলের সামনে দারুণ এক হাতছানিও তিনি মনে করিয়ে দিলেন। "ভালো বিষয় হলো, আমাদের সামনে খুব গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ম্যাচ। আমরা যদি পরবর্তী কিছু ম্যাচ জিততে পারি, (টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের) ফাইনালের লড়াইয়ে চলে আসতে পারি। আমার অগ্রাধিকার সবসময় ক্রিকেট এবং সোমবারের (প্রথম টেস্টের প্রথম দিন) জন্য দলকে তৈরি করার দিকে। গত দুই দিন ছিল দারুণ। ছেলেরা কঠোর পরিশ্রম করেছে। ক্রিকেটকে ঘিরে যত সংশয় ছিল, সেগুলো সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। মনোযোগ ধরে রেখে সোমবারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা করছি। ফাইনালের স্বপ্ন অবশ্য একটু বাড়াবাড়িই মনে হতে পারে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এখন পর্যন্ত আট ম্যাচে তিন জয়ে ৩৪.৩৮ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের পর বাকি শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচ। এই চার ম্যাচের সবকটি ফল নিজেদের পক্ষে আনতে পারলে, অন্য দলগুলোর অবস্থার ভিত্তিতে ফাইনালের লড়াইয়ে থাকতে পারে বাংলাদেশ।

তেমন কিছু করতে হলে মাঠের ক্রিকেটে মনোযোগ ধরে রাখার মূল কাজটা করতে হবে ক্রিকেটারদের। কিন্তু ভরাডুবিময় ভারত সফরের পর আরেক সিরিজের আগে প্রধান কোচ পরিবর্তন ও দলের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার সাকিবের দেশে আশা নিয়ে নাটক মিলিয়ে ক্রিকেটারদের জন্য মনোযোগ ঠিক রাখার কাজটি সহজ নয়। সিমন্স নিজেও মানছেন এটি। টেস্ট শুরুর আগের সময়টায় দলের প্রস্তুতিতে এখানেই জোর দিচ্ছেন কোচ। "এটি (বাইরের ঘটনায় মনোযোগ হারানো) বড় ভাবনার বিষয়। সামনের কয়েক দিনে এটিই আমাদের কাজের বড় একটা অংশ হবে, (ক্রিকেটাররা) যাতে ক্রিকেটের বাইরের কিছু নিয়ে চিন্তা না করে, মাঠের ক্রিকেটে সব মনোযোগ থাকে। আমরা কেবল সেসব নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, যা আমাদের হাতে আছে। সোমবারের জন্য কীভাবে প্রস্তুত হব, আমরা নিয়ন্ত্রণ তা করতে পারি। এভাবেই দলের মনোযোগ ঠিক রাখার চেষ্টা করছি। বাংলাদেশের ক্রিকেট থেকে কোচদের বিদায় সাধারণত সুখকর হয় না খুব একটা। হাথুরুসিংহের আগে রাসেল ডোমিঙ্গো এবং স্টিভ রোডসের বিদায়টাও স্বাভাবিক ছিল না। আগেও নানা সময়ে দেখা গেছে একই চিত্র। সেই বাস্তবতা জেনেই চ্যালেঞ্জটি নিতে এসেছেন সিমন্স। উপভোগের মন্ত্রে দলকে সাফল্য এনে দেওয়ার আশা তার। "যে কোনো আন্তর্জাতিক দলের কোচের চাকরিই 'হট সিট।' আপনি বলতে পারেন, বাংলাদেশ ভিন্ন বা পাকিস্তান ভিন্ন। তবে আমার কাছে বিষয়টা হলো ক্রিকেটারদের তৈরি করা, সব কিছু উপভোগ করা এবং ম্যাচ জেতা। এই মুহূর্তে আর কিছু নিয়ে ভাবছি না। গত দুই দিন সব কিছু খুব ভালো গেছে। দুই দিনেই আমি বলতে পারব না, কতটা কঠিন। খুব বেশি দিন হয়নি যে তরুণ ক্রিকেটাররা পারফর্ম করেছে। পাকিস্তানে গিয়ে জেতা সহজ কাজ নয়। হ্যাঁ তরুণ ক্রিকেটারদের উন্নতির কাজটা কঠিন, সব জায়গায়ই কঠিন। তবে তাদের সঙ্গে কথা বলে আমি যা বুঝতে পেরেছি, তাদের মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষাটা আছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ফিরলেন স্পিন কোচ মুশতাক

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তান সফর পর্যন্ত বাংলাদেশের স্পিন কোচ হিসেবে কাজ করেছিলেন মুশতাক আহমেদ। তবে অন্য চুক্তি থাকায় তাকে স্থায়ীভাবে পাওয়া নিয়ে দেখা দেয় সংশয়। সাবেক পাকিস্তানি এই লেগ স্পিনারকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজেই আবার দেখা যাচ্ছে। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ দলের অনুশীলনে মুশতাককে দেখা যায়। নতুন প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে লম্বা সময় কথা বলেন তিনি। তাকে আবার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম জানান, 'চুক্তি হয়েছে কিনা এখনই এটা বলতে পারছি না। তবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পুরো সিরিজে দলের সঙ্গে থাকবেন। ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের ম্যানেজার শাহরিয়ার নাফীস জানান, 'ওর সঙ্গে আমাদের কথা ছিলো ওর প্রাইয়োর কমিটমেন্ট না থাকলে বিভিন্ন সময়ে আসবে। সেই হিসেবেই এই সিরিজটা আপাতত থাকছে। গত এপ্রিল মাসে মুশতাককে স্পিন কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় বিসিবি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপসহ পাকিস্তান সফর পর্যন্ত কাজ করেছেন তিনি। চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় ভারত সফরে দেখা যায়নি তাকে। বিসিবির সঙ্গে তখনই কথা ছিলো অন্য কমিটমেন্টের ফাঁকে সময় পেলে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি।

রেয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার গুঞ্জনে 'অস্থির নয়' অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : লিভারপুলে চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে ট্রেন্ট-অ্যালেকজ্যান্ডার আর্নল্ডের। স্বাভাবিকভাবেই তাই তার ভবিষ্যৎ নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। তবে, এসবে তিনি একটুও বিচলিত নন বলে জানালেন লিভার-পুল কোচ আর্না স্লট। চলতি মৌসুম শেষে লিভারপুলের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডের। এরপর তিনি রেয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পারেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। লিভারপুলের যুব দলে নিজেকে শাণিয়ে শীর্ষ পর্যায়ে উঠে আসা এই ইংলিশ ডিফেন্ডার বর্তমানে এর মূল দলের সহ-অধিনায়ক। ২০১৬ সালে ক্লাবটির মূল দলে অভিষেকের পর থেকে তিনি জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপসহ আরও অনেক শিরোপা। এখনও দলটির গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের একজন তিনি। তারপরও, অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক ও তারকা স্ট্রাইকার মোহামেদ সালাহর মতো তারও চুক্তি নবায়ন করেনি ক্লাবটি। এতেই অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডকে ঘিরে ওঠা গুঞ্জন দিন দিন আরও বাড়ছে। লিগে আজ রোববার চেলসির বিপক্ষে মাঠে নামবে লিভারপুল। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে কোচ স্লট বলেন, এসব গুঞ্জন তার খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। আমার মনে হয়, আপনি আমাদের খেলোয়াড়দের অবমূল্যায়ন করছেন। এসব খেলোয়াড়দের সব বড় ক্লাবের সঙ্গে যোগসূত্র টেনে নিয়মিতই খবর আসে, তাদের মধ্যে সত্যিই যোগাযোগ থাকুক আর না থাকুক। আপনি যদি মনে করেন, এসব আগ্রহের খবরে তাদের স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্ন ঘটে, তাহলে আপনি বোঝেন না তারা মানসিকভাবে আসলে কতটা দৃঢ়। এটা আমাদের কাজেরই অংশ। আমরা যে দুনিয়ায় বাস করি, এসব তার অংশ। এসব এড়িয়ে নিজেদের কাজে মনোযোগ দেওয়াই আসল। স্লটের দৃঢ় বিশ্বাস, অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডের মতো ভার্জিল ও সালাহও তাদের ঘিরে চলা গুঞ্জনে বিচলিত হয় না। "বয়স ১৭ কিংবা ১৮ হলে এসব খবর একজন খেলোয়াড়ের জন্য কঠিন হতে পারে। কিন্তু ট্রেন্ট লিগ জিতেছে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে; ভার্জিল ও সালাহ তাই জিতেছে। আমার মনে হয় না, এজন্য তাদের পারফর্ম করতে কোনো সমস্যা হবে এবং এই মুহূর্তে আমরা তাই দেখছি, কারণ তারা খুব ভালো খেলছে।"

কাঠমান্ডুতে ঠান্ডা গরমে নাকাল নারী ফুটবলাররা

স্পোর্টস ডেস্ক : নেপালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার, ভারত ৫-২ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে অভিযান শুরু করেছে। আজ রোববার বাংলাদেশ খেলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। হাতে একদিন রয়েছে। বাংলাদেশি ফুটবলাররা এখনও নেপালের আবহওয়ার সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেনি। সর্দি- কাশি একআধটু ধরে বসেছে। বাংলাদেশ দলের নেপালী লিয়াজোর অফিসারও ঠান্ডায় হাঁচি দিচ্ছেন বিরক্তকরভাবে। বাংলাদেশ দল সুত্রে জানা গেছে শুধু বাংলাদেশ দলের ফুটবলারদের মধ্যেই নয়, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপের ফুটবলারদেরও নাকি একই অবস্থা। ঠান্ডায় কিছু হলেও সমস্যা হচ্ছে। রাতে শীত বাড়ছে। শীতের প্রকোপ বেড়ে যায় রাতে, আর দিনে গরম। নাকাল অবস্থা। ভোরে অনুশীলনে বেরিয়ে পড়েন বাংলাদেশের ফুটবলাররা। কান ঢেকে রাখতে হয়। ভারত প্রথম ম্যাচে বড় জয় পেয়ে যাওয়ায় সুবিধাজনক স্থানে চলে গেছে তারা। কারণ এই গ্রুপে ভারত, পাকিস্তান ছাড়াও বাংলাদেশ খেলবে। এখন পাকিস্তানকে বাঁচতে হলে বাংলাদেশের ওপর মরণ কামড় দিতে হবে। আর বাংলাদেশকে সেমিফাইনালের টিকিট পেতে হলে পাকিস্তানের বিপক্ষে জিততে হবে। জিতলে আর কোনো সমীকরনে যেতে হবে না। পাকিস্তানের বিদায় হয়ে যাবে। পাকিস্তান বড় ব্যবধানে হারলেও ভারতকে নাকানি চুবানি দিয়েছে। ৩-০ গোলে পিছিয়ে থাকা পাকিস্তান জোড়া গোল করে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় অভিজ্ঞ ফুটবলারদের কাছে শেষ পর্যন্ত আর পেরে উঠতে পারেনি। প্রথম ম্যাচে অনেক দলই প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স করতে পারে না। দ্বিতীয় ম্যাচে চেহারা বদলে যায়। সেই আশায় উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ দেখছেন না বাংলাদেশের কোচিং স্টাফ। তারা ম্যাচটা দশরথের গ্যালারিতে বসে দেখেছেন। ম্যাচের প্রয়োজনীয় তথ্য টুকে নিয়েছেন সাবিনাদের ইংলিশ কোচ জেমস পিটার বাটলার। পাকিস্তানি ফুটবলারদের শারীরিক উচ্চতাও বেশ ভালো। বাংলাদেশের ফুটবলারদের চেয়ে ভালো।

পাল্টা আক্রমণে স্মরণীয় সেঞ্চুরি সারফারাজের

স্পোর্টস ডেস্ক : যেন অসীম আকাশে ডানা মেলে দেওয়া মুক্ত বিহঙ্গ। কিংবা গোটা বিশ্ব জয় করে ফেলা আনন্দময়ী কেউ। সারফারাজ খানের উদযাপন দেখে মনে হতে পারে যে কোনো কিছুই। এক হাতে হেলমেট, আরেক হাতে ব্যাট উঁচিয়ে ছুটে বেড়ালেন তিনি মাঠময়। তাকে আর পায় কে! নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে বেঙ্গালুরু টেস্টের চতুর্থ দিনে গতকাল শনিবার পরম আরাধ্য মাইলফলকের দেখা পেলেন সারফারাজ। প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি সবসময় বিশেষ কিছু। তবে সারফারাজের এই সেঞ্চুরি যেন আরও বেশি স্পেশাল। কত প্রতিকূলতা পেরিয়ে, কত বন্ধুর পথ মাড়িয়ে, কত যন্ত্রণাময় অপেক্ষার পর অবশেষে দিনটি এলো! শুধু ভারতীয় ক্রিকেট নয়, তার গল্প তো এখন জানা গোটা ক্রিকেট বিশ্বেরই। সেই ছোট্টবেলা থেকে একটি স্বপ্নকে ধাওয়া করে বাবার সঙ্গে দিনরাত একাকার করে ঘাম ঝরানো, ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের জোয়ার বইয়ে দেওয়ার পরও উপেক্ষিত থাকা এবং অবশেষে দেশের হয়ে মাঠে নামতে পারা, সবই যেন রূপকথা। এবার দেশের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদও পেয়ে গেলেন ২৬ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান। তিন দিন পরই তার জন্মদিন। নিজেকে আগাম উপহারও দিয়ে রাখলেন তিনি। শুধু প্রথম সেঞ্চুরি বলেই নয়, এই ইনিংস সারফারাজের কাছে আরও স্মরণীয় হয়ে থাকবে ম্যাচের পরিস্থিতির কারণেও। প্রথম ইনিংসে দেশের মাঠে ৪৬ রানে গুটিয়ে গিয়ে চরম বিব্রতকর অভিজ্ঞতা হয় দলের। প্রথম আট ব্যাটসম্যানের পাঁচজনই ফেরেন শূন্য রানে, সেখানে ছিলেন সারফারাজও। প্রথম ইনিংসে ভারত পিছিয়ে ছিল ৩৫৬ রানে। এই অবস্থায় এমনিতে সব দলের পরাজয়ের প্রহর গোনার কথা। কিন্তু ভারত দেখাল পাল্টা আক্রমণের ঝলক। ইয়াসাসভি জয়সওয়াল ও রোহিত শার্মা পথ দেখালেন। ভিরাট কোহলি ও সারফারাজ সেই পথ ধরেই ছুটে গেলেন আরও দূরে।

স্বাস্থ্য

হরমোনের সমস্যা বোঝার উপায়

স্বাস্থ ডেস্ক : শরীরের স্বাভাবিক কার্যাবলী ঠিক রাখতে হরমোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইন্সুলিন, ইস্ট্রোজেন, ডোপামিন, এফএসএইচ, টিএসএইচ ইত্যাদি জৈবিক রাসায়নিক উপাদান মেজাজ, চুলের বৃদ্ধি, ওজন, প্রজনন ক্ষমতা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে নানারকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তার নানা রকমের কারণ আছে। সেই কারণ গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো হরমোনের ভারসাম্য ঠিক না থাকা। মেয়েদের শরীরে হরমোনের পরিবর্তনের অনেক লক্ষণ দেখা যায়। চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর বয়সী নারীদেরও হরমোনের সমস্যা হয়। এতে করে অনেক নারীর বন্ধ্যত্ব দেখা দিতে পারে। যেসব লক্ষণে আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন আপনি হরমোনের সমস্যায় ভুগছেন কিনা। চলুন জেনে নেয়া যাক লক্ষণগুলো-

চুল পাতলা হয়ে যাওয়া : অল্প চুল তো সবারই ঝরে। কিন্তু যদি প্রতিদিন চুল ঝরতে থাকে এবং তার ফলে আপনার কপাল চওড়া এবং বড় হতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে হরমোনের ভারসাম্য ঠিক নেই। অতিরিক্ত চুল পড়া কিন্তু রোগ নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। তাই আর যাতে বেশি ক্ষতি না হয়, সেজন্য সবার আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নিন। রাসায়নিক দেওয়া বা প্রসেসড ফুড এড়িয়ে চলুন। প্লাস্টিকের পাত্রে খাওয়া, বা তাতে গরম খাবার রেখে খাওয়া কিংবা খাবার গরম করায় রাশ টানুন।

উৎকণ্ঠা : আপনার শরীরের হরমোনগুলোর মধ্যে ব্যালান্সঠিক নেই, বোঝার আরও একটা উপায় হল, যদি আপনি সব সময়েই একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন। অনেক চেষ্টা করেও এই এংজাইটিরকোনো সঠিক কারণ আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না। আপনার যদি অতিরিক্ত এংজাইটি হয় এবং আপনার মনে হয় যে আপনার অবসাদ আসছে, তাহলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। হরমোনের অসুখ বাধানোর কারণগুলির অন্যতম মানসিক অশান্তি। সমীক্ষায় প্রকাশ, যে কোনো মারণ অসুখকে হঠাৎ ছ'গুণ বাড়িয়ে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে স্ট্রেস। কিন্তু একুশ শতকে স্ট্রেস থাকবেই। সুস্থতার জন্য নিজেকেই শুধরে নিতে হবে। মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ান। মানসিক বিশ্রামের অবকাশ খুঁজে নিন।

চোখের নিচে কালি পড়া : চোখের নিচে কালি পড়লে সাধারণত তার জন্য স্ট্রেস, ঘুমের অভাব, অতিরিক্ত পরিশ্রম কিংবা লিভারের সমস্যাকে আমরা দায়ী করে থাকি। কিন্তু আপনি কি জানেন যে টেস্টস্টেরন এবং প্রটেস্টস্টেরন এর ভারসাম্য ঠিক না থাকলে তখন ডার্ক সার্কেল দেখা যায় এবং ইনসোমনিয়ার মতো সমস্যা দেখা যায়। নিয়মিত হরমোনের রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি চেকআপ করান। অর্থাৎ রক্তকণা ও চিনির পরিমাণ, রক্তচাপ, জরায়ু প্রাচীর স্বাভাবিক আছে কি না, খোঁজ রাখুন।

একনে : অনেক সময় স্কিনের কিছু ছোটোখাটো সমস্যা দেখা যায় নানা কারণে যেরকম কোনো নির্দিষ্ট খাবার বা কিছু থেকে এলার্জি, ধুলো কিংবা দূষণ থেকে স্কিনের সমস্যা হয়। কিন্তু এই সমস্যা যদি মাঝে মাঝেই হয় এবং জেদি দাগ-ছোপ ছেড়ে যায় আপনার ত্বকে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার শরীরে হরমোনের ব্যালান্স ঠিক নেই। হরমোনের সমস্যা দেখা দিলেই আগে ওজন কমান, ডায়েটে সংযম রাখুন। দিনের মধ্যে অন্তত আধা ঘণ্টা জোরে হাঁটুন। সময় না পেলে কিছুক্ষণ স্কিপিং করুন। যখনই পারবেন একটু হেঁটে নিন। হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোমর টানটান রাখুন।

ব্রেস্টে পরিবর্তন : হরমোনের ব্যালান্স বিগড়েছে এটা বোঝার আরো একটি শারীরিক লক্ষণ হলো আপনার ব্রেস্টে কিছুকিছু পরিবর্তন দেখা যায়; যেমন ব্রেস্টে মাঝে মাঝে ব্যাথা অনুভব করা কিংবা ব্রেস্ট নিচের দিকে নেমে আসা কিংবা লাম্প অনুভব করা- যে কোনোটাই কিন্তু হরমোনাল ইম্ব্যালান্সের ফলে কোনো রোগের উপসর্গ হিসেবে দেখা দিতে পারে। তলপেটে আলতো অথচ একনাগাড়ে ব্যথা, মাথা ধরা, মুড অফ বা হঠাৎ রেগে যাওয়া- এমন সব উপসর্গকে অবহেলা করবেন না, চিকিৎসককে জানান।

গলার স্ফীতি : থাইরয়েড হরমোনের অভাবে অর্থাৎ হাইপোথাইরয়েডিসমের কারণে গলা ফুলে উঠতে পারে। গলায় হাত দিয়ে কোনো অস্বাভাবিক ফোলা কিছু পেলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

সিজনাল ফ্লু থেকে বাঁচার উপায়

স্বাস্থ ডেস্ক : এখন আশ্বিন মাস। হুটহাট বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা বাতাস আবার প্রচণ্ড গরম। এমন মিশ্র আবহাওয়ায় সহজেই গরম ঠান্ডা লেগে যেতে পারে অথবা সিজনাল ফ্লু হতে পারে। এছাড়াও আর্দ্র বাতাসে ভেসে থাকতে পারে নানারকম জীবাণু। তাই চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু খাবার ও পানীয়ের সম্পর্কে যা সহজেই মুক্তি দিতে পারে এ সমস্যা থেকে।

তুলসি
চা,বিভিন্ন পানীয় ও সালাদে তুলসী পাতা যোগ করে সহজেই ঠান্ডার সমস্যায় আরাম পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে খালি পেটে তুলসীর রস খুবই কার্যকরী।

আদা
ঠান্ডা কাশির জন্য আরেকটি কার্যকরী উপাদান হল আদা। বিভি-ন্ন রান্নায় মশলা হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি চায়ে আদা যোগ করে খেলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

লবঙ্গ
কাশি বা গলাব্যাথার উপশমের জন্য লবঙ্গ একটি উপকারী মশলা।

রসুন
রসুন এন্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন হওয়ায় এটি শরীরের সুস্থতার জন্য অত্যন্ত উপকারী। রসুনের আচার, মুড়ি মাখা, রসুন ভর্তা এছাড়াও অন্যান্য রেসিপিতে রসুন যোগ করার মাধ্যমে দেহে এন্টিওক্সিডেন্ট এর মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ভিটামিন সি
দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পর্যাপ্ত পরিমান ভিটামিন -সি জাতীয় ফল বিশেষ করে কেমিক্যাল মুক্ত দেশীয় ফল খেতে হবে।

মধু
নাক ও শ্বাসনালীর প্রদাহ বা সংক্রমন থেকে উপশমের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক মধুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিটা ক্যারোটিন
বিভিন্ন ধরনের রঙিন বিশেষ করে কমলা ও লাল রঙের ফল ও সবজিতে প্রচুর পরিমাণ বিটা ক্যারোটিন থাকে।যা আমাদের দেহে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট সরবরাহ করে।এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ও সাধারণ ফ্লু এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার সমাধানের জন্য উপর্যুক্ত খাদ্য উপাদানগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার প্রাকৃতিক সমাধানের জন্য ধানমন্ডিস্হ আমেরিকান ওয়েলনেস সেন্টার এ ডাক্তার ও পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিতে পারেন।

ডায়রিয়া হলে করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ডায়রিয়া হলে প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর অন্তত ২০০ মি.লি. বা ১ গ্লাসের মতো খাবার স্যালাইন পান করুন।

* ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে প্রচুর পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। তাই স্যালাইনের পাশাপাশি বারবার বেশি বেশি তরল খাবার যেমন : ভাতের মাড়, চিড়ার পানি, ডাবের পানি, তাজা ফলের রস (কমলা, মাল্টা, ডালিম কিংবা তরমুজের জুস), স্যুপ, টকদই, ঘোল, লবণ-গুড়ের শরবতসহ যে কোনো তরল খাবার ডায়রিয়া রোগীর জন্য ভালো।

* তরল জাতীয় খাবারের পাশাপাশি স্বাভাবিক খাবার চালিয়ে যেতে হবে (যদি রোগী বমি না করে)। * বাড়ির কাজের লোক, রেস্তোরাঁর রাঁধুনি কিংবা পরিবেশনকারী অর্থাৎ খাবার তৈরির সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত তাদের ডায়রিয়া দেখা গেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের কাজ বন্ধ রাখুন কিংবা ছুটির ব্যবস্থা করুন। একেবারেই যদি কাজ বন্ধ করা অসম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে তৈরির আগে এবং পরে খুব ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া অবশ্যই নিশ্চিত করুন।

কী করবেন না: ডায়রিয়ার শুরুতেই কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া একদমই উচিত নয়।

* আবার অনেকে দ্রুত ডায়রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য ওষুধ খান যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। এসব ওষুধ ব্যবহারের ফলে শিশুদের অন্ত্রনালি পেঁচিয়ে গিয়ে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

* ডায়রিয়া হলে ভাজা-পোড়া বা ঝাল মসলাদার বাইরের খাবার না খেয়ে, বাড়িতে রান্না সহজপাচ্য খাবার খাওয়া ভালো।

নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার

স্বাস্থ্য ডেস্ক : নিউমোনিয়া হলো লাঙস বা ফুসফুসের জটিল সংক্রমণ। বুকে ঠান্ডা লেগে সর্দি হওয়া কিংবা সংক্রমণ হওয়া থেকে একটু বেশি গুরুতর সংক্রমণকেই নিউমোনিয়া বলে। প্রতি বছর নিউমোনিয়াজনিত রোগের কারণে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১.৬ মিলিয়নের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। বিশ্বে প্রতি মিনিটে নিউমোকক্কাল রোগে ৩ জনের মৃত্যু হয়।

নিউমোকক্কাল আশঙ্কা কাদের : যে কোনো মানুষের নিউমোকক্কাল রোগে হতে পারে। তবে যাদের বয়স ৫০ বছর বা তার বেশি যাদের ফুসফুস, হার্ট কিডনির রোগ ডায়াবেটিস রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের এই রোগ ও রোগজনিত জটিলতা হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। মাদকাসক্তরাও এই রোগের শিকার হয় সহজে। ইমিউনিটিকম থাকলে ব্যাক্টেরিয়া এবং ফাঙ্গাল দুই রকম নিউমোনিয়াই হতে পারে।

নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ : প্রধানত জ্বর থাকে। জ্বর খুব বেশি হয়, ঘাম হয় খুব, কাশি থাকে, কাশির সঙ্গে কফ বেরোতে পারে, কফের সঙ্গে রক্ত থাকতে পারে। বুকে ব্যথা- এমন ব্যথা যে কাশলে বা জোরে শ্বাস নিলে ব্যথা বেড়ে যায়। একে বলে পুরাইটিক চেস্ট পেইন। অনেক সময় লুজ মোশন বা ডায়রিয়া হতে পারে। যাদের বয়স একটু বেশি সিজন চেঞ্জের সময় নিউমোনিয়া সাধারণত তাদের বেশি দেখা যায়। নিউমোনিয়ার আরেকটি ধরন আছে। যেমন- অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। এটি একটি বিশেষ ধরনের অবস্থা হলে হয়ে থাকে। যেমন যারা গিলতে ঠিকমতো পারে না অর্থাৎ ঢোক গেলার মতো অবস্থায় নেই বা যাদের রেসপিরেটরি মাসল দুর্বল তাদের অনেক সময় খাবার লাঙসে চলে যায় এবং লাঙসে একটা ইনফেকশন তৈরি করে নিউমোনিয়ার মতো একটা অবস্থা সৃষ্টি করে।

ডায়াগনোসিসের প্রথম ধাপ : প্রথম ধাপ হলো চেস্ট এক্স-রে। বুকের এক্স-রে-তে যদি প্যাঁচ থাকে তাহলে নিউমোনিয়া আছে বলে ধরতে হবে। নিউমোনিয়ার ডায়াগনোসিসের সঙ্গে সঙ্গে এটাও জরুরি রোগটি কতটা সিভিয়ার। এটা মাপার জন্য স্কোর করা যায়। ঈটজই-৬৫ ঝপৎপব করা হয়।

এছাড়াও দেখা হয় রোগীরা ইউরিয়া লেভেল কত, ডিসওরিয়েন্টেশন আছে কিনা। যদি রোগীর অবস্থা ঠিক না থাকে তবে হাসপাতালে ভর্তি করতেই হবে। নিউমোনিয়ার কারণে নানা সমস্যা হতে পারে। যেমন কিডনির ওপর এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। লিভার ফাংশন এবং ব্লাড প্রেশারের ওপর এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সুতরাং সবদিক মাথায় রেখে একজন চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন। এ ছাড়া খুব যত্ন সহকারে অ্যান্টিবায়োটিক নির্ণয় করতে হয়। কাজ না হলে বারবার পরিবর্তন করার দরকার পড়ে।

রোগীর আত্মীয়রা ভাবেন চিকিৎসক বারবার অ্যান্টিবায়োটিক পরিবর্তন করছেন কেন। কিন্তু এটা দরকার। কারণ বেশির ভাগ সময় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স থাকে। প্রতিরাধ : নিউমোকক্কাল রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এমন টিকা রয়েছে। অবহেলা না করে জ্বর, সর্দি-কাশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হঠাৎ মুখ বেঁকে গেলে যা করবেন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : আমাদের সুন্দর মুখমণ্ডলটি হঠাৎ বেঁকে যেতে পারে। মুখের বিভিন্ন ভঙ্গিমা, হাসি-কান্না ইত্যাদি মুখের দু'পাশের চল্লিশের বেশি মাংসপেশির সাহায্যে হয়ে থাকে। যদি কোনো কারণে এই মাংসপেশির কার্যক্ষমতা কমে যায়, তাহলে মুখের আকৃতি খারাপ হয়ে বেঁকেও যাবে। দেহের সাত নম্বর নার্ভ (ফেসিয়াল নার্ভ) বেশি দায়িত্ব নিয়ে মুখের মাংসপেশিগুলো নড়াচড়া করে। নার্ভ মগজে সৃষ্টি হয়ে মাথার হাড়ের বিশেষ ছিদ্র দিয়ে কানের পেছনে ঘুরে পরোটিড গ্রন্থির মাধ্যমে মুখে এসে পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে মাংসপেশি নিয়ন্ত্রণ করে। এই গতিপথের যে কোনো সমস্যায় মাংসপেশির কার্যক্ষমতা লোপ পায়, তখন মুখ বাঁকা হয়ে যায়। উত্তর আয়ারল্যান্ডবাসী চিকিৎসাবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট বেল (১৯২৮-১৯৯০) প্রথম এই রোগ নির্ণয় করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে রাখার জন্য রোগের নাম 'বেলস পালসি' বলা হয়।

কেন এই রোগ হয় : ১. হঠাৎ কানের পেছনে ঠান্ডা বাতাস লাগার জন্য, বিশেষ করে বাসে বা ট্রেনে জানালার পাশে বসলে। ২. মগজের টিউমার। ৩. ডায়াবেটিস বা উচ্চচাপে মাথার মগজে সমস্যা হওয়া। ৪. মাথায় রক্তক্ষরণ। ৫. ভাইরাসজনিত সংক্রমণ। ৬. মধ্য কানের সংক্রমণ বা প্রদাহ। ৭. দুর্ঘটনায় মাথার হাড়ভাঙা। ৮. কানের সামনে বা পেছনে যে কোনো অপারেশনে। ৯. কিছুকিছু অটো ইমুইন রোগ।

রোগের লক্ষণ : মুখের চামড়ায় হাত দিলে অসাড় ভাব লাগা, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, কুলকুচি করা যাচ্ছে না, পানি এক পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে, মুখ ফুলানোর চেষ্টা করে মুখ ফুলছে না, ফুস করে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে, শিস দেওয়া যাচ্ছে না, চোখের পাতা বন্ধ না হয়ে চোখকে বড় দেখা ইত্যাদি।

কী করতে হবে : দেরি না করে চক্ষু ও স্নায়ু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। তারা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করবেন। রাতে ঘুমানোর সময় চোখ পুরো বন্ধ না হলে চক্ষু বিশেষজ্ঞ প্রয়োজনে সাময়িক পাপড়ি অপারেশন করে চোখ ছোট করে দিতে পারেন। ডাক্তারের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে মুখের বিশেষ ব্যায়াম, ফিজিও দরকার। প্রতি ঘণ্টায় এক মিনিট করে ঘরে বসে মুখের যত রকম ব্যায়াম বা ভ্যাংচামি করতে হবে। যদি চিকিৎসার কোনো গাফিলতি হয়, তাহলে এই সমস্যা স্থায়ী হতে পারে, যা সমস্যাজনক।